

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

অভীক দত্ত

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

কলেজ জীবনকে

১

।। প্র্যাঙ্ক নাকি সত্যি? ।।

#২৩৯২

পুরুষ, ২৫

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

সমস্যায় পড়েছি এবং সেটা মারাত্মক।

আমার বন্ধুর এক্স গার্লফ্রেন্ড, নাম ধরে নিন এক্স। আমার সেই বন্ধু মেয়েটিকে ধোঁকা দিয়ে আরেকটি নতুন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে গেছে। আমি সেটা জানতাম। এবার এক্স আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করত। আমি নরম হয়ে গেছিলাম। কষ্টও হত মেয়েটির জন্য। এবার এক্স আমার বন্ধুটিকে একদিন অফিসিয়ালি জানিয়ে দেয় সে ব্রেক আপ করবে। মেয়েটি খুব কান্নাকাটি করে। আমি ওকে বোঝাতে ওর পিজিতেও যাই। আমাদের মধ্যে সেক্স হয়। যেদিন সেক্স হয়, তার পরের দিন আমার বন্ধুটা জানাল ও এক্সকে মিস করছে, এক্সের কাছে ফিরে যেতে চায়। আমি এদিকে এক্সকে দিয়ে আমার বন্ধুকে ব্লক করিয়েছি। এক্স বলেছে আমাদের সেক্সটা বেস্ট ছিল। এবার আমার প্রশ্ন হল, বন্ধুকে জানাবো কী করে? এক্স বলছে আমার বন্ধুর নাকি মেশিনগান ছোট ছিল। এবার আমার ধারণা আমার বন্ধু তার নতুন গার্লফ্রেন্ডকে ওর যন্ত্রটা দেখিয়েছিল, সে হ্যাঁটা দিয়ে দিয়েছে, তার জন্যই আবার পুরনো জি এফের কাছে ফিরতে চায়। এবার সেটা যাও বা ঠিক চলছিল, আমার এক এক্স, ধরে নিন, তার নাম ওয়াই, সে আমাকে ব্লক তুলে মেসেজ করে বলেছে তার ব্রেক আপ হয়ে গেছে। এবার আমি কি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব? মানে ব্রেক আপ হওয়া এক্সকে সহানুভূতি দিলে এক দান লুডো তো খেলতেই দেয়, যদি আমি এক্সের সঙ্গে ইয়ে মানে ওয়াইয়ের সঙ্গে লুডো খেলি, তাহলে কি এক্সকে ঠকানো হবে?

-কনফেশন শেষ-

কমেন্ট ১ – অশনির গ্রোভার এর ছবি দিয়ে লেখা “ভাই ক্যা কর রহা হে টু”?

কমেন্ট ২ – “ভাই একা আছি, তুই তো ভালোই মস্তি মারছিস, একজনের সঙ্গে সেট করে দে প্লিজ।

কমেন্ট ৩ – ডিউরেক্স আছে তো ভাই?

কমেন্ট ৪- এটা কোন মেয়ে পোষ্ট করলে সবাই এতক্ষণে মেয়েটাকে যা তা বলে গালাগাল দিত। ছেলে পোষ্ট করে হিরো হয়ে গেল।

কমেন্ট ৫ – ভাই, এরকম বন্ধু কোথায় পাওয়া যায় জানাস”।

...

কমেন্টগুলো দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল দাশু। সেই করেছিল কনফেশনটা। এখন তার কাজ হয়েছে সারাদিন ধরে এসব পেজে এই ফেক কনফেশনগুলো পাঠানো। নিজেই পাঠায়, কমেন্টগুলো দেখে নিজেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

আরেকটা কাজ আছে তার। এই পেজগুলোতে কিছু মেয়ে কমেন্ট করে। ও ধরে ধরে তাদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়। বেশিরভাগই রিজেক্টেড হয়। কেউ কেউ অ্যাড করে নেয়। সময় কাটানো দরকার। এভাবেই কাটায় সে।

ফোন বাজছে। দাশু দেখল ইভান ফোন করছে। সে মুখ বিকৃত করল। ইভান ফোন করা মানেই ওর ঘ্যান ঘ্যান শুনতে হয়। ইভান খুব ফ্রাস্ট্রু খেয়ে থাকে। এখন যদি ফোন নাও ধরে, প্রথমে ফোন করে যাবে। তারপর সরাসরি বাড়ি চলে আসে। তার ঘরে কেউ আসুক, দাশু পছন্দ না। তার ঘর মানে তার পৃথিবী। সেখানে বাইরের লোকের অনুপ্রবেশ ঘটবে কেন?

বিরক্ত মুখে ধরল ফোনটা, “হ্যাঁ, বল”।

“শোন না ভাই, আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি”। খুব চাপ শোনাল ছেলেটার গলা।

দাশু বলল, “কী জিনিস?”

ইভান বলল, “আমার মনে হয় আমি স্ট্রেট না, গে”।

দাশু বলল, “এটা আবার কখন আবিষ্কার করলি”?

ইভান বলল, “আরে সেক্স এডুকেশন দেখছিলাম। আমার মনে হল আমি অ্যাডামের মত”।

দাশু বলল, “সেটা তো ভাল ব্যাপার। হয়ে যা। পার্টনার খোঁজ”।

ইভান বলল, “সেই ব্যাপারেই তো ফোন করছি ভাই”।

দাশু বলল, “মানে?”

ইভান বলল, “আমার মনে হচ্ছে আমি তোর প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন ফিল করছি”।

দাশু রেগে গিয়ে বলল, “ফোট বাল। বালস্য বাল হরিদাস পাল। তুই গে হয়েছিস, তোকে সাপোর্ট দেব ঠিক আছে, কিন্তু আমি কেন গে হতে যাব?”

ইভান বলল, “শোন ভাই, রাগ করিস না। ভেবে দেখ। নিজের সঙ্গে কথা বল। তুই কি পেছন মারার ভিডিও পছন্দ করিস না?”

দাশু বলল, “সেটা ছেলেদের না। মেয়েদের। আজব চুতিয়া তো তুই! এ তুই ফোন রাখবি? অন্য কাউকে দেখ”।

ইভান বলল, “একবার আমরা ট্রাই তো করতে পারি”।

দাশু রেগে গিয়ে বলল, “ফোট বাল”।

ইভান দুঃখিত গলায় বলল, “হ্যাপি এপ্রিল ফুল ভাই। বাই”।

দাশুর ক্যালেন্ডারে চোখ গেল। সে খিস্তি দিতে শুরু করল। ইভান খিক খিক করে হাসতে হাসতে ফোন কেটে দিল।

দাশু খেয়ালই করে নি তারিখটা। সকাল থেকে কোথাও যায় নি। ইভান এসব করবে সে ভাবতেই পারে নি। এটা মোটেও ভাল প্র্যাঙ্ক ছিল না। নাকি সত্যি সত্যিই ইভান ওসবই ভাবে, এপ্রিল ফুলের নামে কথা ঘুরিয়ে দিল?

দাশু মনে মনে বলল, “খেয়েছে”।

২

“কোভিড রেস্ট্রিকশন ওঠা আশীর্বাদ না অভিশাপ?”

“অবশ্যই অভিশাপ। অনলাইন এক্সামগুলো দিব্যি চলছিল”। “ঠিক আছে, কিন্তু আশীর্বাদও বটে। কোভিডের সময় এভাবে ‘করো’ হোটেলে আসা যেত?”

“তাও ঠিক”।

অঞ্জনা এবং শমীক। দুজন ক্লাস টপার। এক একজন অল্টারনেট করে পার সেমিস্টার ইউনিভারসিটি টপ করে। দুজনেই ভীষণ পড়ুয়া। দুজনে মিলে একদিন ঠিক করল, তারা হোটেলে যাবে। চূড়ান্ত সেক্স করবে।

ফলস্বরূপ তারা “করো” হোটেল ফ্র্যাঞ্চাইজির একটা হোটেলে এসেছে। রিসেপশনে তাদের আইডির জেরক্স নিল একজন মহিলা। আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়েছে। দুজনে এই রিসেপশনিস্ট সামলানো নিয়ে একটা ফ্লো চার্ট বানিয়ে এসেছিল গত রাতেই। লেখা ছিল “রিসেপশনিস্ট যদি সন্দিগ্ধ চক্ষু না দেয়- চাপ নেই। ফুটে যাক। যদি দেয়- পাত্তা দেব না”।

তারা পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা না করেই রুমে এসেছে।

দুজনে জামা কাপড় পরে খাটে বসেছে। কেউ কারোটা খোলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাচ্ছে না। দুজনেই চূড়ান্ত লেভেলের টেনশন খেয়ে কোভিড নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

অঞ্জনা বলল, "একটা জাভা স্ক্রিপ্ট রান করিয়েছিলাম কাল, স্যার যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছিল। চারটে এরর দেখাচ্ছে বুঝলি?"

শমীক ভাবছিল অঞ্জনাকে একটা চুমু খাবে কিনা। প্রশ্নটা শুনে সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি দেখব"।

অঞ্জনা বলল, "তুই কি এই ঘরে আমরা কী করব, তার কোন অ্যালগো বানিয়েছিলি?"

শমীক বলল, "না মানে, ওই দাশু আছে না, ও আমাকে একটা লিংক দিয়েছিল। মানে ফার্স্ট টাইম কী কী করে সেটা দেখার জন্য"।

অঞ্জনা রেগে গেল, "তুই পর্ণ দেখলি?"

শমীক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "আরে ধুর। ওভাবে ভাবছিস কেন? ব্যাপারটাকে একটা এডুকেশনাল ব্যাপার হিসেবে দেখ। কী কী করতে হয়, কীভাবে করতে হয়"।

অঞ্জনা বলল, "সে ক্ষেত্রে তুই কামসূত্র পড়তে পারতিস। মানে অ্যাকাডেমিক এক্সেলেন্স পাওয়া ছেলে কীভাবে চিপ পর্ণ দেখে, ভাবাই যায় না"।

শমীক বলল, "তুই কোন দিন দেখিস নি?"

অঞ্জনা বলল, "একবার দেখেছিলাম। এই কোভিডের সময় কী করে একটা মেয়ে একটা ছেলের ওই ইউরিনের জায়গায়... শিট"।

শমীক গলা খাকড়ে বলল, "স্টাডি বলছে, সিমেনে প্রচুর প্রোটিন থাকে। ইট ক্যান হেল্প ইউ, মানে..."

অঞ্জনা বলল, "আমার করার দরকার নেই। আচ্ছা, তুই একটা কাজ কর দেখি। আমার হাত ধর"।

শমীক বলল, "তারপর?"

অঞ্জনা বলল, "হাত ধরলে কোন সেন্সেশন হয় নাকি পরীক্ষা করে দেখ"।

শমীক বলল, "ঠিক আছে"।

শমীক অঞ্জনার হাত ধরল। অঞ্জনা কিছু বুঝে ওঠার আগেই শমীক অঞ্জনার গলায় চুমু খেল। অঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে বলল, "শিট, শিট শিট। কী করছিস? হুট করে কিস করতে গেলি কেন?"

অঞ্জনা তার ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করল।

শমীক অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "কী করছিস?"

অঞ্জনা বলল, "স্যানিটাইজার দিতে হবে। জারম চলে আসবে তো"।

শমীক বলল, "তুই তো কাল বলছিলি উই ক্যান হ্যাভ সেক্স"।

অঞ্জনা বলল, "উইথ প্রপার প্রোটেকশনও বলেছিলাম গাধা। গলা চাটাচাটি করতে বলেছিলাম কি? তুই কন্ডোম ইউজ করবি, আমরা দুজনের ভারজিনিটি ব্রেক করব দ্যাটস ইট। তার জন্য চাটাচাটি করার কী দরকার?"

শমীক বলল, "এগুলো ইয়েতে মানে..."

অঞ্জনা বলল, "পর্ণে দেখেছিস তাই না? ওসব দেখলে হবে? ওগুলো বখে যাওয়া লোকেরা করে"।

শমীক বলল, "আমি যতদূর জানি, ওসব বখে যাওয়া, ভাল যাওয়া, সব লোকেরাই করে। মানে যে লোকটা নোবেল পেয়েছে, আর যে লোকটা জুয়া খেলে, তারা সবাই এভাবেই সব কিছু করে"।

অঞ্জনা চোখ ছোট ছোট করে বলল, "তুই ভেতরে ভেতরে খুব পারভারটেড তো, তোকে দেখলে এরকম মনে হয় না। চোখে অত বেশি পাওয়ারের চশমা পরে ঘুরে বেড়াস, আর ভেতরে ভেতরে এত? চল, বেরো, আমার কোন ইচ্ছা নেই। চল চেক আউট করে বেরোই"।

শমীক ব্যাজার মুখে বলল, "হয়ে গেল?"

অঞ্জনা উঠে দাঁড়াল, “হ্যাঁ। আমি আরো ভাবি এটা নিয়ে। তোর তো কোন চিন্তা নেই, হোটেলের টাকা দুজনে সমান ভাবে ভাগ করে নেব। ঠিক আছে?”

শমীক মাথা নাড়ল। তাকে দেখে মোটেই মনে হল না কিছু ঠিক আছে।

৩

“ওভাবে ঝাড়ি মারে? এস ডি ঠিক বুঝেছে। আমি শিওর”।

চাউয়ের উপরে কাঁটাচামচ দিয়ে আক্রমণ শানাতে শানাতে শিঞ্জিনী বলল। রায়া লজ্জায় লাল হবার ভান করে বলল, “আমি তো তাই চাই”।

শিঞ্জিনী বলল, “এই যে সারাক্ষণ এস ডির প্রোফাইল স্টক করে যাচ্ছিস, কী লাভ হয়? তোকে তো জীবনেও পাত্তা দেবে না”।

রায়া বলল, “পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই। হালকা দাড়িটা রেখেছে দেখেছিস? ক্লাসের গোটা সময়টা জুড়ে আমার দিল ধকধক করছিল”।

শিঞ্জিনী বলল, “হ্যাঁ, ওইসবই দেখে যা তুই। তোর হয়ে গেছে”।

রায়া বলল, “আর ওই যে জামার হাতাটা কনুই অবধি ভাঁজ করল? উফ, জাস্ট ভাবা যায় না রে”।

শিঞ্জিনী বলল, “হয়েছে। এবার থাম। বেশি হয়ে যাচ্ছে। তুই কি খাবি না? গোটা চাউটা আমি একাই খাবো”?

রায়া বলল, “এস ডি কে পেলে অবশ্যই খাবো। তখন তোকেও ভাগ দেব না। মিলিয়ে নিস”।

শিঞ্জিনী চোখ নাচাল, “পুরোটা খাবি, না সিলেক্টিভ বডি পার্টস?”

রায়া বলল, “সেটা আমি দেখব। হেব্বি লাগে ভাই, যা বলিস, বেশি দেখবি না হ্যাঁ, তোর জামাইবাবু হয়”।

শিঞ্জিনী বলল, “কিসসু হয় না। শোন, এসব ওরা মজা নেয়। তোকে এ জন্মে বিয়ে করবে না। খুব লেগে থাকলে খেতে টেতে দিতে পারে, মানে তুই যা বলতে চাইছিস”।

রায়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “আমার সৌরভ মোটেও ওরকম না। আমি বিয়ে করেই খাব। মিলিয়ে নিস”।

দাশু ওদের টেবিলে এসে বসতেই রায়া তড়িঘড়ি বলল, “ব্রেকের পরে ল্যাব আছে, তাই না?”

দাশু বলল, “এই শোন, কেউ একটা আমাকে অ্যাসাইনমেন্টটা দে না। আমার কিচ্ছু হয় নি। আবার ঝাড় খাব। আমি টুকে দিয়ে দেব, প্রমিস”।

শিঞ্জিনী বলল, “তোর বন্ধুর থেকে নে না। আমার কাছে চাইছিস কেন? কোথায় তেনারা? শমীক কোথায়?”

দাশু বলল, “কে জানে কোথায় গিয়ে মরছে। দুটোতেই আজ কলেজ বাংক মেরেছে। এরা কোথায় গিয়ে কী করছে কে জানে?”

শিঞ্জিনী ব্যাগ থেকে অ্যাসাইনমেন্টটা বের করে বলল, “এটা দিলাম। সহি সালামাত আমার কাছে ফেরত আসা চাই কিন্তু”।

দাশু বলল, “এই তো লিখে নিয়েই তোকে ফেরত দিচ্ছি”।

দাশু অন্য টেবিলে বসে শিঞ্জিনীর অ্যাসাইনমেন্ট কপি করতে শুরু করল। শিঞ্জিনী ফিসফিস করে রায়াকে বলল, “টপার দুটো একসঙ্গে ডুব মেরেছে। নিশ্চয়ই গেটের টিউশন নিতে গেছে বল, নাকি জি আর ই”?

রায়া বলল, “আমার ওসব জেনে লাভ নেই। যে যা ইচ্ছে করুক। তুই আমাকে কয়েকটা উপায় বল না, আমি ওর সঙ্গে একলা হতে চাই”।

শিঞ্জিনী বলল, "তুই না ভীষণ ইয়ে হয়ে যাচ্ছিস। খুব পর্ণ দেখছিস নাকি?"

রায়া বলল, "আমার যা ফ্যান্টাসি আছে, আলাদা করে পর্ণ দেখার কোন দরকার নেই। আমি কী ভেবেছি শোন। আমি ওর কাছে সন্ধ্যেবেলা টিউশন নিতে যাব। রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে, ওর বাড়িতে কেউ নেই। হঠাৎ তুমুল ঝড় উঠল। বিদ্যুৎ চমকাল। লোডশেডিং হয়ে গেল। আমি 'ও মা গো' বলে ওকে জাপটে ধরলাম... রোম্যান্টিক না, বল?"

শিঞ্জিনী বলল, "এবার বেশি হয়ে যাচ্ছে। কাকীমা মালদা থেকে এলে আমি বলে দেবো, কাকীমা তোমার মেয়ে বিগড়ে গেছে। দেখ আমি বলবই"।

রায়া বলল, "তাহলে আমিও বলে দেব, রাত হলেই তুই লুকিয়ে লুকিয়ে জনি সিন্সের ঠিকুজি ঘাঁটিস"।

শিঞ্জিনী বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই তো কিছুই দেখিস না, সব আমিই দেখি"।

রায়া বলল, "তুই আমাকে অলরেডি একটা কেস খাওয়াবি, আর আমি শুধু কেস খাবো? কিছুই করব না? দেখা যাবে বন্ধু, হাম ভি কিসিসে কম নেহি। আর শোন, তুই এখানে বসে বসে চাউয়ের গুষ্টি উদ্ধার কর, আমি দেখি আমার জানেমনের রুমে কোন ছুতোনাতায় ঢুকে পড়তে পারি নাকি"।

শিঞ্জিনী বলল, "যা পারিস কর, যদি সাকসেসফুল হোস, বলিস প্রোটেকশন ইউজ করতে, ঠিক আছে?"

রায়া বলল, "শুয়ার"।

৪

তার ল্যাবে বসে সৌরভ ক্লাসটেস্টের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করছিল। কাঁচের জানলার দিকে চোখ পড়তে দেখল কেউ ল্যাবের ভেতর উঁকি মারছে। সে প্রথমে পাত্তা দিল না। মিনিট খানেক পর দেখল ছায়ামূর্তিটা যায় নি। সৌরভ দরজা খুলে বেরিয়ে দেখল রায়া দাঁড়িয়ে আছে।

সে অবাক হল, "তুমি এখানে কী করছো?"

রায়া ঠিক করে এসেছিল কী বলবে। বলল, "স্যার, ক্লাসের নোটসটা মিস করে গেছিলাম। আমাকে লাস্ট প্রোগ্রামটা একবার বুঝিয়ে দেবেন?"

সৌরভ বলল, "এখন তোমাদের ল্যাব আছে না? ল্যাব সেরে এসো, বুঝিয়ে দেবো। কাজ করছি একটা"।

রায়া বলল, "স্যার আপনি টিউশন দেন?"

সৌরভ ভ্রু কুঁচকাল, "টিউশন? কেন টিউশন লাগবে কেন? তুমি তো ক্লাস কর। ঠিক ঠাক ক্লাস ফলো করলে তো টিউশনের দরকার পড়ে না"।

রায়া বলল, "না মানে স্যার মাঝে মাঝে আটকে যাই"।

সৌরভ বলল, "সেটা ঠিক আছে, কোন প্রব্লেম হলে এখানেই বুঝিয়ে দেওয়া যাবে"।

রায়া কয়েক সেকেন্ড সৌরভের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে স্যার। আসি"।

সৌরভ বলল, "ঠিক আছে"।

সৌরভ ল্যাবের ভেতর ঢুকতেই রায়া দরজার দিকে তাকিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি একটা গাধা। আমার কিছু হবে না"।

আবার ক্যান্টিনে গেল সে। শিঞ্জিনী তাকে দেখে গালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে তাকে দেখার ভান করল। রায়া চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "ধুস"!

শিঞ্জিনী বলল, "বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তুমুল সেক্স করল এস ডি?"

রায়া শিঞ্জিনীর হাতে একটা চিমটি কেটে বলল, "আস্তে কথা বল। কেস খাওয়াবি নাকি?"

শিঞ্জিনী গলা নামিয়ে বলল, "হল কিছু?"

রায়া বলল, "কী হবে? বোঝে নাকি ওসব? দেখলেই কেমন মন্টেসরি স্কুলের টিচারদের মত বিহেভ করে। বোঝে না নাকি?"

শিঞ্জিনী বলল, "তাহলে তুই বরং একটা কাজ কর। স্ট্রেট গিয়ে বলে দে, স্যার... সরি স্যার তো বলবি না। স্ট্রেট গিয়ে বলে দে, আমার এই ভরা যৌবন তোমার জন্য বিচের ঝাউবন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সৌরভ। এসো, আমার ঝাউবনগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে যাও"।

শিঞ্জিনী খিল খিল করে হেসে উঠল। রায়া বলল, "থাম। দাশু শুনে নিলে পুরো কেচ্ছা রটিয়ে দেবে। মালটা পুরো সিএনএন"।

শিঞ্জিনী দাশুর দিকে দেখে নিয়ে রায়াকে বলল, "শুনবে না। হেডফোন লাগানো আছে। তার মানে গান শুনছে। শোন, তোকে বলি কী, এভাবে হয় না। তুই বরং ছেড়ে দে। আমি শুনেছি নীলাঞ্জনের তোর উপর চাপ আছে। ওই দিকে কনসেন্ট্রেট কর"।

রায়া বলল, "ধুস। নীলাঞ্জন ঠিক করে দাঁত মাজে না। সেদিন দেখি দাঁতের ফাঁকে খাবার লেগে আছে। ওসব আমার পোষায় না। এস ডিকে দেখেছিস? আহা, সব সময় মিস্টার পারফেক্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে"।

শিঞ্জিনী বলল, "সেটা না, তোর একটু এজেড পেনসিল পছন্দ, সেটা বল। ভাই, সব পেন্সিল দিয়ে কিন্তু সাদা রঙের কালিই বেরোবে। আমি বলি শোন, স্যার ট্যারের কেসগুলো একটু ভজঘট হয়। ওসব দিকে বেশি দেখিস না"।

রায়া বলল, "ওভাবে ক্রাশ চেঞ্জ করা যায় নাকি? এটা কি ক্রাশ না প্যান্টালুন্স থেকে কেনা পুজোর জামা যে গেলেই চেঞ্জ করে নেওয়া যায়? তোর কি দিন দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একটা ভাল উপায় বলতে পারিস না কী করে আমি এস ডির সঙ্গে ছক করব, যত উল্টো পাল্টা কথা বলে আমার ফোকাসটাকেই চেঞ্জ করে দিস"।

শিঞ্জিনী হাসতে হাসতে বলল, "তাহলে এত চাপ না নিয়ে সরাসরি বলে দে। কী আর করবে? কিছুটা জ্ঞান দেবে। বলবে তুমি আমার ছোট বোনের মত। তুই তখন বলবি বাকি সবাই বোন হোক। আমি হব না। সাহস কর মেরি শের"।

রায়া বলল, "আজ সাহস নেই বলে সবাই আমায় হ্যাটা দিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে আমিও একদিন দেখিয়ে দেব এস ডিকে আমার বয়ফ্রেন্ড করে। তখন কোশ্চেন পেলেও তোকে একটাও কিছু বলব না"।

শিঞ্জিনী বলল, "অ্যাঁ? তুই এই জন্য এসডির সঙ্গে প্রেম করতে চাস? কোশ্চেন পেলেই হল?"

রায়া বলল, "না। ও আমাকে গোটা কোশ্চেন পেপার দিয়ে দিলেও আমি দেখব না। আমি শুধু ওকে দেখব"।

শিঞ্জিনী বলল, "হ্যাঁ, তুমি তো শুধু ওর গোটাটা দেখবে। কোশ্চেন পেপার দিয়ে আর কী করবে?"

ইভান ক্যান্টিনে ঢুকল। সেটা দেখা মাত্র দাশু তাড়াতাড়ি তাদের টেবিলে চলে এল। শিঞ্জিনী বলল, "হয়ে গেছে তোর অ্যাসাইনমেন্ট টোকা?"

দাশু বলল, "ধুস, আমি তো আমার পেছন বাঁচাচ্ছি"।

শিঞ্জিনী ভ্রু কুঁচকাল, "মানে?"

দাশু বলল, "তোর সেটা বোঝার দরকার নেই। খুব ভয়। চারদিকে ভয়ের পরিবেশ"।

শিঞ্জিনী অবাক হয়ে বলল, "কী সব আজেবাজে কথা বকে যাচ্ছিস?"

দাশু বলল, "তোর বোঝার দরকার নেই। চুপচাপ বসে থাক"।

শিঞ্জিনী কিছুই বুঝল না।

সুমনা টিভি দেখছিলেন। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখলেন মেয়ে চলে এসেছে। অবাক হয়ে বললেন, "এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল আজ?"

অঞ্জনা মিথ্যে বলতে পারে না। মিথ্যে বললে তার পেট ফেঁপে যায়। গোটা রাস্তা সে ভাবতে ভাবতে এসেছে মাকে ফিরে বলবে ল্যাব ক্যান্সেল হয়ে গেছে। সেটাই বলল, "স্যার আসেন নি, ল্যাব হল না। চলে এলাম"।

সুমনা বললেন, "ঠিক আছে। চেঞ্জ করে নে। খাবি তো?"

অঞ্জনা সোফায় বসে বলল, "দাও"।

সুমনা রান্না ঘরে গিয়ে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার গরম করতে দিলেন। অঞ্জনার অস্বস্তি হচ্ছিল। শুধু মনে হচ্ছিল তার গলায় এখনও শমীকের চুমুর দাগ আছে। নিজেকেই নিজে বলল, "উঃ, স্যালাইভা! আই হেট ইট মোস্ট। স্নান করে নি"। উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল সে। শাওয়ার চালিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুরো ভিজে গায়ে টাওয়েল জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোল।

সুমনা অবাক হয়ে বললেন, "তুই স্নান করে গেছিলি না? এখন চুল ভেজালি কেন আবার?"

অঞ্জনা বলল, "আরে রাস্তায় এত পলিউশন, কোথায় আবার কোন ড্রপলেট লেগেছে, কী দরকার, রিস্ক নিলাম না"।

সুমনা বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে ভাল করে গা মাথা মুছে নে। ওসব নিয়ে ফ্যানের তলায় বসলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে"।

অঞ্জনা বলল, "মুছব, খেয়ে নি"।

টেবিলে ভাত বাড়লেন সুমনা। অঞ্জনা খেতে বসলে তার সামনে বসে বললেন, "কলেজের কী খবর?"

অঞ্জনা বলল, "কোন খবর নেই। অ্যাজ ইউজুয়াল চলছে"।

সুমনা বললেন, "সিলেবাস শেষ?"

অঞ্জনা বলল, "তোমার আর কি কোন কথা থাকে না মা? সব সময় জিজ্ঞেস কর সিলেবাস শেষ নাকি!"

সুমনা বললেন, "আর কী বলব বল? আমি কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি যে কোন সাবজেক্টের ব্যাপারে ডিটেলে তোকে কিছু বলতে পারবো?"

অঞ্জনা বলল, "অন্য কথাও তো বলতে পারো। কলেজ ছাড়া জীবনে অন্য অনেক কিছুই তো থাকে"।

সুমনা বলল, "আমার তুই ছাড়া আর কী থাকতে পারে বল? আমি অন্য কিছু ভাবিও না আর"।

অঞ্জনা বলল, "আমারও তো লাইফে পড়াশুনা ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে মা"।

সুমনা বললেন, "অন্য কিছু? তুই কি প্রেম ট্রেম করছিস নাকি?"

অঞ্জনা বলল, "উফ। ভাল লাগে না। এসব কী কথা?"

সুমনা বললেন, "কী কথা না কথা, সেসব নিয়ে কিছু বলছি না। তবে এখনই প্রেম করতে যাস না। যে কোন জিনিসে মেয়েদের কষ্টটাই বেশি। আর আশা করি তোকে আন এক্সপেক্টেড প্রেগনেন্সী নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না?"

অঞ্জনা বলল, "তুমি আবার অত দূর চলে গেলে? প্রেম থেকে আন এক্সপেক্টেড প্রেগনেন্সী? সত্যি। তুমিই পারো। ফেসবুকের দাদা দিদি ভক্ত পাঠকদের মত বলতে ইচ্ছে হয়, কী করে পারেন দিদি? কী করে পারেন?"

সুমনা বললেন, "বুঝবি না, এখনই বুঝবি না। মেয়ের মা হলে বুঝতে পারবি কেমন টেনশন থাকে। তোদের বয়সী... শুধু তোদের বয়সী বলব কেন, কত ছোট ছোট মেয়েগুলো এসব করতে গিয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপর কী করতে হবে কিছুই জানে না। পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে কতজনের। শুধু তো

পড়াশুনা করলে হবে না, এ সমস্ত কিছুই শিখতে হবে। কেন আমি বার বার বলি এসব ব্যাপারে চোখ কান খোলা রেখে চলতে, যদি বুঝতিস"।

অঞ্জনা তার বাঁ হাত দিয়ে মায়ের হাত ধরে বলল, "আমি চোখ কান মুখ নাক সব খোলা রেখে চলি। তুমি অকারণ টেনশন কোর না তো"।

অঞ্জনার ফোন বাজছিল। শমীক। অঞ্জনা সুমনার হাতে ফোন ধরিয়ে দিয়ে বলল, "বল তো ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি। এখন বকবক করতে ভাল লাগছে না"।

সুমনা বলল, "শমীক তো? কলেজের ব্যাপারেই ফোন করছে হয়ত। কেন ধরবি না? ধর। "

অঞ্জনা হতাশ চোখে মার দিকে তাকিয়ে ফোনটা ধরল।

৬

নীলিমেশ দুপুরেই মদ টেনেছেন। সোফায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলেন। শমীক ঘরে ঢুকে বলল, "দরজা খুলে রেখে শুয়ে আছো? সব চুরি হয়ে যাবে তো"।

নীলিমেষ উত্তর দিলেন না। শমীকের খিদে পেয়েছিল। ডাইনিং টেবিলে গিয়ে দেখল মাসীর রান্না করে যাওয়া ডিমের তরকারির সবক'টা ডিম বাবা খেয়ে নিয়েছে।

সে আলু আর ঝোল দিয়ে খানিকটা ভাত খেয়ে তালা খুলে তার ঘরে ঢুকল। সে দরজা বন্ধ করে যায় বাইরে গেলে। নইলে নীলিমেষ তার ঘরের বারোটা বাজিয়ে দেন। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শমীক অঞ্জনাকে ফোন করল। ফোন রিঙ হয়ে গেল। অঞ্জনা ধরল না। আবার ফোন করল। অঞ্জনা এবার ধরে বলল, "আমি খাচ্ছি। খেয়ে ফোন করি?"

শমীক বলল, "ঠিক আছে"।

ফোন রেখে সে খাটে শুয়ে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্যান্য দিন এত তাড়াতাড়ি ফেরা হয় না। হোটেলে যাবার কথাটা ভাবলে কেমন লজ্জা লাগছে। অঞ্জনা কি রেগে গেল? মহা জ্বালা তো! ওই তো বলেছিল এই এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখতে হবে।

একটা দিনের কলেজ মিস গেল। কলেজ না গেলে অঞ্জনার থেকেই নোটস নিত সে। অঞ্জনাও যায় নি। তাহলে শিঞ্জিনীর থেকে নিতে হবে। শিঞ্জিনী মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত আচরণ করে। তার অঞ্জনার সঙ্গে বন্ধুত্বটা নিয়ে খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা বার্তা বলে। আজকাল শিঞ্জিনী অঞ্জনার সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছে। হয়তো শিঞ্জিনী অঞ্জনাকে হিংসে করে। করতে পারে। শমীকের তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু শিঞ্জিনী তার সঙ্গে কেন খারাপ ব্যবহার করে সেটা বুঝতে পারে না।

ফোন বাজছিল তার। শমীক দেখল অঞ্জনা ফোন করছে। তাড়াতাড়ি ধরল, "বল। খেলি"?

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ, খেয়েছি। শোন, আজকে একটা বিরাট ভুল কাজ করে ফেললাম। ঐতিহাসিক ভুল যাকে বলে। আমাদের আরো বেশি চিন্তা করে হোটেলে যাওয়া উচিত ছিল"।

শমীক গুটিয়ে গেল, "তা ঠিক। তুইই তো জোর করছিলি"।

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ করছিলাম। পরে ভাল লাগল না। তুই ঠিক করে ব্রাশ করিস তো? গলাটা চেটে দিলি, আমার কেমন ঘেন্না ঘেন্না লাগছে"।

শমীক বলল, "হ্যাঁ। ব্রাশ করি। ব্রাশ করব না কেন? কে ব্রাশ করে না?"

অঞ্জনা বলল, "অনেকেই করে না। আমার ঘেন্না লাগছে। ভাল লাগছে না"।

শমীক বলল, "আই অ্যাম সরি"।

অঞ্জনা বলল, "তোর সরি বলার কিছু নেই তো। আমাদের দুজনেরই দোষ আছে। খামোখা একটা দিন নষ্ট হল। যাক গে, তুই খেয়েছিস?"

শমীক বলল, "হ্যাঁ। খেলাম"।

অঞ্জনা বলল, “কী খেয়েছিস?”

শমীক বলল, “ডিমের ঝোল উইদাউট ডিম উইথ আলু আর ভাত”।

অঞ্জনা বলল, “ডিম কেন খাস নি?”

শমীক বলল, “বাবা খেয়ে নিয়েছে”।

অঞ্জনা বলল, “তোর পেট ভরেছে?”

শমীক বলল, “হ্যাঁ। ভরেছে”।

অঞ্জনা কয়েক সেকেন্ড ফোন ধরে থেকে বলল, “তুই একটা স্টুপিড। আমরা বরং হোটেল থেকে বেরিয়ে কোন রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে ফিরতে পারতাম। কেন মনে করাস নি?”

শমীক বলল, “তুই এমন তাড়া দিলি, আমার মাথাতেই আসে নি সেসব। ও ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই, আমার পেট ভরে গেছে। বাবা মনে হয় দুপুরেই মদ খেয়ে ফেলেছিল। মদ খেলে বাবার খিদে বেড়ে যায়। আমার অভ্যাস আছে”।

অঞ্জনা বলল, “আঙ্কেলের ব্যাপারে একটা রিহ্যাবে কথা বলবি বলেছিলি না? কী হল সেটার?”

শমীক বলল, “কথা চলছে। বাবাকে ওখানে পাঠালে আমি এখানে একবারে একা হয়ে যাব, সেটাও সমস্যা। তখন কোন দিন এসে দেখব কাকারা আমাদের এই ঘরগুলিও দখল করে নিয়েছে”।

অঞ্জনা বলল, “তোদের নামে নেই কিছু?”

শমীক বলল, “আমার ঠাকুরদার নামে আছে। কবে কী হবে জানি না। আমার আর ভালও লাগে না”।

অঞ্জনা বলল, “তোর উপরে অনেক চাপ না? এত কিছু সামলে পড়াশুনো করিস কী করে?”

শমীক ম্লান হেসে বলল, “ওটাই একমাত্র এসকেপ রুট বলে। পালাতে হলে কিছু করে তো পালাতে হবে”।

অঞ্জনা বলল, “তুই এই দেশে কিছুতেই থাকবি না, তাই তো?”

শমীক বলল, “থাকব না”।

অঞ্জনা বলল, “আর আঙ্কেলকে কী করবি?”

শমীক বলল, “জানি না”।

অঞ্জনা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে ফোনটা ধরে বলল, “সরি রে”।

শমীক অবাক হল, “কেন?”

অঞ্জনা বলল, “কিছু না। কাল দেখা হচ্ছে। চল বাই”।

শমীক বলল, “বাই”।

৭

শিঞ্জিনী পিজিতে ফিরে রোজ বাড়িতে ফোন করে। সারাদিন পর বাবা মার গলা না শুনলে তার ভাল লাগে না। বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেখল শমীক ফোন করছে।

বাড়িতে ফোন করা শেষ হলে সে শমীককে কল ব্যাক করল। শমীক ফোন ধরেই বলল, “আজ খুব শরীর খারাপ ছিল বলে কলেজ যেতে পারি নি রে, ক্লাসে কী কী হয়েছে একটু স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিবি প্লিজ?”

শিঞ্জিনী বলল, “তোদের দুজনের একসঙ্গেই শরীর খারাপ হল? দারুণ ব্যাপার তো?”

শমীক না বোঝার ভাব করল, “দুজনের মানে?”

শিঞ্জিনী বলল, “তুই খুব ভাল করে জানিস আমি আরেকজন বলতে কার কথা বোঝাচ্ছি? ন্যাকা সাজিস কেন অকারণ?”

শমীক থতমত হয়ে বলল, “অঞ্জনার কথা বলছিস? ওর নাম নিয়ে বলবি তো”।

শিঞ্জিনী বলল, "নাম নিয়ে না বললেও তুই খুব ভাল করে জানিস আমি অঞ্জনার কথাই বলছিস। একবারে বেবোধ তুই, এরকম প্রিটেন্ড না করলেও হবে"।

শমীক বলল, "বেবোধ মানে কী?"

শিঞ্জিনী বলল, "বাহ, তোকে তো বাংলা আরবান ডিকশনারি কিনে দিতে হবে রে! বেবোধ মানে জানিস না? নির্বোধ মানে জানিস তো?"

শমীক বলল, "ও হ্যাঁ, এটা জানি। আমাকে তুই নির্বোধ বললি? ভাল ভাল। ভাল করেছিস। এবার কি আমায় ক্লাসওয়ার্কগুলো পাঠাবি, না আরো কিছু বলবি?"

শিঞ্জিনী বলল, "আমি পাঠাতে পারব না রে। আমি আজ কোন ক্লাসেই কোন কিছু নোট করি নি"।

শমীক একটু থমকে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে। পাঠাস না। মাঝে মাঝে ভীষণ স্ট্রেঞ্জ বিহেভ করিস তুই। কেন যে এসব করিস কে জানে"।

শিঞ্জিনী বলল, "তোকে কিছু জানতে হবে না। তুই তোর প্রেমিকাকে নিয়ে পড়তে বস"।

শমীক বলল, "ঠিক আছে। বাই রে। দেখি কার থেকে নোটসগুলো পাওয়া যায়"।

শিঞ্জিনী ফোন রেখে সব নোটস মোবাইলের স্ক্যানার দিয়ে যত্ন করে ছবি তুলে শমীককে পাঠিয়ে দিল। শমীক লাভ ইমোজি দিয়ে লিখল "থ্যাংকস"।

শিঞ্জিনী চুপ করে বসে রইল। শমীক অঞ্জনার সঙ্গে ঘুরে বেরোলে তার কেন এত রাগ হয় নিজেই বুঝতে পারে না সে। ওদের দুজনের থেকে তারা তো অনেক পিছিয়েই আছে। সে যতই চোখ কান বুজে পড়াশুনো করুক, অঞ্জনার সমতুল্য সে কোনদিন হতে পারবে না। শুধু মুখস্ত করলেই তো হয় না, পড়াশুনার ক্ষেত্রেও একটা এক্স ফ্যাক্টর নামক বস্তু আছে যেটা ওই দুজনের আছে। কেন সে শুধু শুধু অঞ্জনাকে হিংসে করবে? ওরা দুজন দুজনের জন্যই ঠিক আছে। সে কি আসলে কিছু আশা করেছিল? নিজেকেই প্রশ্ন করতে ভয় লাগে তার। উচিত না। ওরা ওদের মত করে থাক। শমীক মিথ্যে কথা বলছে জেনে অকারণ রাগ করারও কোন দরকার নেই। সে কেন এত বোকা?

রায়া বাথরুমে অনেকক্ষণ নেয়। এতক্ষণ পর স্নান সেরে বেরিয়ে এসে বলল, "বুঝলি, আমি এতক্ষণ ধরে বাথরুমে ভাবছিলাম, সৌরভের তো গার্ল ফ্রেন্ড থাকতে পারে। আমি কী করে জানব আছে কি নেই?"

শিঞ্জিনী বলল, "সৌরভ? বাহ, ভালোই উন্নতি হয়েছে তো তোর?"

রায়া বলল, "তাছাড়া কী বলে ডাকব আমার বরকে? নাম ধরেই তো ডাকব"?

শিঞ্জিনী হেসে ফেলল। গোটা পৃথিবী একদিকে, আর রায়া একদিকে। এক জিনিস নিয়েই সারাদিন কাটিয়ে দেবে। সে বলল, "তুই পড়তে বস মা। এসব নিয়ে বেশি ভাবিস না। যত বেশি ভাববি, তত কেস খাবি"।

রায়া বলল, "কেস খাওয়ার কিছু নেই। আজ একটা কাজ করব। ফেসবুকে ওকে আমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবো"।

শিঞ্জিনী চমকে উঠে বলল, "এসব করতে যাস না। আমি কিন্তু তাহলে তোর ফেসবুকের ফ্রেন্ড লিস্টে থাকব না, আগে থেকেই বলে দিলাম। টিচার স্টুডেন্ট ডিসট্যান্স থাকা উচিত। তুই আমার সঙ্গে ছবি দিবি, উনি তো সে সবই দেখতে পাবে"!

রায়া বলল, "তাহলে রিকোয়েস্ট পাঠাবো না বলছিস?"

শিঞ্জিনী কড়া গলায় বলল, "একবারেই না"।

রায়া হতাশ গলায় বলল, "ঠিক আছে। তাহলে কলেজের কনফেশন গ্রুপে একটা জিনিস অ্যানোনিমাসলি কনফেস করি। সেটা করতে পারবো তো?"

শিঞ্জিনী বলল, "যা পারিস কর। আমাকে টানিস না। তোকে আজকাল ঠিক সুবিধের লাগছে না আমার"।

রায়া ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "এত ভয়ের কিছু নেই বুন্দু। জীবন বড়ই আনন্দময়"।

শিঞ্জিনী হাই তুলে বলল, “জীবন গু-ময়। শমীক আর অঞ্জনা একসঙ্গে ডুব দিয়েছিল। এখন শমীক বলছে ওর শরীর খারাপ হয়েছিল নাকি”।

রায়া বলল, “হ্যাঁ, শমীকের পিরিয়ড হয়েছিল, অঞ্জনা ওর সেবা করেছে”।

শিঞ্জিনী রায়ার দিকে বালিশ ছুঁড়ে মারল, “ভাগ”।

৮

#২৩৪

f/20

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

কলেজের এক স্যারের প্রেমে পড়েছি। ভীষণ ভীষণ প্রেমে পড়েছি। সারাক্ষণ তাকে নিয়েই ভেবে যাচ্ছি। পড়ায় মন বসাতে পারছি না। সব সময় মনে হচ্ছে, উনি যদি আমার সঙ্গে বিয়ে করেন, তাহলে কী কী করব? আমি তো তাকে মাথায় করে রাখব। সব সময় যা বলবেন, তাই মেনে চলব। কোন লেকের ধারে সূর্যাস্তের সময় স্যারের হাত ধরে চুপ করে বসে থাকব। স্যার আমার একটা ফটো তুলবে। আচ্ছা, কলেজের স্যারের সঙ্গে প্রেম করাটা কি ঠিক না? কিন্তু কী করব? ওকে ছাড়া আমার কলেজের কোন ছেলেকেই ভাল লাগে না। ওকে আমি ভীষণ ভীষণ ভালবাসি। প্লিজ বন্ধুরা, সাজেস্ট কর আমার কী করা উচিত।

... কমেন্ট ১ – শালা আমরা মামণির অভাবে প্রেম করতেই পারলাম না, আর স্যারগুলো এখনো খেলে যাচ্ছে। এভাবে চললে কী করে হবে গুরু?

কমেন্ট ২ – আমাদেরও নাকি হবে, কে জানে বাওয়া কবে? তা বলছি কি ম্যাডাম, স্যারকে বলেই দিন। মামণি পেলে কেউ কি ছাড়ে? ছাড়ে না। কেন খামোখা বুকে কষ্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? আর যদি স্যার না মানে, তাহলে এই গরীব সিঙ্গল ছেলেটির দিকেও দেখো। আমি তো আছি তোমার জন্য।

কমেন্ট ৩- কে রে? কোন স্যার। এই আমার পছন্দের স্যারের দিকে তাকালে তোর চোখ গেলে নেবো মনে রাখিস।

কমেন্ট ৪ – স্যার, স্যার ও স্যার, উই লাবিউ। কী ভাল ব্যাপার। আহা, চলবে চলবে। আমিও বড় হয়ে টিচার হব। শর্মাজীর ব্যাটার মত বেশি টাকা রোজগার হয়ত করব না, কিন্তু ভাল থাকব।

কমেন্ট ৫ – খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক। সব কলেজেই মেয়েরা স্যারেদের প্রেমে পড়ে। উলটোটা কেন না? জাগো নারী জাগো। ...কনফেশনটা কলেজের পেজের পোস্টে এসেছে কিছুক্ষণ আগে। দাশু সেটা দেখে আরেকটা কনফেশন পোস্ট করে দিল।

#২৩৫

রিপ্লাই টু – কনফেশন নাম্বার ২৩৪

পুরুষ/বয়স আর নাম বলে কী হবে?

বলছি প্রেম করলেই হয় না। আমি বুঝেছি তুমি কে! আমাকে দেখে অতো ঘুর ঘুর করলে এরপরে কান মলে দেব। নিজের পড়ায় মন দাও। ক্লাসের ছেলেরা থাকলে বাইরের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করার দরকার কী?

… কমেন্ট ১ – উফ, স্যার পুরো শক্ত লউন্ডা। স্যার মাই কী জয়। এরকম স্যার থাকলে একদিন ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

কমেন্ট ২- বাপরে কী মেজাজ স্যারের। এটা স্যার না অনুব্রত?

কমেন্ট ৩- ও স্যার, বাচ্চাদের কনফেশন পেজে কী করছেন? তারমানে আপনারও পুরকি কম নেই। পুরকি কমান, সাবালক হোন। টিং টিং টিটিং।

কমেন্ট ৪ – যদি আপনি সত্যিই সেই স্যার হন, তাহলে মামণিকে উদ্ধার করুন। দেখবেন "করো" হোটেলে নিয়ে কম্মো সেরে ছেড়ে দেবেন না। বিয়েও করবেন।

কমেন্ট ৫- সবাই এসেছেন, বেশি কথা বলব না। কাজের কথায় আসি। আমার একটা ছেঁড়া জাঙ্গিয়া বিক্রি আছে। কেউ কিনতে চাইলে কাল ক্যান্টিনে বেলা বারোটার সময় কিনে নিয়ে যাবেন। জাঙ্গিয়ার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দিয়ে লাল পিঁপড়ে ঢুকছে বলে আর পরতে পারছি না। যারা জাঙ্গিয়া পরাকালীন পিঁপড়ের কামড় খেতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য জাঙ্গিয়াটা রাখা রইল। যাদের আণ্ডাতে জল জমে গেছে, তারা দিব্যি হাওয়া খেলার জায়গা পেয়ে যাবেন। মাত্র একশো টাকা দামে পেয়ে যাচ্ছেন এ শতাব্দীর নবম আশ্চর্য, আমার জাঙ্গিয়া, জাঙ্গিয়া, জাঙ্গিয়া। …

রায়া কনফেশনটা দেখা মাত্র চিৎকার করে উঠল, "এই দেখ, এস ডি রিপ্লাই করেছে"। শিঞ্জিনী শুয়ে ছিল। রায়ার ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে পড়ে বলল, "কী হল?" রায়া তাড়াতাড়ি তার ফোনটা শিঞ্জিনীর হাতে দিল। শিঞ্জিনী কনফেশনটা দেখা মাত্র বলল, "এটা এস ডি না। আমি শিওর। কেউ তোর খিল্লি নিয়েছে"। রায়া বলল, "তুই কী করে বুঝলি?" রায়া বলল, "তোর মনে হয় এস ডি সারাক্ষণ এই কনফেশন পেজে কনফেশন দেখবে? হতে পারে? উনি যথেষ্ট সিরিয়াস লোক। এসব মাথাতেই ঢোকাস না"। রায়া রেগে মেগে ফোনটা খাটের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে বলল, "ধুস"!

৯

"মার্কেটে দু ধরণের পাবলিক আছে। এক, যারা বি এফ ওয়ালা মেয়েদের পেছনে ছোটে। দুই, যারা বি ওয়ালা মেয়েদের পিছনেই ছোটে। এই দু নাম্বার পাবলিকরা সিঙ্গল মেয়ে দেখেই না। এরা শুধু কমিটেড মেয়ে খুঁজে বেড়ায়। আর মজার কথা হল, কিছু কিছু কমিটেড মেয়ে আছে, এই ধরণের ছেলেদের ল্যাজে খেলায়"।

জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দিয়ে থামল শুভ্র। শুভ্র ক্যাম্পাসিঙে এম এন সিতে চাকরি পেয়ে গেছে। পাস আউট করে জয়েন করতে ছুটবে।

পিকু হোস্টেলের টিটি রুমে এসেছিল সন্ধ্যে বেলা। শুভ্রদার বাণী শোনার জন্য তার ব্যাচের আরো তিনটে ছেলে বসে ছিল। "শুভ্রদা, একটা চূড়ান্ত বাণী দাও গুরু", বলার পর শুভ্র বিড়ি ধরিয়ে এই কথাটা বলল।

পিকু কথাটা শুনে বলল, "আচ্ছা গুরু, তোমার জি এফ যদি এরকম ছেলেদের পাল্লায় পড়ত, বা ছেলেদের ল্যাজে খেলাত, তুমি কী করতে?"

শুভ্র বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে বলল, "বারণ করতাম। একজন ছেলে হয়ে আরেকজন ছেলের কষ্ট চোখে দেখা দেখা যায় না"।

আই টি সেকেন্ড ইয়ারের আমন বলল, "আহারে, তোমার কত দয়ার শরীর দাদা"।

ইসিই লাস্ট ইয়ারের অভিমন্যু রুমে ঢুকে বলল, “জি এফ না থাকলে ওরকম জ্ঞান সবাই দিতে পারে ল্যাও। একটা জি এফ জোটাক, তারপর বুঝবি এসব বড় বড় জ্ঞানের কথা কোথা থেকে বেরোবে”।

অভিমন্যুর কথা শুনে শুভ্র রেগে গিয়ে বলল, “জি এফ নেই? তুই জানিস আমার জি এফ আছে কি নেই? সব জেনে বসে আছিস?”

অভিমন্যু বলল, “থাকলে এখানে বসে বসে আঁটি বাঁধতিস না। কাজ না থাকলে লোকে এই করে”।

শুভ্র আমতা আমতা করে বলল, “তোকে বলে জি এফ বানাবো নাকি আমি? আমার জি এফ অনেক ছোট”।

অভিমন্যু বলল, “সবে জন্মেছে নাকি ভাই?”

এবার জুনিয়ররা হেসে উঠল। শুভ্র রেগে গিয়ে বলল, “না। টুয়েলভে পড়ে। কথা বলছি না কারণ এক্সাম আছে”।

অভিমন্যু খিক খিক করে হেসে বলল, “টু এ এ এ লভ? বাওয়া! ভাবা যায় বুন্দু? ক্লাস টুয়েলভ? তার মানে এখনও নাবালিকা! পক্সো আইনে কেস খাবি তো”!

শুভ্র বলল, “আমার বাড়ি থেকে ছোট বেলা থেকে ঠিক করা আছে। ওসব বুঝবি না”।

অভিমন্যু বলল, “হ্যাঁ, সব কিছু তুইই বুঝবি। বাচ্চাগুলোর কাছে লাভগুরু সাজছিস, লজ্জা লাগে না? একটা প্রেম করলি না কোন দিন, একটা ইমাজিনারি জি এফ সাজিয়ে বসে আছিস, আর বাচ্চাদের জ্ঞান দিচ্ছিস? ছ্যা ছ্যা”।

এক জুনিয়র নিপাট সারল্যে অভিমন্যুকে জিজ্ঞেস করল, “ইমাজিনারি জি এফ মানে কী গো দাদা?”

অভিমন্যু বলল, “মানে কেমিক্যাল লোচা। আসলে কেউ নেই, কিন্তু এ ধরে নিয়েছে আছে। আমাদের দেখাতে হবে তো, ও উল্লু নয়! তাই না?”

শুভ্র বলল, “আমার কাউকে দেখানোর দরকার নেই। আছে, আছে। তোর আমার জ্ঞান শোনার ইচ্ছে নেই, ভাল কথা। খামোখা পিছনে লাগছিস কেন? নাড়াতে গিয়ে কি পিঁপড়ে কামড়েছে জায়গামত? ঝাঁট না জ্বালিয়ে ফুটে যা”।

অভিমন্যু সিগারেট ধরিয়ে বলল, “ফুটতে যাবো কেন? তুই যা পাবলিক, সত্যিকারের জি এফ থাকলে হোস্টেলের সবাইকে ছবি দেখিয়ে ঘুরে বেরোতিস। তোর কেউ নেই। স্বীকার করে নে। আর জি এফ নেই মানে এসব খামোখা জ্ঞান ঝাড়ারও কোন অধিকার নেই। আচ্ছা, দাঁড়া, আমি পর্দার আড়াল থেকে শুনছিলাম। তুই বলছিলিস না কিছু ছেলে আছে মেয়েদের বি এফ থাকলেই লাইন মারে। আমার কাছে একটা এক্সক্লুসিভ খবর আছে। তোর চাপ সম্পূর্ণার বি এফ হয়েছে। এবার লাইন মারতে পারিস”।

শুভ্র এবার নেতিয়ে গেল। বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বুঝে নেবো সবটা। আমার বউ আছে, গোকুলে বাড়ছে, তোকে সম্পূর্ণার ব্যাপারে অনেক আগে বলেছিলাম, তাও ক্যাজুয়ালি। তুই সব কথা এত সিরিয়াসলি নিয়ে নিবি কে জানত?”

অভিমন্যু পিট পিট করে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, “সম্পূর্ণার বি এফকে চিনবি তুই? নাম জানতে চাস না?”

শুভ্র এবার চেগে গেল, “কোন শুয়োরের বাচ্চা? নাম বল। কেলিয়েই দেব”।

অভিমন্যু বলল, “তার মানে তোর টুয়েলভে পাশ করা কেউ নেই?”

শুভ্র বলল, “থাকলেও আগে সম্পূর্ণার বি এফ কে ক্যালাবো। কে সেটা? বল শিগগিরি”।

অভিমন্যু খিক খিক করে হেসে বলল, “আমি। নে এবার মার। এ দেখ ছবি”।

অভিমন্যু তার মোবাইল বের করে তার আর সম্পূর্ণার একটা সেলফি বের করে শুভ্রকে দেখাল। শুভ্র কয়েক সেকেন্ড সেটা দেখে বাক্যরহিত হয়ে গিয়ে কোন মতে বলল, “সব ফটোশপ। সব ঢপ”।

অভিমন্যু আবার হাসতে শুরু করল। শুভ্র রেগে মেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

১০

#২৩৭

রিপ্লাই টু #২৩৪ কনফেশন

রাত ২টোর পোস্ট-

বাই এনি চান্স, কনফেশনটা কি এস ডির জন্য ছিল?

...

প্রথম দুটো ক্লাস ফাঁকা আছে। সৌরভ ডেস্কে বসে কাজ করছিল।

এ বি, অরুন্ধতী বসু দরজায় নক করে ঢুকল।

সৌরভ বলল, "আরে, সকাল সকাল কী মনে করে ম্যাডাম?"

অরুন্ধতী বলল, "এই কলেজের স্টুডেন্টরা ফেসবুকে একটা কনফেশন পেজ চালায়, জানো?"

সৌরভ বলল, "আমার সেভাবে ফেসবুক করা হয় না। দেখিই না। কেন বল তো?"

অরুন্ধতী তার মোবাইল বের করে কনফেশনটা দেখাল। সৌরভ কনফেশনগুলো দেখে বলল, "ওহ। এগুলো তো জাস্ট ফর ফান পেজ"।

অরুন্ধতী বলল, "কোন কেস হয় নি তো?"

সৌরভ বলল, "কীসের কেস? এগুলো তো হবেই! এতে চাপ নেওয়ার কী আছে?"

অরুন্ধতী বলল, "ব্যাপারটা ঠিক চাপ না। তোমার নাম জড়িয়েছে, আর তোমাকে সেভাবে ফেসবুকে দেখি না বলেই জানিয়ে দিয়ে গেলাম। এসব জেনে রাখা ভাল। কোন স্টুডেন্ট কোথায় তোমাকে প্রপোজ টোপোজ করে দিল, তৈরি থাকা ভাল। তাই না? সব কিছুকে জাস্ট ফর ফান ভেবে নিও না। সমস্যা হতে পারে।"

সৌরভ বলল, "আমাকে উদ্দেশ্য করেই কনফেশনটা করেছে নাকি, সেটা কিন্তু এখন কনফার্ম না। আর এতে আমার কোন ফিলিংস কাজ করে না এ বি। আমাদের অনেক কাজ আছে, সেমিস্টার আছে এত বড় কোভিড লকডাউনের পরে। বুঝতেই পারছো কত রেসপন্সিবিলিটি থেকে যাচ্ছে। অনলাইনে ক্লাস নিতে নিতে হালত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এদের এগুলো তো পিওর ইনফ্যাচুয়েশন। কলেজ শেষ হবে, সব ভুলে যাবে। ধীরে ধীরে আমরাও বুড়ো হব। অন্য কোন ফ্যাকাল্টি নিয়ে এসব হবে। অতো চিন্তার কিছু নেই বোধ হয়"।

অরুন্ধতী কাঁধ ঝাঁকাল, "ঠিকই। জানাতে এসেছিলাম, জানানোর দরকার ছিল। জানানো হয়ে গেছে, চলে যাচ্ছি"। বলে অরুন্ধতী হেসে ফেলল।

সৌরভও হেসে বলল, "দারুণ বললে তো! তোমার খবর কী? ডিভোর্স পাওয়া গেল?"

অরুন্ধতী বলল, "অনেক ক্যাচাল চলছে। অতো তাড়াতাড়ি জটগুলো খুলবে নাকি জানি না। মিটলে বাঁচা যায়। পুরষজাতির উপরই ঘেন্না ধরে গেল"।

সৌরভ সভয়ে বলল, "ওরে বাবা, কী ভয়ের ব্যাপার। তুমি আমাকেও ঘেন্না করতে শুরু করে দিলে নাকি?

অরুন্ধতী বলল, "ঘেন্না ঠিক না। তবে সবাইকে অতো সহজে বিশ্বাস করতে পারি না আর কী! মুখে ভাল ভাল কথা বলে একজন কী করে আরেকটা অ্যাফেয়ার চালায় কে জানে। আমি হঠাৎ করে জানতে পারলাম বলেই তো?"

সৌরভ বলল, "হ্যাঁ, সেটা ঠিক। এ ব্যাপারে তুমি কথা না বলতে চাইলে ঠিক আছে। ছেড়ে দাও"।

অরুন্ধতী বলল, "দেখো সৌরভ, আমি কথাটা তুমি বলেই বললাম। এই যে স্টুডেন্টগুলো আছে, এদের সঙ্গে আরো সচেতনভাবে মেলামেশা করো। কোনভাবেই কোন প্রশ্রয় দিচ্ছো, এরা যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে। এদের বয়স কম, এদের ইনফ্যাচুয়েশনগুলো সামান্য প্রশ্রয় পেলেই সমস্যা তৈরি করে ফেলবে। তোমার বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই মেয়ে দেখা চলছে? এখন যদি কলেজে এরকম কোন সমস্যা তৈরি হয়, তাহলে গোটা লাইফটা হেল হয়ে যাবে। বুঝেছো?"

সৌরভ বলল, "বুঝেছি। থ্যাংকস ফর ইয়োর কনসারন। আমি ব্যাপারটা নিয়ে অত ডিপলি ভাবতামও না হয়ত। তবে আফটার লকডাউন, অনেক কিছুই পাল্টাচ্ছে। ব্যাপারটা কলেজ ম্যানেজমেন্টের কানে গেলেও ঝামেলা হবার চান্স আছে। আমি সিরিয়াস হয়ে যাবো। তবে কোন স্টুডেন্টের সঙ্গেই আমি হালকাভাবে কথা বলি না। হতে পারে ওই কনফেশনটা আমাকে নিয়ে না। অনেকেই আছে তো"।

অরুন্ধতী বলল, "হতে পারে। কিন্তু তোমার নামটা উঠেছে। ওই জন্যই এলাম। ফোন করেও বলা যেত, সেটা না করে নিজেই চলে এলাম। কলেজ বন্ধ ছিল। ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্টস সবাই এত দিন ঘরে ছিল। এই সময়টা অনেক বেশি ক্রুসিয়াল"।

সৌরভ মাথা নাড়ল, "ঠিক ঠিক"।

জানলার বাইরে একটা মুখ দেখা দিল গতকালের মত। সৌরভ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে দেখল রায়া দাঁড়িয়ে আছে। "বল কী বলবে?"

রায়া অরুন্ধতীকে দেখে বলল, "না ঠিক আছে স্যার। আমি পরে আসছি"।

সৌরভ অবাক হয়ে বলল, "পরে আসার কী আছে? কী বলবে?"

রায়া বলল, "পরে বলছি স্যার"।

রায়া দাঁড়াল না। চলে গেল। সৌরভ ভ্রূ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

১১

ক্লাস শুরু হয়ে গেছিল। রায়া থমথমে মুখে শিঞ্জিনীর পাশে গিয়ে বসল। শিঞ্জিনী তার ডায়েরীর পেজে লিখল, "কী হল? তোর মুখটা এরকম কেন?"

রায়া শিঞ্জিনীর লেখার নিচে লিখল, "আই থিংক এবি আর এসডির মধ্যে সাম থিং সাম থিং হ্যাপেনিং"।

শিঞ্জিনী লেখাটা চোখ বড় বড় করে দেখে রায়ার হাতে একটা চিমটি দিয়ে লিখল, "ভাগ। পজেসিভনেস তাও ভাল, সন্দেহবাতিকটা অসুস্থ করে দিতে পারে। বিওয়ার"।

রায়া কিছু না লিখে খাতার মধ্যে হিজিবিজি আঁকতে শুরু করে দিল। শিঞ্জিনী খাতাটা সরিয়ে নিল। ক্লাস চলাকালীন দুজনে আর কোন কথা হল না। শেষ হতেই শিঞ্জিনী ফিস ফিস করে বলল, "এগুলো বেশি বেশি। এরকম সন্দেহ করিস না। অসুস্থ হয়ে যাবি"।

রায়া বলল, "আমি সন্দেহ করব কেন? উনি সৌরভের ঘরে একা একা কী করতে যাবে? শুধু ওর সঙ্গে দেখা করতে উনি পাশের বিল্ডিং থেকে চলে এসেছেন। তুমুল পুরকি না থাকলে এটা হয় না"।

শিঞ্জিনী বলল, "ঠিক আছে। মাথা গরম করিস না। ঠিক হয়ে যাবে"।

রায়া বলল, "আমার কান্না পাচ্ছে। আমি আর ক্লাস করব না। ক্যান্টিনে গেলাম"।

রায়া ব্যাগ নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। শিঞ্জিনী রায়ার পেছন পেছন গিয়ে বলল, "এই ক্লাসটা মিস করবি? এর পর সেম দিতে পারবি না তুই অ্যাটেনডেন্সের জন্য"।

রায়া বলল, "ভাড় মে জায়ে অ্যাটেন্ডেন্স। আমার কিছু দরকার নেই। সুখে থাকুক ও, আমি কলেজ ছেড়ে দেব। বাবাকে বলব একটা সরকারি কাকু দেখে বিয়ে দিয়ে দেবে, সংসার করব"।

শিঞ্জিনী হেসে ফেলল, "সরকারি কাকুর থেকে কোন নেতাকে বিয়ে করে ফেল"।

রায়া বলল, "হ্যাঁ, আর তারপর এস এস কে এমে ফুলসজ্জা করব নাকি?"

শিঞ্জিনী হাসতে হাসতে বলল, "এটাই তোর একমাত্র প্ল্যান বি? এস ডি না থাকলে বিয়ে?"

রায়া বলল, "হ্যাঁ। আর কী করব বল? জীবনের তো কোন মানেই থাকবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফ্যাকাল্টিদের আর কত স্যালারি হয়? আমি কোন এম এন সিতে চাকরি করব, ও পড়াশুনা করবে, এটাই তো ভেবে নিয়েছিলাম"।

শিঞ্জিনী বলল, "অনেক বেশিদূর ভেবে নিয়েছিলি। হি ইজ টু ওল্ড"।

রায়া ফুঁসে উঠল, "একদম ওল্ড বলবি না ওকে"।

শিঞ্জিনী বলল, "কেন বলব না? তোর উনি তো আরেকজনের হয়ে গেল অ্যাকরডিঙ টু ইউ। তাহলে যাই বলি না কেন, তোর তো গায়ে লাগার কোন কারণ নেই!"

রায়া বলল, "অফিসিয়ালি এখনও যায় নি। এখন ড্রাফট হয়ে আছে। যদি কেস সত্যি হয়, তাহলে পাখিকে সেন্ড করে দিয়ে বলব যা পাখি উড়তে দিলাম তোকে"।

শিঞ্জিনী বলল, "তুই এত চাপ নিয়ে নিস না তো। সব ঠিক হয়ে যাবে"।

রায়া বলল, "কিছু ঠিক হবে না। আমাকে শিওর বাচ্চা বলে ভাগিয়ে দেবে। ওই এবির ডিভোর্স হয়ে গেছে না? তার মানে দেখা যাবে এস ডির জন্যই ডিভোর্স হয়েছিল। হয়ত ওদের অনেক দিন আগে থেকেই প্রেম চলছে গোপনে গোপনে। নইলে ওর ঘরে এবি হঠাৎ করে যাবে কেন?"

শিঞ্জিনী বলল, "গসিপ করতে যেতে পারে। কালকে কনফেশন পেজে মাঝরাতে একটা পোষ্ট হয়েছে। দেখিস নি?"

রায়া দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "কখন?"

শিঞ্জিনী বলল, "কী করে দেখবি? ঘুম থেকে উঠেই তো কলেজে দৌড় দিয়ে এলি। এত লেট রাইজার হলে হয়? রাতে একটা পোষ্ট এসেছিল যে টিচার মানে এস ডির কথা বলা হচ্ছে নাকি? অনেকেরই এস ডির উপর নজর আছে হয়ত"।

রায়া একটু চিন্তা করে বলল, "সহজে বশীকরণ করে, এরকম কোন তান্ত্রিক চেনা জানা আছে তোর? আমি এস ডির উপরে প্রয়োগ করব তাহলে?"

শিঞ্জিনী বলল, "ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তান্ত্রিক দিয়ে বশীকরণ করবি? বাহ। অনেক উন্নতি হয়েছে"।

রায়া বলল, "কী করব তাহলে আমি? চোখের সামনে নিজের জানেমনকে অন্যের হাতে যেতে দেখব"?

শিঞ্জিনী বলল, "গাঁটছড়ার জুন মালিয়ার মত ওয়েট এন্ড ওয়াচ কর। তাতে যদি কাজ দেয়"।

রায়া বলল, "মনটাই খারাপ হয়ে গেল, ধুস ধুস ধুস"।

১২

রিসেপশনের ছেলেটা বলল, "দুজনেই হেলমেট খুলুন। এভাবে হেলমেট পরে থাকলে হবে না। হোটেলের কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে"।

সাগ্নিক হেলমেট খুলল। ছেলেটা বলল, "আপনাকেও হেলমেট খুলতে হবে"।

সুকন্যা ইতস্তত করে তার হেলমেট খুলল। ছেলেটা দুজনের আই কার্ড জেরক্স করে চাবি আর আই কার্ডের অরিজিনাল কপি জেরক্স করে বলল "টু জিরো ফোর"।

সাগ্নিক তাড়াতাড়ি চাবি নিয়ে হাঁটতে শুরু করেই শুনতে পেল ছেলেটা বলছে, "অল্প বয়সে পাকলে আল, তার দুঃখ চিরকাল"।
সাগ্নিক জিজ্ঞেস করল, "কী বলছেন?"
ছেলেটা বলল, "কিছু না। যান"।
লিফটে উঠে সুকন্যা বলল, "মহা হারামি মাল"।
সাগ্নিক বলল, "দাঁড়া না, বাইরে পাই একদিন। ঠ্যাং ভেঙে দেব বাইঞ্চোতের"।
দরজা খুলে রুমে ঢুকেই দুজনে শুরু হয়ে গেল। চুমু খেতে খেতে সুকন্যা হঠাৎ করে সরে গিয়ে বলল, "প্রোটেকশন এনেছিস তো?"
সাগ্নিক বলল, "না। কখন কিনব? ও আমি ঠিক সময়ে তুলে নেব, নো প্রব্লেম"।
সুকন্যা সাগ্নিকের পায়ে লাথি মেরে বলল, "ফোট। ওসব আমাকে বোঝাতে আসবি না। যা কিনে নিয়ে আয়। নইলে চল বেরিয়ে যাই"।
সাগ্নিক লাথি খেয়ে খাটে বসে পড়ল, "কোথায় বেরোব, কেন বেরোব, মানে এত ঝামেলা করে এলাম, ছেলেটাকে চমকালাম, তুই এখন এসব বাওয়াল দিচ্ছিস?"
সুকন্যা বলল, "হ্যাঁ দিচ্ছি। কারণ তুই এখন এসব ন্যাকামি করবি, আর আমার কিছু হলে তখন তোকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। ওসব আমি বুঝি, আমাকে অতো জ্ঞান দিতে হবে না"।
সাগ্নিক বলল, "এখন বেরোব আবার? যদি কিছু জিজ্ঞেস করে"।
সুকন্যা বলল, "করলে করবে। আমার কী? মালের দায়িত্ব আরোহী। যা গিয়ে নিয়ে আয়"।
সাগ্নিক ব্যাজার মুখে বেরোল। সুকন্যা রুম সার্ভিসে ফোন করে খাবার অর্ডার করে দিল। কিছুক্ষণ পর সাগ্নিক রুমে ঢুকে বলল, "বহুত জ্বালাতন করিস তুই"।
সুকন্যা চুইংগাম চিবোতে চিবোতে বলল, "লাভ নেই। আমার পিরিয়ড হয়ে গেছে"।
সাগ্নিক হাঁ করে সুকন্যার দিকে তাকিয়ে বলল, "কখন হল?"
সুকন্যা বলল, "এই তো তুই গেলি, তখনই হল। নে এবার গান কর, আমি হলাম রেডিও লেডি কিলার রেডিও"।
সাগ্নিক বিফল মনোরথ হয়ে সোফায় বসে পড়ে বলল, "এখন এইগুলো কি পরে বসে থাকব ভাই?"
সুকন্যা বলল, "যেখানে ইচ্ছে পরে বসে থাক। বেলুন করে ফোলাতেও পারিস। কোন অসুবিধা নেই"।
সাগ্নিক বলল, "কত আশা করে এসেছিলাম, জীবনের প্রথম কেস, তুই পুরো শেষ করে দিলি। ধুস"।
সুকন্যা বলল, "আমার কিছু করার নেই তো। অ্যাক্ট অফ উপরওয়ালা। এখানে কিছু করার থাকে না"।
কলিং বেল বাজল।
সাগ্নিক চমকে উঠে বলল, "কে রে?"
সুকন্যা বলল, "ফ্রায়েড রাইস, চিলিচিকেন আর আইসক্রিম। নিয়ে আয়"।
সাগ্নিক বলল, "টাকা কে দেবে?"
সুকন্যা বলল, "তুই দিবি। নিয়ে আয়"।
সাগ্নিক দরজা খুলে খাবার নিয়ে এসে বলল, "বেশি মাল কড়ি নেই, হিসেব করে চল প্লিজ"।
সুকন্যা বলল, "খিদে পেয়েছে, কী করব বল? তুই তো "করো" হোটেলে নিয়ে এসেই খালাস। সকালে মেসে কিছু রান্নাই হয় নি যখন বেরিয়েছিলাম"।
সাগ্নিক বলল, "আহা রে। ঠিক আছে খেয়ে নে। তারপর বেরোনো যাক"।
সুকন্যা বলল, "কেন? বেরোব কেন? তুই দেখি বুদ্ধিজীবী হয়ে যাচ্ছিস দিনে দিনে। ধান্দা না মিটলেই চেপে যাস। কী ব্যাপার তোর? সারাক্ষণ যে প্রেমের কথাগুলো বলিস, সেগুলো বল? নাকি সবই সেক্সের

জন্যই করতিস”?

সাগ্নিক থতমত হয়ে বলল, “না না। এমা! এসব কী বলছিস তুই? আমি কি ও চোখে তোকে কোনদিন দেখেছি নাকি?”

সুকন্যা বলল, “কোন চোখে দেখেছিস? বোনের চোখে?”

সাগ্নিক বলল, “হে হে, কী যে বলিস। বোন কেন হবে? আমি তো তোকে ভালবাসি”।

সুকন্যা গালে হাত দিয়ে বলল, “ভালবাসিস? তাহলে বল ভালবাসার কথা। শুনি?”

সাগ্নিক বলল, “ওগুলো কী করব?”

সুকন্যা বলল, “পরিয়ে বসে থাক। আর কী করবি”?

সাগ্নিক ব্যাজার মুখে বসে রইল।

১৩

আঁচল আগরওয়াল বিরাট একটা বড় গাড়ি করে কলেজে আসে। গাড়িটা শুধু ওকে নামিয়েই দিয়ে যায় না, যতক্ষণ কলেজ থাকে, ড্রাইভারসহ পার্কিঙে দাঁড়িয়ে থাকে। কলেজ যখন প্রথম খুলেছিল, তখন প্রথম প্রথম বাকিরা হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকত, পরে অভ্যাস হয়ে গেছে।

দাশু অনেক হিসেব করে দেখেছে, বড়লোকের মেয়েকেই তুলতে হবে। সে ক্লাসের শুরু থেকে আঁচলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। তার হিন্দি খুব একটা সুবিধের না বলে মনের কথা পুরোপুরি বলতে পারছে না বলে খুঁতখুঁত করছে।

ব্রেকের সময় আঁচল মোবাইল ঘাঁটছিল, দাশু গম্ভীর হয়ে আঁচলের পাশে বসে বলল, “হোয়াটস আপ?”

আঁচল হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “আই অ্যাম অলরেডি ইন কলেজ হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ”!

দাশু বলল, “আরে হোয়াটস আপ মতলব ক্যা খবর?”

আঁচল হেসে ফেলল, “ক্যা হুয়া তেরেকো?”

দাশু বলল , “আমি সাডেনলি ভাবলাম তু কিতনি আচ্ছি হ্যায়!”

আঁচল বলল, “ও তো মে হু”।

দাশু বলল, “বি এফ হ্যায়?”

আঁচল বলল, “হাঁ হ্যায়। কিউ?”

দাশু বলল, “লিভ হিম। উসে ছেড়ে দে”।

আঁচল হি হি করে হেসে বলল, “কিস খুশি মে?”

দাশু বলল, “মেরা মাতারাণী হিন্দুস্তানি বহু মাঙ্গতা। তু মুঝসে শাদি করলে”।

আঁচল দাশুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

দাশু বলল, “কিয়া হুয়া?”

আঁচল হাসতে হাসতে বলল, “ক্যা ইয়ার, একদম সে আকর স্ট্রেট শাদি ওয়ালি বাত? তেরা ক্যা হুয়া?”

দাশু গম্ভীর গলায় বলল, “আতা মাঝি সটকলি”।

আঁচল ব্যাগ থেকে একটা টফি বের করে দাশুকে দিয়ে বলল, “খা লে। পাগল”।

দাশু টফিটা নিয়ে বলল, “এর মানে আমার মা হিন্দুস্তানি বহু পাচ্ছে?”

আঁচল বলল, “ও বাহারওয়ালী গাড়ি কিসকা হ্যায় মালুম হ্যায় তেরেকো? মেরে বয়ফ্রেন্ডকা”।

দাশু বলল, “তো ক্যা হুয়া? কোই বাত নেহি। আমি তোর জন্য একটা টোটো কিনে দেব। তুই টোটো করে কলেজে আসবি”।

আঁচল এবার খচে গেল, “এ তু যা। অভি নিকাল”।

দাশু বলল, "ঠিক আছে, তাহলে তোর বয়ফ্রেন্ড কো বোল কর তু মুঝে গোদ লে লে"।

আঁচল পেন নিয়ে দাশুকে তাড়া করল। দাশু দৌড় মারল। ক্লাস থেকে বেরিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে শমীককে ধাক্কা মারল। শমীক বলল, "কী হয়েছে? হাঁফাচ্ছিস কেন?"

দাশু বলল, "আরে সকালে ঠিক করলাম আঁচলকে বিয়ে করব। প্রপোজ করতেই তাড়িয়ে দিয়েছে"।

শমীক অবাক হয়ে বলল, "মানে? হঠাৎ করে ঠিক করলি আঁচলকে বিয়ে করবি? তুই কি আবার পাগল হয়ে গেছিস? নাকি কোভিড হবার আগে যেটুকু সুস্থ ছিলিস, সেটাও আর নেই?"

দাশু বলল, "আরে ভেবে দেখ, ও তো পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে, তুলতে পারলেই কেল্লা ফতে। এখন অবশ্য জানতে পারলাম ওই গাড়িটা ওর বয়ফ্রেন্ডের। তাহলে তো ওর পয়সা নেই, ওর বয়ফ্রেন্ডের আছে। দাঁড়া এক মিনিট"।

দাশু দৌড়ে ক্লাসে ঢুকে আঁচলকে বলল, "এই আঁচল, তোর বয়ফ্রেন্ডের বোন থাকলে বলিস, বিয়ে করব"।

আঁচল পেন ছুঁড়ে মারল। দাশু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে বলল, "চান্স কম। আঁচল হেবি খচে গেছে। ব্যাপারটা পরে সাল্টাবো। তোর কেস বল। কালকে ছুটি নিয়ে কোথায় গেছিলিস দুটিতে? একদিনে দুজনেই ডুব মেরে দিলি?"

শমীক আমতা আমতা করে বলল, "অঞ্জনা আসে নি কেন আমি জানি না। আমি অসুস্থ ছিলাম বলে আসি নি"।

দাশু বলল, "অসুস্থ ছিলিস? কী হয়েছিল? বিচিতে ধনুষ্টংকার?"

শমীক বলল, "ভাগ। তুই কি নরমাল কথা বলতে পারিস না?"

দাশু বলল, "না। আর কেউ জানুক না জানুক আমি তো জানি তোর আর অঞ্জনার সিংকিং সিংকিঙ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কেস আছে। কী হয়েছিল ভাই, বল না বল না। আমি কাউকে বলব না"।

শমীক বলল, "কিছু না"।

দাশু বলল, "দাঁড়া, আমি একবার বের করি, তারপর তোরই একদিন কি আমারই একদিন"।

শমীক চুপচাপ বাথরুমে ঢুকে গেল।

১৪

"আমরা ভুল করেছিলাম। আমাদের হোটেলে যাওয়া উচিত হয় নি। মা কাল কিছু একটা আঁচ করেছিল। আমাকে আন এক্সপেক্টেড প্রেগনেন্সী নিয়ে অনেক জ্ঞান দিয়ে দিল জানিস?"

অঞ্জনা খেতে খেতে নিচুস্বরে কথাগুলো বলল।

কোন কোন জুটি তৈরি হয়ে যায় যারা অনেক সময় কথা বলার সময় বেশি কথাও বলে না। ইশারাতেই কাজ চলে যায়। অঞ্জনা আর শমীকের জুটির কেমিস্ট্রিটাও অনেকটা এরকম। অঞ্জনা যতটা নিচু গলায় কথা বলল, অত নিচু গলায় কথা বললে পাশে বসেও অন্য কেউ শুনতে পেত না। শমীক ঠিকই শুনতে পেল। তার মধ্যেও বেশ খানিকটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। অঞ্জনার কথা শুনে বলল, "আন্টি ঠিকই বলেছেন। এর পর থেকে আমরা আর হোটেলে যাব না"।

অঞ্জনা বলল, "গলা নামিয়ে কথা বল স্টুপিড। আরেকটু চাউ নে আমার থেকে। আমি এত খেতে পারছি না"।

শমীক দেখল শিঞ্জিনী দূরের টেবিলটা থেকে তাদের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "হোটেলে যে ফর্ম ফিল আপ করলাম, ওরা হোটেল থেকে আবার সেই ফর্মগুলো বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় না তো?"

অঞ্জনা বলল, "ধুস। এগুলো একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে। তুই কি ভেবেছিস শুধু আমরাই গেছি? এখানে যারা রিলেশনে আছে, সবাই যায়। আমাদের লাক ভাল ছিল যে অন্য কোন কাপলের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায় নি। আমি জানি না আমার যদি কোন দিন অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হয়, তাকে আমি কী বলব? আই চিটেড হিম? ওইটুকুকে চিটিং বলা যায় না হোপফুলি"।

শমীক বলল, "আমি তো অত কিছু ভেবে ওটা করি নি। আমরা আগের রাতে কথা বলেছিলাম, প্ল্যান করেছিলাম, সেই প্ল্যানটা এক্সিকিউট করতে গেছিলাম। অতো ভাবলে তো হয়েই যেত"।

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ, আমার কেমন একটা অস্বস্তি হল। আরেকটা জিনিসও হতে পারে, মে বি আমি ফ্রিজিড। আমি গুগল করে দেখেছি ফ্রিজিড মানে কি। এসব ক্ষেত্রে যাদের কোন সেন্সেশনই হয় না, তারা ফ্রিজিড হয়। আমি যদি ফ্রিজিড হই, তাহলে আরেক ঝামেলা। কিন্তু তোর সঙ্গে আমার ফিজিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সী ম্যাচ করছে না। তাহলে কী করে বুঝব আমি ফ্রিজিড কি না? আর তোর সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে তো আমি মিশিও না। অন্য কারো সঙ্গে ওসব করতেও পারব না। কী হবে তাহলে?"

শমীক বলল, "কিছুই হবে না। এখন অতো ভেবে কী হবে? যখন হবে, তখন দেখা যাবে। হয়ত তোর বর ঠিক ঠাকই আদর করে দেবে তোকে। তোরও আর কোন অসুবিধে হবে না"।

অঞ্জনা হাসল, "হোপফুলি। আর তুই নিশ্চয়ই মেমসাহেব বিয়ে করবি? আমার এক দাদা ছিল। সে এখানে কোন মেয়ের দিকেই তাকাতো না। ইউ কে তে সে ছেলে গিয়ে সকাল বিকেল মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেঞ্জ অফ কান্ট্রি অনেক কাজে দেয়। তোকেও হয়ত দেবে"।

শমীক বলল, "দিতেই হবে। আমার কোন রকম ফ্রিজিডনেস নেই আমি বুঝে গেছি"।

অঞ্জনা সোজা হয়ে বসে বলল, "কী করে বুঝেছিস? তোর মেল অরগ্যান রিয়্যাক্ট করেছিল?"

শমীক বলল, "হ্যাঁ। ইয়ে মানে কী করব বল, ওই সিচুয়েশনে ওটাই তো স্বাভাবিক। আমি তো বুঝি নি তুই হঠাৎ করে সব কিছু বন্ধ করে দিবি"।

অঞ্জনা বলল, "শিট ম্যান। কী সব হয়ে যাচ্ছিল। খুব ভুল করছিলাম। কাল ক্লাসও মিস হল, তার সঙ্গে কলেজে দুটো দিন পিছিয়েও পড়লাম"।

শমীক বলল, "সবাই জিজ্ঞেস করছে আমরা একসঙ্গে ডুব মেরেছিলাম কেন"!

অঞ্জনা বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস করার সাহস নেই কারো। তুইও সেই পারসোনালিটি গ্রো কর যাতে তোকে কেউ কিছু না বলতে পারে"।

শমীক বলল, "ট্রাইং"।

অঞ্জনা বলল, "হু। তুই ট্রাই কর। আমি ক্লাসে গেলাম। তুই বরং একটু পরেই আয়। একসঙ্গে গেলে আবার কথা শুনবি"।

শমীক মাথা নাড়ল। অঞ্জনা ব্যাগ নিয়ে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে যেতেই শিঞ্জিনী এসে বলল, "তোদের প্রেমালাপ হল?"

শমীক বলল, "ধুস। প্রেমালাম কেন হবে? আন্টি আমার জন্য টিফিন পাঠিয়েছিলেন, সেটা খেলাম"।

শিঞ্জিনী বলল, "ওহ। দারুণ ব্যাপার তো! এখন থেকেই ফ্যামিলি ফ্যামিলি ব্যাপার চলে এসেছে বল?"

শমীক বলল, "কাল যে স্ক্যান পাঠিয়েছিলি, একটা পেজ বুঝতে পারছি না। আরেকবার পাঠাবি?"

শিঞ্জিনী বলল, "কাল পাঠিয়েছিলাম কাল তো কিছু বলিস নি? ম্যাডামের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে বলেছে নাকি?"

শমীক বলল, "উফ। ভীষণ উলটো পাল্টা কথা ধরিস তুই। আমি ওকে দিই নি কিছু"।

শিঞ্জিনী বলল, "সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

শমীক বলল, "করতে হবে। কারণ এটাই সত্যি"।

শিঞ্জিনী বলল, “হ্যাঁ। কত যে সব সত্যি কথা বলছিস সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কাল কোথায় গেছিলি, একবারও বললি না”।

শিঞ্জিনীর কণ্ঠস্বর একটু জোরে শোনাল।

শমীক সভয়ে চারদিকে দেখল। নাহ, কেউ শোনে নি। আশ্বস্ত হল সে। বলল, “বলার কিছু নেই বললাম তো। আমি বাড়ি ছিলাম”।

শিঞ্জিনী কয়েক সেকেন্ড শমীকের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে দলে গেল।

১৫

কলেজ কনফেশন # ২৪৪

নাম, সেক্স, এজ প্রকাশে অনিচ্ছুক

এস ডি +এ বি?

ইজ সামথিং কুকিং?

... “এই শোন না, হোয়াটস অ্যাপ করেছি একটা স্ক্রিনশট। দেখে ফেল”।

কলেজ থেকে ফিরে শিঞ্জিনী ঘুমনোর চেষ্টা করছিল। রায়া ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করল। শিঞ্জিনী তার হোয়াটস অ্যাপে কলেজের কনফেশন পেজের স্ক্রিনশটটা দেখে বলল, “এটা তুই পাঠিয়েছিস?”

রায়া বলল, “হ্যাঁ, ফিরে এসেই ফর্মে লিখে দিয়েছিলাম। এখন পোষ্ট হয়েছে দেখলাম”।

শিঞ্জিনী বলল, “এতক্ষণ ব্যাপারটা ঠিক ঠাক ছিল। এবার ব্যাপারটা নোংরা দিকে গেল। তুই কিন্তু একটা প্রব্লেম ক্রিয়েট করছিস এবার, বুঝতে পারছিস? কারো সম্পর্কে কিছু না জেনে তার নামে স্ক্যান্ডাল রটানোর মেয়ে তুই ছিলিস না। এটা ঠিক করলই না”। কথাটা শুনে রায়ার মুখ কালো হয়ে গেল।

বলল, “তাহলে কী হবে? আমি তো অতি উৎসাহে করে ফেললাম। এবার যদি আমি পেজে মেসেজও করি, তাহলেও আমার আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ হয়ে যাবে”।

শিঞ্জিনী বলল, “এই জন্যই তোকে বার বার বলি, এসব কিছু করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে কর। মাঝে মাঝে তোর যে কী হয় আমি কিছুই বুঝতে পারি না। হতে পারে এস ডি আর বি বন্ধু। তুইই ব্যাপারটাকে কমপ্লিকেটেড করে দিলি”।

রায়ার ফোন বেজে উঠল।

রায়া নাম্বারটা দেখে বলল, “ওরে বাবা, এস ডি ফোন করছে”।

শিঞ্জিনী চমকে উঠল, “মানে? উনি কেন ফোন করছেন তোকে?”

রায়া মাথায় হাত দিয়ে বলল, “আমাকে সকালে উনি ওর রুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন। এখন হয়ত এই কনফেশনটা দেখে কিছু সন্দেহ করছেন। আমি কী করব এবার? আমার সব গেল! প্লিজ বাঁচা আমাকে”।

শিঞ্জিনী বলল, “ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা করে ফোনটা ধর। ফোন না ধরলে আবার অন্য সন্দেহ করবে। কনফার্ম হয়ে যাবে এই কনফেশনটা তুইই করেছিস। ধর”।

রায়া তাড়াতাড়ি ফোন ধরতে যেতে ফোনটা কেটে গেল।

রায়া বলল, “কেটে গেল”।

শিঞ্জিনী বলল, “আর কত রিং হবে? তুই কলব্যাক কর। বলবি ফ্রেশ হচ্ছিলি”।

রায়া ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল। বলল, “দেখ, আমার হার্ট বিট কত বেড়ে গেছে”।

শিঞ্জিনী বলল, “যা করেছিস, ফেস দ্য কোনসিকোয়েন্সেস। কিছু করার নেই আর। ফোন কর। স্পিকারে রাখ”।

রায়া কল ব্যাক করল।

একটা রিং হতেই সৌরভ ধরল, “হ্যাঁ রায়া?”

রায়া ফোন স্পিকারে দিয়েছিল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, “হ্যাঁ স্যার”।

সৌরভ বলল, “কাল তুমি যে নোটসগুলো নিয়ে গেছিলে, আজ ফেরত দেওয়ার কথা ছিল, দিয়ে যাও নি তুমি?”

রায়ার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর সারল।

সে জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল, “না স্যার, জেরক্স মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছিল, আমি বাইরে থেকে জেরক্স করাতে পারি নি। কালকে দিলে কি খুব অসুবিধে হবে?”

সৌরভ বলল, “না ঠিক আছে। আমাকে একবার বলবে তো। সকালে ল্যাবে এসেছিলে, তারপর চলে গেলে। আমার পরে মনে হল তুমি তখন নোটসগুলো ফেরত দিতে এসেছিলে নাকি”।

রায়া বলল, “না না স্যার, আমাদের তখন ক্লাস শুরু হয়েছিল বলে তাড়াহুড়ো করে চলে গেছিলাম। আমি কাল আপনাকে জেরক্স করে নোটসগুলো ফেরত দিয়ে দেব”।

সৌরভ “ওকে” বলে ফোন রেখে দিল।

রায়া বোতল থেকে অনেক খানি জল খেয়ে নিয়ে বলল, “সব আউট করে দিয়েছিল মাইরি। বাপরে”!

শিঞ্জিনী বলল, “এই জন্য কলেজের স্যারকে নিয়ে বেশি ভাবতে নেই। শোন, তুই একটা কাজ কর। একটা ফেক প্রোফাইল বানিয়ে ওটা থেকে ওই পেজে মেসেজ করে রিকোয়েস্ট কর কনফেশনটা ডিলিট করে দেওয়ার জন্য। একটা লম্বা হ্যাজ সেন্টু দে যে তুই হালকা মনে পোষ্টটা করে ফেলেছিলি, পরে তোর মনে হয়েছে যেটা করেছিস ঠিক করিস নি। আফটার অল শিক্ষক পিতার মত হয়”।

রায়া বলল, “হ্যাঁ, বাবার মতই তো। সুগার ড্যাডি”।

শিঞ্জিনী বলল, “এই একটু ছাড় পেতেই বাড়াবাড়ি শুরু করে দিলি। যা তো!”

রায়া বলল, “কী আনন্দ আমার জানেমন আমাকে ফোন করেছে। নাহ, তোমার উপর যা রাগ ছিল জানেমন, বিগত সব রাগ আমি দমায় ফেলসি”।

শিঞ্জিনী হতাশ শ্বাস ছেড়ে বলল, “ভগবান!”

১৬

“এখানে খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোন অসুবিধে নেই। শুধু কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে”, পিজি মালিক চশমা ঠিক করতে করতে বললেন।

শুভ্র বলল, “হ্যাঁ ঠিক আছে”।

পিজি মালিক বললেন, “আরে শুনে নাও”।

শুভ্র ব্যাজার মুখে বলল, “বলুন”।

পিজি মালিক বললেন, “যখন খুশি বাড়ি ফিরলে চলবে না। রাত আটটার মধ্যে ফিরতে হবে। নেশা ভাং করা চলবে না। সেসব বাইরে থেকে করে এসেও বাড়িতে ঢোকা যাবে না। জোরে গান চালানো যাবে না। মাসের তিন তারিখের মধ্যে রেন্ট দিয়ে দিতে হবে। দিদি এবং মোদির যৌথ প্রচেষ্টায় খাবারের দাম তুমুল বেড়ে গেছে। প্রতি মাসেই বর্ধিত মূল্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে বন্ধু বান্ধবী, বউ মেয়ে, ছেলে,

বয়ফ্রেন্ড কাউকে নিয়ে আসা যাবে না। আরো ব্যাপার আছে, আমরা এই ঘেরা জায়গায় একটা সোসাইটিতে থাকি। এই সোসাইটিরও কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে। সেগুলিও দেখে নেবে। এসবের এদিক ওদিক হলেই বাড়ি থেকে বিনা নোটিসে বের করে দেওয়া যাবে"।

শুভ্র বলল, "ঠিক আছে কাকু। কোন অসুবিধা নেই। আমি আজকেই ঢুকে যাচ্ছি"।

পিজি মালিক বললেন, "তুমি এদ্দিন কোথায় থাকতে?"

শুভ্র বলল, "হোস্টেলে। ওখানে আর থাকা যাচ্ছে না"।

পিজি মালিক বললেন, "তিন মাসের রেন্ট অ্যাডভান্স লাগবে। কাল আবার লকডাউন পড়ে যাবে, তুমি বাড়ি গিয়ে বললে আর ফিরবো না, সেসব হবে না। আর আধার, প্যান, ভোটার সব দাও"।

শুভ্র ভালোমানুষের মত মুখে করে বলল, "চইহইয়ের সিরিজের মত কোন মামণি থাকবে না আমার সঙ্গে?"

পিজি মালিক শুভ্রর আপাদমস্তক দেখে বললেন, "ওসব ওয়েব সিরিজে হয়। বাস্তবে হয় না। তোমার স্যার বলেছেন বলে তোমাকে এখানে রাখতে রাজি হয়েছি। এমনিতে এখানে অনেক ঝামেলা আছে। যেগুলো যেগুলো বললাম, সেগুলোর উপর অ্যাগ্রিমেন্টও সই করতে হবে। যদি ঠিক ভাবেও থাকো, তাহলেও আমার যদি কোন সমস্যা থাকে, তখন এক মাসের নোটিসে ঘর ছাড়তে বলতে পারি"।

শুভ্র বলল, "আমার তো আর কয়েকটা মাস। তারপর এমনিই আমি ছেড়ে দেব। পাস আউটের পর সম্ভবত ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং হবে"।

পিজি মালিক বললেন, "তার জন্যও একটা ব্যাপার আছে। আমি কিন্তু রেন্টটা মাসের শুরুতে নেব। মানে রুম রেন্টটা। ফুডের পেমেন্ট মাসের শেষে হিসেব করব। যদি খাবে বলে খেলে না, তাহলেও মিল চার্জ হবে। তোমার জন্য কোন রকম ঝামেলাতেও যেন আমাকে না জড়াতে হয়। এলাকায় কোন মেয়ে দেখে টোন করলে, তারপর সে ঝামেলা ঘরে এলে পত্রপাঠ বিদায় করে দেওয়া হবে"।

শুভ্র বলল, "এটা বাড়ি না নর্থ কোরিয়া?"

পিজি মালিক বললেন, "আমাকেও তো নিজেরটা দেখতে হবে, তাই না? তোমাদের বয়সী ছেলেরা কত কিছু করে ফেলতে পারে। তুমি কি ব্যাগপত্র নিয়ে এসেছ? তাহলে ওই ঘরে ঢুকে যাও। ঘর পরিষ্কার করাই আছে। অ্যাটাচড বাথরুম আছে। বেশি জল নষ্ট করবে না"।

শুভ্র বলল, "আপনি বললে আমি স্নান করাও ছেড়ে দেব"।

পিজি মালিক কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "যেটুকু বলছি, সেটুকু মেনে চলার চেষ্টা করে আমাকে কৃতার্থ কর"।

শুভ্র বলল, "ঠিক আছে"।

শুভ্র ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল। হোস্টেলে থাকা যাচ্ছিল না। সবাই বাজে ভাবে পেছনে লাগছিল। "সব হিংসা। নিজেরা ক্যাম্পাসিং এ কিছু পায় নি বলে ল্যাং মারার চেষ্টা"।

নিজের মনে মনে এই কথাগুলোই আরেকবার বলে সে ব্যাগ থেকে জামা কাপড় বের করে আলনায় রাখল। ঘরটা ছোটর মধ্যে ছিমছাম। একটা সিঙ্গল বেড খাট, একটা আলমারি, একটা আলনা, একটা টেবিল। জায়গাটা কলেজ থেকেও কাছে। সব দিক দিয়েই ভাল। কয়েক মাসের জন্য নেওয়া যায়। বাবাকে ফোনে ফোনে পাগল করে দিয়ে টাকা পাঠাতে বাধ্য করেছে সে। বাবাকে বলে দিয়েছে মাইনে পেলেই সব টাকা শোধ করে দেবে। হোস্টেলে থাকবে না আগের রাতেই ঠিক করে নিয়েছিল। সবাই বাজে ভাবে পেছনে লাগছে। এভাবে থাকা যায় না।

সমস্যা একটাই। হোস্টেলে এই সময় কেউ না কেউ স্পিকারে গান চালিয়ে দিত। সেটা শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়ত সে। এখন ঘুমোবে কী করে? পিজি মালিক বলে দিয়েছে গান চালানো যাবে না। এদিকে

হেডফোনে গান শুনতে পারে না সে।

শুভ্র গভীর চিন্তায় পড়ে গেল।

১৭

সুমনা টিভি দেখছিলেন। অঞ্জনা হঠাৎ করে এসে মায়ের পাশে বসে পড়ল। সুমনা বললেন, "কী হল? আজ সূর্য কোন দিকে উঠেছে? তুই হঠাৎ আমার কাছে বসলি?"

অঞ্জনা গম্ভীর গলায় বলল, "আমার কিছু প্রশ্ন আছে"।

সুমনা বললেন, "আবার কী নিয়ে ভাবতে শুরু করলি?"

অঞ্জনা বলল, "সেক্স"।

সুমনা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেক্স নিয়ে ভাবছিস? এখনই? তুই তো আমার টেনশন দশগুণ বাড়িয়ে দিবি"!

অঞ্জনা বলল, "টেনশনের কী আছে? তুমিই তো কাল অকাল প্রেগনেন্সী নিয়ে গাদা গাদা জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছিলে। আমার যদি কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে কাকে করব? গুগলে অতো ডিটেলসে কিছু পাচ্ছি না। ওসব দেখলে ভয় লাগতে শুরু করে"।

সুমনা বললেন, "তোর পড়া হয়ে গেছে?"

অঞ্জনা বলল, "না। পড়ছি। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্ন আসছে মনে, কিছুতেই মন বসাতে পারছি না"।

সুমন অঞ্জনার দিকে ঘুরে বসে বললেন, "ঠিক আছে। বল তবে"।

অঞ্জনা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, "নাহ, থাক। মাকে এসব কথা বলা ঠিক না"।

সুমনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার টিভির দিকে ফিরলেন। অঞ্জনা মার সঙ্গে বসে টিভি দেখতে লাগল।

সুমনা মেয়েকে কোন প্রশ্ন করলেন না। অঞ্জনা কিছুক্ষণ বসে উঠে ঘরে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার এসে বলল, "বিয়ের আগে সেক্স করা যায় না?"

সুমনা হেসে ফেললেন, "পড়াশুনো শেষ না করে সেক্স করা উচিত না। মানে ফোকাস ঠিক রাখা দরকার। তুই ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ না করে যদি সেক্স নিয়ে বেশি ভাবতে শুরু করিস, তবে তো সমূহ বিপদ"।

অঞ্জনা চিন্তিত মুখে বলল, "তা ঠিক। এটা আমারও মনে হয়েছে পরে"।

সুমনা বললেন, "পরে মানে? কীসের পরে?"

অঞ্জনা বলল, "কোন কিছুর পরে না। তুমি যদি ভেবে থাকো আমি ব্যাপারটা করে এসেছি, তবে ভুল ভাবছো"।

সুমনা বললেন, "ঠিক আছে। বুঝলাম। আমি ভুল ভাবব না তাহলে?"

অঞ্জনা বলল, "অবভিয়াসলি না। কেন ভাবতে যাবে? আমি যথেষ্ট সিরিয়াস"।

সুমনা বললেন, "আমিও একজন সিরিয়াস মানুষকে চিনি, যে এসব ব্যাপারে তোর মতই সিরিয়াস ছিল। তারপর তার পেটে বাচ্চা চলে এসেছিল। সে না চাইতেই"।

অঞ্জনা বলল, "তুমি আবার এখানে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলে?"

সুমনা বললেন, "এ ছাড়া উপায় নেই বলে। তোর মতোই সিরিয়াস ছিলাম। তারপর ভয়াবহ কাণ্ডটা ঘটিয়েই গেলেছিলাম"।

অঞ্জনা বলল, "ভয়াবহর কী আছে? বাবা তো তোমাকে বিয়ে করেছিল"।

সুমনা বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ওই টুকু সময় আমাকে কী ভয়াবহ নরকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, সেটা আমিই জানি। তোর বাবার বাড়ির লোকজন বিয়ের পরে আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছিল"।

অঞ্জনা বলল, "এখন সময় অনেক এগিয়েছে"।

সুমনা বললেন, "একবারে ফালতু ধারণা। সময় যত এগোচ্ছে, মানুষ তত মধ্যযুগে যেতে চাইছে। কিচ্ছু এগোয় নি মানুষ। বরং পিছোচ্ছে। প্রতিশীলতা মুখেই থাকে। শোন মা..."

অঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না না। একবারে বোল না আমি তোমার পথে এগোতে চাইছি। ব্যাপারটা সেসব না। জাস্ট মাথায় প্রশ্নটা এসেছিল বলে করলাম"।

সুমনা বললেন, "ছেলেটা কে?"

অঞ্জনা আবার উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, "প্রশ্নটা উইথড্র কর। তুমি জিজ্ঞেস করলে, আমার পেট ফুলতে শুরু করল। তুমি উইথড্র না করলে আমার পেটের মধ্যে উত্তরটা ঘুরবে, আমি বলবও না, আবার অস্বস্তি হবে। উইথড্র কর"।

সুমনা বললেন, "শমীক ছাড়া কারো সঙ্গে তোকে কথা বলতে দেখি না। শমীক?"

অঞ্জনা ঢোক গিলল, "শমীক কী করে হবে? হি ইজ স্টিল চাইল্ড। ওসব বোঝে নাকি?"

সুমনা বললেন, "শমীকের সঙ্গে ঠিক কী কী করছিস তুই? তোরা দুজনে বিরাট কিছু ছড়িয়ে ফেলিস নি তো?"

অঞ্জনা হতাশ মুখে বসে পড়ে বলল, "ভাল লাগে না। তোমাকে কিছু বলাই বিপদ। ঠিক পেট থেকে কথা বের করে নাও"।

সুমনা বললেন, "ছেলেটা ভীষণ স্ট্রাগল করে পড়াশুনা চালাচ্ছে। তোর স্ট্রাগলও কিন্তু কম না। পড়তে পড়তে এসব ভাবতে শুরু করছিস? যদি রেজাল্টে এফেক্ট আসে? একমাত্র ওই বইগুলোই পারে তোদের জীবনটা পাল্টে দিতে। এমন কিছু করিস না, যাতে আসল সময়ে তোদের ফোকাস নড়ে যায়"।

অঞ্জনা বলল, "আমি জানি না। আমি খুব কনফিউজড"।

সুমনা বললেন, "কনফিউশনের কিছু নেই। তোরা কি, ওই কী যেন বলে, হ্যাঁ, রিলেশনশিপ শুরু করেছিস নাকি?"

অঞ্জনা বলল, "না। আমার মনে হচ্ছে আমি ওকে ঠিক ভালবাসি না"।

সুমনা বললেন, "তাহলে তো হয়েই গেল। এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা বন্ধ করে দে"।

অঞ্জনা পাংশু মুখে বসে রইল।

১৮

দাশু ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে গেম খেলছিল। কলেজ থেকে ফিরে এক ঘণ্টা গেম খেলে সে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। কোন পড়া থাকলে রাত বারোটা থেকে পড়তে বসে। নইলে ফেসবুক ঘাঁটতে বসে যায়।

ঘুমোতে যাবার আগে পেজের মেসেজ বক্স চেক করতে গিয়ে দেখল একটা মেসেজ এসেছে জীবনানন্দ সেন নামের প্রোফাইল থেকে। ডিপিতে রণবীর আলিয়ার ছবি। লেখা "অ্যাডমিন, প্লিজ এবি আর এস ডির পোষ্টটা ডিলিট করে দিন।"।

দাশু ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। এরকমই হয়। অনেকেই বোমা মেরে চেপে যায়। কেউ ধরা পড়ার ভয় পায়, কেউ কেচ্ছার।

সে রিপ্লাই করল, "কনফেশন তো ডিলিট হয় না মামু। কিছু করার নেই। তবে এই প্রোফাইলের নামখানা খাসা হয়েছে। কী করে নামটা ঠিক করলি? জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেনকে বিয়ে করার পর বউয়ের টাইটেল নিয়েছে নাকি? "

রিপ্লাই এল, "ওরে আভ্রু স্যার আর ম্যামের নাম আছে পোস্টে। ধরা পড়লে সবাই ধরা পড়বে"।

দাশু খিক খিক করে হাসতে হাসতে লিখল, “ইনিশিয়াল দিয়ে লিখলে কারো বাবার সাধ্য নেই বোঝার। যাক গে, তুই কে রে? চেনাজানা?”

রিপ্লাই এল, “আমিও তো তোকে চিনি না। তুই কে?”

দাশু লিখল, “কাগজ আমি দেখাবো না। কেন পরিচয় দেব? দিলেই কেলো”।

“প্লিজ করে দে। খুব চাপ হয়ে যাবে”।

“আমি তো চাপই চাই”।

“আমি কিন্তু সাইবার সেলে কমপ্লেন করব”।

দাশু হাই তুলল, “সাইবার সেলে? বাপরে! তা কী বলে কমপ্লেন করবি? দ্যাকো দ্যাকো, আমি ক্ষার খেয়ে একটা পোষ্ট করে জিভ কেটেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে কেস খাবো?”

“তোর কপালে দুঃখ আছে। ডিলিট কর”।

“আগে যাও বা করতাম। তুই হুমকি দিলি। এখন করব না”।

অ্যাংরি রিয়্যাক্ট এল।

দাশু স্ক্রিনশট নিয়ে পেজে লিখল,

“অ্যাডমিন পোষ্ট।

একটা বিশেষ কেচ্ছামূলক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বুন্দুগণ। দেখা যাচ্ছে এক পাবলিক একটা পোষ্ট করেছিল এবি আর এসডির প্রেম নিয়ে। সে পোষ্টটা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই এই ফেক প্রোফাইল থেকে মেসেজ এসেছে। মেসেজগুলো দেখার মত। তার আগে দেখুন প্রোফাইলটা। প্রোফাইল অ্যানালিসিস করে কী বোঝা যাচ্ছে? জীবনানন্দ সেন। খিক খিক। ভাবা যায় না। বনলতা সেনকে বিয়ে করার পর বেচারা জীবনানন্দবাবুর টাইটেল চেঞ্জ হয়ে গেল। তারপর তিনি রালিয়ার বিয়ে খেতে গেলেন। সে সব ঠিক আছে। এবার ব্যাপার হল তিনি আমাদের দেখে নেবার হুমকি দিলেন। কে তিনি? ফ্যাকাল্টি কেচ্ছা ছড়াতে চাইছিলেন। তারপর নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে পোষ্ট ডিলিট করতে বলছেন। আপনাদের কী মত, পোষ্ট ডিলিট করা উচিত”?

...

কমেন্ট ১ – মার গেড়েছে, এ তো বড় প্লেয়ার ভাই।

কমেন্ট ২ – ডিলিট করা যাবে না। ডিলিট করলে কিন্তু আমি পেজ আন লাইক করে দেবো। পোষ্ট থাক। খেলা হবে। ডিডিক ডিডিক, খেলা হবে।

কমেন্ট ৩- ভাই পোষ্ট ডিলিট করলে আমি তোর বাড়ির সামনে শুয়ে পড়ব।

কমেন্ট ৪- এটা কনফেশন না কৃষি বিল? করার পর বলে উইথড্র করতে হবে? হবে না। থাক।

কমেন্ট ৫- প্রোফাইলটা আজকেই তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয় কোন মামণির কাজ। কেন মনে হয় বলতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে

কমেন্ট ৬- এবি আর এস ডি? চূড়ান্ত জুটি তো! একবারে উত্তম সুচিত্রা। সত্যি হলে হেবি হবে। হোক হোক।

...

পেজের ইনবক্সে আবার মেসেজ এল, “কাজটা ঠিক হল না। শত হলেও ওরা আমাদের স্যার। কিছু হলে আমরা কেস খাব। অ্যাডমিন, ভেবে দেখে ডিলিট কর প্লিজ”।

দাশু বলল, “কে অ্যাডমিন, কবে অ্যাডমিন, কীসের অ্যাডমিন? ইয়ে রুট কি সভি লাইন ব্যস্ত হে। প্লিজ ট্রাই আফটার সামটাইম। টিং টিং টিটিং”।

ঘরের মধ্যে টেনশনে পায়চারি শুরু করেছে রায়া। শিঞ্জিনী বলল, "কী হল? এত টেনশন করছিস কেন?"

রায়া বলল, "এই পেজটার অ্যাডমিনটা ভীষণ ত্যাঁদড়। মেসেজ থেকে আবার খাপ খুলে দিয়েছে জানোয়ারটা"।

শিঞ্জিনী বলল, "খোরাক নিচ্ছে আর কী। পেয়েছে খোরাক"।

রায়া বলল, "গোটা কলেজ খোরাক নিচ্ছে। সবাই শুধু অন্যকে ছোট করে মজা দেখতে ভালবাসে"।

শিঞ্জিনী বলল, "কী আর করবি? চিন্তা করিস না। কেউ বুঝতে পারবে না ওটা তুই করেছিলিস। চিল মার"।

রায়া দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে তার খাটে বসে বলল, "এই পেজগুলোর অ্যাডমিনগুলো কি মাইনে পায় নাকি ফেসবুক থেকে? কী লেভেলের ভাব নেয় দেখেছিস? যতরকমভাবে পারে ফুটেজ খেয়ে যাবে। আমি তো শুধু আমার কথা ভাবছি না"।

শিঞ্জিনী বলল, "আর কার কথা ভাবছিস?"

রায়া বলল, "ওর কথাও ভাবছি"।

শিঞ্জিনী বলল, "ও? ওটা কে ভাই"?

রায়া লজ্জিত গলায় বলল, "তোর জামাইবাবু"।

শিঞ্জিনী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল, "ওরে আমার লজ্জাবতী লতা এলেন রে! এসব মাথায় আসে কী করে তোর?"

রায়া বলল, "না আসার কী আছে? সৌরভকে কি তুই জামাইবাবু না বলে দাদা বলবি? আচ্ছা তাই বলিস না হয়"।

শিঞ্জিনী হাই তুলল, "যা পারিস কর। কাকিমা কোথায় গেছে? খিদে পেয়ে গেল তো আমার। আজকেও কি কালকের মত রাত এগারোটায় খেতে দেবে"?

রায়া বলল, "দিলে দেবে। কী আর করব? আচ্ছা শোন না, অনেক সময় আওয়াজ খেয়ে লোকে সত্যি সত্যি রিলেশনশিপে চলে যায়। এই এস ডি- এবির ব্যাপারটা তো গোটা কলেজে রাষ্ট্র হয়ে যাবে। এরপর সত্যি সত্যিই ওরা প্রেম করতে শুরু করবে না তো?"

শিঞ্জিনী বলল, "করলে করবে। তোর আর কি, তুই নতুন কারো গলায় ঝোলার তাল করবি"।

রায়া বলল, "ছি শিনু। তুই আমার বরের ব্যাপারে কথা বলছিস মনে রাখবি। কনফেশনটা ডিলিট করলেই ভাল হত। রাতের স্বপ্নের সাবজেক্টটাও ভেবে নিয়েছিলাম। আমাদের ফুলসজ্জা। স্যারের জন্য দুধ নিয়ে যাব। স্যার আমার ঘোমটা সরিয়ে দিতে দিতে বলবে"...

শিঞ্জিনী বলল, "বলবে ফিবোন্যাকি সিরিজের অ্যালগোটা একবার বল তো খুকি"।

রায়া জ্বলন্ত চোখে শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই খুকি, তোর মেয়ে খুকি, তোর বেড়াল, মানে তোর পুষি খুকি। আমাকে এসব বলে ডিজহারটেন করার ঘৃণ্য চক্রান্ত করিস না, ফল ভাল হবে না"।

শিঞ্জিনী হেসে ফেলে বলল, "বাবারে। খুব ভয় পেলাম। কী ফল হবে শুনি?"

রায়া বলল, "জানি না। শোন না। টেনশন হচ্ছে। ছাদে যাবি?"

শিঞ্জিনী বলল, "পড়ব ভাবছিলাম"।

রায়া বলল, "ছাড় তো। পড়াশুনা করে কী হবে? তুই কেন পড়াশুনা করিস? অঞ্জনাকে হারানোর জন্য তো?"

শিঞ্জিনী গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, "তুই ওই নামটা বলবি না। আমার সহ্য হয় না"।

রায়া শিঞ্জিনীর হাত টানতে টানতে বলল, "চল চল। মুখ গোমড়া করে বসে থাকিস না। অঞ্জনাকে একদিন তুই ঠিক হারিয়ে দিবি। চিন্তার কিছু নেই"।

শিঞ্জিনী খাট থেকে নামতে নামতে বলল, “একটা অতি অহংকারী মেয়ে। আমার ওকে দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায়। বিরক্তিকর”।

রায়া শিঞ্জিনীর পেটে খোঁচা মারল, “নাকি অন্য কোন ব্যাপার?”

শিঞ্জিনী চশমা ঠিক করে নিয়ে বলল, “কোন ব্যাপার না। চল, যেখানে যাচ্ছিস চল”।

দুজনে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফটে উঠল। ছাদ ফাঁকাই। এক কোণে দাঁড়িয়ে শুভ্র বিড়ি ফুঁকছিল। তাদের দেখে চিনতে পারল, “এই তোরা আমাদের কলেজের না?”

শিঞ্জিনী শুভ্রকে দেখে চিনল, “হ্যাঁ দাদা। একই কলেজের”।

শুভ্র বিড়ি ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে বিড়িটাকে পিষে দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলল, “আমিও এখানেই একটা ফ্ল্যাটে এসেছি আজকেই। এখন থেকে এখানেই থাকত। আর আমাকে দাদা বলতে হবে না। আমাকে নাম ধরে ডাকলেই হবে। দোস্তি মে নো দাদা”।

রায়া খিল খিল করে হেসে দিয়ে বলল, “মাইরি তুমি পুরো আমাদের পাড়ার ফুটো মস্তানের মত কথা বল”।

শুভ্র রাগী চোখে রায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “এ মেয়েটা তো বেশি বকে। এই, তুই আমাকে স্যার বলে ডাকবি”।

রায়া বলল, “ওরকম না। চশমা পরে একটা চেয়ারে বসে বলতে হবে, আমারে স্যার ডাকবা। নইলে মীম মেটিরিয়াল হবে কী করে?”

শুভ্র চশমা ঠিক করে নিয়ে বলল, “মহা জ্বালা তো। ঠিক আছে। আমিও দেখে নেব”।

শুভ্র দাপাতে দাপাতে চলে গেল। রায়া বলল, “আজব চিড়িয়া তো। দেখেছিস তো এই সব পাবলিকদের? কোন পারসোনালিটিই নেই। এই জন্যই আমি তোদের জামাইবাবুকে এত ভালবাসি। পুরাই ট্রু লাভ”।

শিঞ্জিনী বলল, “এই দাদাটা এমনি ছড়ু হলেও পড়াশুনায় ভাল। ভালই হল, কোন হেল্প লাগবে করবে”।

রায়া শিঞ্জিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, “কী কাজে লাগবে? পুল পুশ? নাকি শসা বেগুণ কিনতে কাজে লাগবে?”

শিঞ্জিনী রায়াকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, “এই তুই যা তো ব্যাটা পারভারটেড পাবলিক!”

২০

“শহরে একটা অ্যালিয়েন ইনভেশন হবার দরকার আছে। মানুষজন কেমন যেন দিন দিন অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। মানুষের কমন সেন্স থেকে সিভিক সেন্স, সব কমে যাচ্ছে। আর পারা যাচ্ছে না”।

মিতা কথা বলে যাচ্ছেন। অরুন্ধতী চুপ করে টিভি দেখছিল। মা আজকাল অল্পেতেই ভীষণ বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাকে নিয়ে চিন্তার জন্যই হবে। বিয়ে ভাঙাটা এখনও অত্যন্ত অস্বাভাবিক চোখে দেখা হয়। যে করেই হোক সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে হবে। সেখানে সে টেকে নি। বাড়ি চলে এসেছে।

মা একদিকে খুশিই হয়েছে, আবার তাকে নিয়ে চিন্তাতেও পড়ে যায় মাঝে মাঝে। একটা কোন ভবিষ্যৎ ঠিক হওয়া দরকার। একা যদি থাকতে হয়, তাহলে তার জন্যও অনেক কিছু ঠিক করে নেওয়া দরকার। মিতা বলেন, “শহরে একা থাকাই যায়, কিন্তু তাও যখন একটার পর একটা ধর্ষণের খবর দেখি, ভয় লাগে। বাচ্চা থেকে বয়স্কা, কেউই তো নিরাপদ না। সেখানে তুই একা কী করে থাকবি? এখনও ভাবতে হবে অনেক কিছু। ঠিক কর কী করবি। আমি কোন কিছুতেই না করব না। তবে সিকিউরিটিটা ভীষণ ইম্পরট্যান্ট।

কলেজ থেকে ফেরার সময় বাস স্ট্যান্ড থেকে বাড়ির রাস্তার খুব কম একটা অংশ সামান্য অন্ধকার। ওই টুকু জায়গা পেরোতেও আজকাল ভয় লাগে। ভয় লজিক মানে না। বুকে চেপে ধরে। মানুষ নির্মম এবং অসভ্য। এখনো ধর্ষিতারই চরিত্র কাটাছেড়া হয় আগে। পোশাক থেকে সাজ, আচরণ থেকে খাওয়া দাওয়া,

সব কিছুকেউ তুলে এনে হঠাৎ করে কেউ বলে দিচ্ছে, ও তো এমন পোশাক পরে, ও এসব খায়, তাহলে ওর রেপ হওয়া জায়েজ। বমি উঠে আসে, ভয়ে শরীর কেঁপে ওঠে, তবু শক্ত হতেই হয়। দিনের শেষে যাকে একা থাকার পথ বেছে নিতে হয়, তার শক্ত হয়ে থাকাটা জরুরি।

মেসেঞ্জারে একটা স্ক্রিনশট এসেছে। কনফেশন গ্রুপে তার আর সৌরভের নাম জড়িয়ে একটা কনফেশন পোষ্ট হয়েছে। এর পরেই আবার একটা খাপ খোলা হয়েছে। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু দেখলেই সেটা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার আগে অরুন্ধতী এক ঘণ্টা ধৈর্য ধরে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটা ক্ষতিকারক। তবে স্ক্রিনশটটা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

সে সৌরভকে ফোন করল। সৌরভ খাচ্ছিল। তার ফোন ধরে বলল, "হ্যাঁ,বল"।

অরুন্ধতী বলল, "ব্যস্ত"?

সৌরভ বলল, "খাচ্ছিলাম। কথা বলা যাবে। বল"।

অরুন্ধতী পুরো ব্যাপারটা বলল। সৌরভ বিরক্ত গলায় বলল, "এই কনফেশন গ্রুপ ব্যাপারটাই তো ফালতু। স্টুডেন্টদের নিয়ে এসব কনফেশন পোষ্ট করছে তাও ঠিক আছে, কিন্তু ফ্যাকাল্টিদেরও এরা জড়িয়ে ফেলছে। আমার মনে হয় কাল এই ব্যাপারটা নিয়ে ডিরেক্টরের কাছে কমপ্লেইন করা যায়"।

অরুন্ধতী বলল, "তাতে কোন লাভ হবে না। বরং দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে সৌরভ। একটা শ্রেণীর কোন কিছু পছন্দ না হলেই তারা বিলো দ্য বেল্ট ট্রোল করতে শুরু করে দেয়। সবসময় ব্যাপারটা নেওয়া যায় না। আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে অন্যভাবে ট্যাকল করা যায়"।

সৌরভ বলল, "সাইবার সেলে কমপ্লেইন করে?"

অরুন্ধতী বলল, "না না। সেটা বাজে ব্যাপার। এরা তো ছোট, এরা জানে না এরা কী করছে। মাঝখান দিয়ে কেস টেস খেয়ে গিয়ে বাজে ব্যাপার হবে। আমরা একটা জিনিস করতে পারি, সরাসরি ক্লাসগুলোতে গিয়ে একটা মেসেজ দিতে পারি যে দেখো বাপু, যে বা যারা এসব করছ, তারা যদি ভেবে থাকো এই ব্যাপারগুলো ভীষণ কুল, আদতে সেটা অতোটাও কুল নয়। প্রতিটা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থাকে, সেগুলোকে আমাদের রেসপেক্ট করা উচিত। বড় হলে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে। এখন কলেজে ঢুকেই তোমাদের যেভাবে পাখনা গজিয়েছে, সেটা একদিন তোমাদের খুব বড় কোন ক্ষতি করতে পারে যেটার ধারণা তোমরা করতেই পারো না। অ্যানোনিমাস পোস্টিং বা ফেক পোস্টিং আদতে ফ্রাস্ট্রেটেড জীবন থেকে দূরে থাকার জন্য করা হয়। তোমাদের কোন সমস্যা হলে আমাদের এসে বল, আমরা না হয় কোন মনোবিদের সঙ্গে তোমাদের কথা বলিয়ে দেব। আপাতত এই জিনিসগুলো কোর না"।

সৌরভ বলল, "ভাল আইডিয়া। এটাই করা হোক"।

অরুন্ধতী বলল, "আমার মা-ই ঠিক বলেন। কলকাতায় অ্যালিয়েন ইনভেশন দরকার। লোকজন ভীষণ ভুল ভাল হয়ে যাচ্ছে। স্টুডেন্টদের আর দোষ কি!"

সৌরভ হেসে ফেলল, "ঠিকই বলেন। কাকীমা খুব সায়েন্স ফিকশন পড়েন নাকি?"

অরুন্ধতী বলল, "মা বইয়ের পোকা। সব পড়ে"।

সৌরভ বলল, "ভাল করেন। আচ্ছা কাল তাহলে একবার জানিয়ে দিও কী করতে হবে"।

অরুন্ধতী বলল, "শিওর"।

২১

শমীক হেঁটে যাচ্ছিল। বাস স্ট্যান্ডে নেমে কলেজের রাস্তাটা সে হেঁটে যায়। রাস্তা অনেকটা। এই রাস্তাটা হাঁটতে হবে বলে সে আধঘণ্টা আগে চলে আসে। সে শুধু একাই হাঁটে না। অনেকেই হাঁটে। অটো বা ভ্যান

ভাড়া যেটুকু বাঁচে, সেটুকুই মঙ্গল। খানিকটা রাস্তা হাঁটতে দাশুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। দাশু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউকে ফোনে খুব গালাগালি করছে।

শমীক দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "কী হয়েছে?"

দাশু তাকে হাত দেখিয়ে দাঁড়াতে বলে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে গালাগালি কন্টিনিউ করে প্রায় মিনিট তিনেক পরে ফোন রেখে বলল, "বিরক্তিকর"।

শমীক বলল, "কী কেস?"

দাশু বলল, "আরে আমাকে ফোন করে বলছে আমি কি বডি ম্যাসাজ করাতে আগ্রহী নাকি?"

শমীক বলল, "তা তুই কী বললি?"

দাশু বলল, "আমি বললাম বডি ম্যাসাজ তোর পেছনে গুঁজে রাখ বাইচোত। সেটা শুনে ওই মালটা দেখি আমাকে খিস্তি মারতে শুরু করল। আমি কি ছাড়ি নাকি? আমিও ভরে দিলাম"।

শমীক হেসে ফেলল, "তুই এরকম কেন? ফোনটা তো ইন্টারেস্টেড না বলেও কেটে দিতে পারতিস"।

দাশু বলল, "কেন? তুই বুঝিস না? এগুলো শিওর হোস্টেলের মালগুলোর কাজ। আমার পেছনে লাগছে। আমিও ছাড়ব না"।

শমীক হাসতে হাসতে হাঁটতে লাগল। দাশু লাফাতে লাফাতে তার পেছন পেছন আসতে আসতে বলল, "শোন না, ওই করো হোটেলের সিস্টেমটা ঠিক কী জানিস?"

শমীক সামান্য চমকে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমি কী করে জানব?"

দাশু বলল, "আমি একটা সার্ভে করছি"।

শমীক বলল, "কী ব্যাপারে"?

দাশু বলল, "আমাদের ক্লাসের কে কে করো হোটেলে গিয়ে করেছে, তা নিয়ে। আমার সিক্সথ সেন্স কেন জানি না বলছে, তুই গেছিস"।

শমীক বলল, "আমি কার সঙ্গে যাব?"

দাশু অম্লানবদনে বলল, "ওই যে, অঞ্জনা আছে তো। তোরা দুই টপার সেদিন এলি না, ওখানেই গেছিলি শিওর। তারপর হোটেলের রুমে বসে প্রোগ্রাম লিখে বাড়ি চলে এসেছিস"।

শমীক বলল, "এসব বলিস না। অঞ্জনা শুনলে হেবি খচে যাবে"।

দাশু শমীকের কাঁধে হাত রেখে বলল, "তুই তো খচবি না। তোকে বলাই যায়"।

শমীক বলল, "না, আমাকেও বলবি না। কেন অকারণ আজেবাজে বকিস তুই?"

দাশু বলল, "অ্যায়সে হি, সেক্সি লাগতা হ্যায়। আচ্ছা, আমাদের ক্লাসের আরেকটা কাপল আছে, সাগ্নিক আর সুকন্যা, ওরা শিওর গেছে, বল? যেভাবে ক্লাস শেষে ধরাধরি করে, ইয়ে মানে হাত, তাতে বোঝাই যায়, রাহা নেহি যাতা, বল?"

শমীক বলল, "তুই এসব নিয়ে এত ভাবতে শুরু করেছিস কেন?"

দাশু বলল, "আরে ভাই, আমার এক দাদা আছে। সে দাদার বক্তব্য হল, ওদের সময় শুধু একটা ঘর পেত না বলে কত সহি প্রেম হাওয়াসী হতে পারল না। আর আমাদের সময়টা নাকি সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া। গরম হলেই করো। ওই দাদা আমাকে উদমা খিস্তি মারল। বলে কী ছিঁড়লি তুই? করোতে যেতে পারলি না? করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ফলো কেন করবে না যুবসমাজ! কী সব বলে দিল ভাই"।

শমীক বলল, "সারাক্ষণ আজেবাজে বকে যাচ্ছিস। এসব বকলে কি টাকা পাওয়া যায়?"

দাশু বলল, "টাকা পাওয়া গেলে আরো বকতাম। কিন্তু ভুল কি কিছু বললাম? আমার জি এফ থাকলে আমিও করোতে করতে যেতাম"।

শমীক বলল, "তোর একটা ভুল ধারণা আছে, আমি বুঝতে পারি। অঞ্জনা আমার জি এফ না। কোন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেই সে জি এফ হয় না"।

দাশু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়ে বলল, "কী জানি ভাই, পাবলিক কী করে মেয়ে বন্ধু মেন্টেন করে। ছেলে আর মেয়ে কখনো বন্ধু হতে পারে না। শারুখ খান বলেছে"।

শমীক বলল, "সে যা বলার বল। আমি কিছু বলব না"।

দাশু বলল, "তবে আমি কিন্তু একটা জিনিস দেখেছি। তোকে শিঞ্জিনী পছন্দ করে। তুই বুঝিস সেটা?"

শমীক বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই কি সারাদিন আমার উপর সিসিটিভিগিরি করিস?"

দাশু বলল, "আই অ্যাম লাইক টিরিয়ন ল্যানিস্টার। আই ড্রিংক এন্ড আই নো থিংস"।

শমীক বলল, "হ্যাঁ, লিভারটা খারাপ কর আর কী টিরিয়ন হবার চক্করে"।

দাশু বলল, "মাঝে শমীক। এদিকে শিঞ্জিনী আর অঞ্জনা। এক ফুল দো মালি। মেঘের কোলে শমীক ফুটেছে বাদল গেছে টুটি। আহা হা হা হা"।

শমীক দাশুকে ধরতে গেল। দাশু দৌড়ে পালাতে পালাতে চিৎকার করল, "ধরা যাবে না ভাই। আই অ্যাম আনটাচেবল"।

শমীক দাশুকে ধাওয়া না করে চুপ করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "পাগলা একটা"।

২২

কলেজে ঢুকেই ক্লাসরুমের বাইরে অঞ্জনার মুখোমুখি হয়ে গেল শমীক। অঞ্জনা গম্ভীর গলায় বলল, "উই নিড টু টক"।

শমীক বলল, "এস ডির ক্লাস আছে তো। করবি না"?

অঞ্জনা বলল, "ক্যান্টিনে চল। কথা বলে ক্লাসের মাঝখানে ঢুকব। এস ডি আমাদের কিছু বলবে না হোপফুলি"।

শমীক বলল, "ঠিক আছে চল। কথাগুলো পরে বললেও হত। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না"।

অঞ্জনা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "না। আমি অনেক ভেবে এসেছি কথাগুলো বলব বলে। বলে নি। তারপর আসব"।

শমীক মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"।

ক্যান্টিন যাওয়ার পথেই তাদের সঙ্গে সৌরভের দেখা হয়ে গেল। সৌরভ তাদের দেখে অবাক হয়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা? ক্লাস বাঙ্ক মারবে নাকি?"

অঞ্জনা বলল, "না স্যার। একটা নোটস জেরক্স করেই আসছি"।

সৌরভ বলল, "ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি এসো"।

ক্যান্টিনে একবারেই ভিড় নেই। অঞ্জনা সেটা দেখে খুশি হয়ে বলল, "গুড। ফাঁকা আছে। বস"।

শমীক বসে বলল, "জলদি বল। ক্লাস মিস হলে রোজ রোজ শিঞ্জিনী আমায় নোটস দেবে না"।

অঞ্জনা বলল, "ঠিক আছে। শোন, একটা কথাই বলার। আমাদের মধ্যে ব্রেক আপ হওয়ার প্রয়োজন আছে"।

শমীক অবাক হয়ে অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্রেক আপ? আমরা কি কোন রিলেশনশিপে ছিলাম যে ব্রেক আপ হবে?"

অঞ্জনা একটু দ্বিধান্বিত হয়ে বলল, "ছিলাম না?" পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, "মানে হোয়াটেভার। যাই ছিল, সেটা আর না রাখাই ভাল"।

শমীক বলল, "একাডেমিক ডিসকাসনও করবি না?"

অঞ্জনা বলল, "না। আমার মনে হচ্ছে আমরা একসঙ্গে থাকলে সেক্সুয়ালি আমরা জড়িয়ে পড়তে পারি। এটা দুজনের জন্যই ভাল। মাও বলল তোর পড়াশুনায় কোন রকম বাধা আসা ঠিক না"।

শমীক শুকনো ডাঙায় হোঁচট খাবার মত মুখ করে বলল, "তুই আন্টিকে এসবও বলে দিয়েছিস? সে কী রে!"

অঞ্জনা বলল, "না, মানে বলি নি। তবে ফ্রিজিডনেস নিয়ে আমি কালকে খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। তারপর ভাল করে চিন্তা করে বুঝলাম, ব্যাপারটা ফ্রিজিডনেস না। আমি তোর প্রতি অ্যাট্রাকটেড না হয়েই ফিজিক্যাল রিলেশন করতে গেছিলাম বলে আমার মধ্যে কোন সমস্যা তৈরি হয়েছিল। হোপফুলি সেটা ঠিক হয়ে যাবে। বুঝলি?"

শমীক বলল, "ঠিক আছে। তুই যা বলবি তাই হবে"।

অঞ্জনা বলল, "তোর মন খারাপ হলে আই অ্যাম সরি। তুই চাইলে কলেজ থেকে ফেরার পথে তোকে একটা ফেয়ারওয়েল কিস করতে পারি, তবে তার আগে তোকে ফেসওয়াস দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে"।

শমীক বলল, "না না। দরকার নেই। তুই যখন চাইছিস না, তখন কোন অসুবিধা নেই। যেভাবে বলছিস, সেভাবেই হবে"।

অঞ্জনা বলল, "ফ্রিজিডনেস ইস ডেঞ্জারাস। কখনো ভেবেছিস ব্যাপারটা নিয়ে? সেক্স করার সময় দেখা গেল কোন ফিলিংসই এলো না। মানে ব্যাপারটা টেরিবল। আমার মনে হয় কোন মনোবিদ দেখানো দরকার। বা কোন টেস্ট হওয়া দরকার। কীভাবে কী হবে জানি না, তবে হলে ভাল হত। মাকে সব কিছু বলা যায় না। বললে চিন্তা করবে। কিন্তু এটা তো সিরিয়াস ব্যাপার। আর আমাদেরও আমাদের ফিউচার পার্টনারের সঙ্গে লয়্যাল থাকা দরকার। সে জন্য আমরা দুজন দুজনের থেকে দূরে থাকব। সব জায়গা থেকে দুজন দুজনকে ব্লক করে দেব। দুজনেই দুজনের নাম্বার ডিলিট করে দেব। ওকে?"

শমীক বলল, "ঠিক আছে। এবার ক্লাসে যেতে পারি?"

অঞ্জনা বলল, "আমি আমার ফিউচার পার্টনারকে ঠকালাম, তাই না?"

শমীক বলল, "ভাই আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এবার এই ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করলে হয় না?"

অঞ্জনা বলল, "ইউ আর রাইট। লেবু বেশি কচলানো হয়ে যাচ্ছে। আমরা আর কোন কথা বলব না। চল"।

দুজনে আবার চুপ চাপ ক্লাসে ফিরে এল।

ফিরে অবাক হয়ে দেখল রায়া থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পারলে কেঁদেই দেয়।

২৩

ঘটনাটা তেমন কিছু না। সৌরভ ক্লাস নিচ্ছিল। রায়া যথারীতি শিঞ্জিনীর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে জোরে হেসে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সৌরভ বোর্ড থেকে ক্লাসের দিকে ফিরে দেখল রায়া হাসি হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সৌরভ ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, "এই যে, রায়া, দাঁড়িয়ে পড়। কী হয়েছে? এত আনন্দ কেন?"

রায়া থতমত হয়ে বলল, "স্যার একটা ঘটনা মনে পড়ায় হাসি পেয়ে গেল"। উত্তর দিয়েই রায়া আবার হেসে ফেলল।

সৌরভ বলল, "এখানে কি আমি স্ট্যান্ড আপ কমেডি করছি?"

রায়া জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না স্যার। আমি সেটা বলি নি। আপনার কোন কথায় আমি হাসি নি স্যার"।

শমীক আর অঞ্জনা ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

"স্যার মে আই কাম ইন?"

দুজনেই বলে উঠল। সৌরভ বলল, “না, ইউ ক্যান নট কাম ইন। এটা ক্লাস হচ্ছে। যখন খুশি যাওয়া আসা করা যাবে না”।

অঞ্জনা বলল, “স্যার আপনাকে তো আমি বলে গেছিলাম”!

সৌরভ বললেন, “সেটার একটা টাইম লিমিট থাকা উচিত, তাই না? এখন ক্লাসে ঢোকা যাবে না। ট্রাই টু বি পাংচুয়াল ইন ফিউচার”।

অঞ্জনা আর শমীক কথা বাড়াল না। তারা বেরিয়ে চলে গেল। সৌরভ রায়াকে ঝাড়তে থাকল। বলল, “তোমাদের যত দেখছি, তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। এতগুলো বছর ঘরে বসে রইলে, অনলাইন ক্লাসে নিজেরাও জানো কেমন ক্লাস হয়েছে, এখন কলেজে এসে তোমাদের মুখে হাসি আসছে? অদ্ভুত! কিছু বলার নেই, সত্যিই”।

রায়া বসতে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সে কান্না সামলাচ্ছিল। সৌরভ বলল, “তুমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও। ক্লাসটা ইয়ার্কি ফাজলামির জায়গা না। এটাই তোমার পানিশমেন্ট। বেরিয়ে যাও”।

রায়ার চোখে জল চলে এল। সে কোন কথা না বলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌরভ ক্লাসকে উদ্দেশ্য করে বলল, “জানো তো, সব কিছুর একটা পরিবেশ থাকে। তোমাদের দেখলে আজকাল মনে হয় তোমরা প্লে স্কুলে এসেছো। বড় হও নি তোমরা? কেউ হাসছ, কেউ কনফেশন পেজ টাইপের ভুল ভাল জিনিসে যা খুশি লিখে দিচ্ছ, তোমরা ভেবেই নিচ্ছো ফ্যাকাল্টি আর তোমাদের মধ্যে কোন ডিফারেন্স হয় না। তোমাদের তো বেসিক শিক্ষাটাই হয় নি দেখছি। ক্লাসকে ইয়ার্কি ফাজলামির জায়গা ভেবে নিয়েছ। ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই। তোমরা যখন আমাদের নিয়েও ইয়ার্কি মারার জায়গায় চলে গেছো, আমিও তোমাদের ছাড়ব না। কনফেশন পেজ চালাও আর যাই করে থাকো, প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদের বুঝিয়েই ছেড়ে দেব, সেটা করা হবে না। স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে। যে বা যারা এই কনফেশন পেজ চালাও, আমার ল্যাবে এসে দেখা করবে আজকের মধ্যে। নইলে কাল সকালে এই পেজের নামে আমি কলকাতা পুলিশের পেজে কমপ্লেইন করব। বাবা বাছা বলার সময় পেরিয়েছে, এবার দেখে নেওয়ার পালা। আশা করি ব্যাপারটার কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে জানো? আই পি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে পুলিশ ঠিকই জেনে যাবে কারা এসব করছ, তারপর বাকিটা কলেজ বুঝে নেবে। নিজেরা যা খুশি নোংরামি কর, তোমরা এর মধ্যে আমাদেরও জড়িয়ে দিচ্ছ? তোমরা জানো এ বি ম্যামের ফ্যামিলিতে কী কী প্রব্লেম চলছে? ম্যাম কতটা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন? তোমরা কী করলে? আমাকে আর ম্যামকে নিয়ে একটা নোংরা কনফেশন পোষ্ট করে দিলে। মানেটা কী? যা ইচ্ছে, তাই করা যায়?”

ক্লাসের সবার মুখ পাংশু হয়ে গেল।

সাগ্নিক ফিসফিস করে করে বলল, “এ কি রে ভাই, এতো হুলিয়ে হুমকি দেওয়া শুরু করেছে? মাথা ফাথা গেছে নাকি?”

সুকন্যা সাগ্নিককে চিমটি কেটে ইশারা করল চুপ করতে। সাগ্নিক চুপ করে গেল।

সৌরভ বলল, “এখনো কিছু মিনিমাম রেস্পেক্ট করা উচিত ফ্যাকাল্টিদের। তোমাদের সঙ্গে ওই গুণ্ডাগুলোর তো কিছু তফাৎ আছে নাকি, যারা ভিসিকে গালাগালি দিয়ে আসে, তোমরা তাদের থেকে কিছু হলেও আলাদা তো?”

ক্লাস কোন কথা বলল না।

সৌরভ বলল, “যেটা বললাম, আজকের মধ্যে এই পেজের অ্যাডমিন যেন আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। কলেজে যেই এই পেজটা চালাক, বলে দিও তাকে”।

সৌরভ ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দাশু ক্লাসেই ছিল না। সে এই ক্লাসটা বাংক মেরেছিল।

২৪

প্রথম দুটো ক্লাস লালুদার দোকানেই কেটে যায় দাশুর। পুকুরের ধারে বেঞ্চে বসে একটার পর সিগারেট টেনে ঘুম কাটায় সে। কলেজ বুঝতে গেলে কি শুধু ক্লাস করলেই হয়? কলেজ বুঝতে গেলে বাংকও মারতে হয়। দাশু বাংক স্পেশালিষ্ট। কলেজে ঢোকার রাস্তাতেই সে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করে নেয় কোন ক্লাস করবে আর কোনটা ডুব মারবে। মাঝে মাঝেই অ্যাটেন্ডেন্সের ঝামেলায় পড়ে যায়। তাতে অবশ্য তার কিছুই যায় আসে না। কী আর হবে? সে ঠিক করে নিয়েছে, কলেজ থেকে বের করে দিলে লালুদার পার্টনার হয়ে যাবে। লালুদা পেটাই পরোটা বানায়। সেও বানাবে। ময়দায় তেলটা যখন মাখায়, তখন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য হয়। এরকম পরোটা সবাই বানাতে পারে না। যারা বানাতে পারে, তারা ঈশ্বরের দূত। লালুদা ঈশ্বরের দূত।

কোন কোন দিন দাশু ক্লাসও করে না। গোটা দিনই লালুদার দোকানে কাটিয়ে দেয়। একদিন বলেওছে লালুদাকে, "গুরু, আমাকে পেটাই পরোটা বানানো শিখিয়ে দেবে?"

লালুদা হেসে বলেছে, "কী যে বলো?"

দাশু বলেছে, "দেখো গুরু, দেশের যা অবস্থা, এমনিতেই চাকরি নেই, ওমনিতেই নেই, তার থেকে তুমি আমাকে পরোটা বানানো শিখিয়ে দিলে অন্তত করে কম্মে খেতে পারবো"।

অনেক ঝোলাঝুলি করার পর লালুদা কথা দিয়েছে শেখাবে একদিন। দাশু তাতেই খুশি।

রোদটা কম উঠেছে অন্যদিনের তুলনায়। পুকুর পাড়ে একটা প্রাণকাড়া হাওয়া দিচ্ছে। দাশু সিগারেট টানতে টানতে প্রকৃতির হাওয়া নিচ্ছিল, তার ক্লাসের চার পাঁচজন এসে মাচায় বসল। দাশু সাগ্নিককে দেখে বলল, "কীরে করো হোটেলের পার্টনার, ক্লাস করছিলি না? কী হল?"

সাগ্নিক বলল, "ভুল ভাল বকিস না দাশু। পুরো ঝাঁট জ্বলে আলুর দম হয়ে গেছে"।

দাশু সিগারেটে টান দিয়ে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

সাগ্নিক বলল, "আরে ওই একটা কনফেশন পেজ আছে, তাতে কাল বিকেলে এবি আর এস ডিকে নিয়ে একটা কনফেশন পোষ্ট হয়েছিল। সেটা দেখে এস ডি হেবি খচে গেছে। ক্লাস না করিয়ে চলে গেছে। বলেছে ওই পেজের অ্যাডমিন যদি ওর সঙ্গে আজকের মধ্যে দেখা না করে, তবে উনি কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে নালিশ করে দেবেন। এ ভাই, সাইবার সেল কিন্তু হেবি এফিসিয়েন্ট, সেই স্পেসিফায়েড তারকাটার কেসটা মনে আছে?"

দাশু বিষম খেল। হৃদপিণ্ডে কেমন একটা সুনামি হচ্ছে, টেবিল টেনিস বল দুটোও কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল, "ধুস, ওতে কিছু হয় নাকি? ওর কি হবে? এসব আজে বাজে হুমকি"।

সাগ্নিক বলল, "শোন ভাই, আজে হুমকি, না বাজে হুমকি জানি না, তবে ব্যাপারগুলো মোটেও হালকা নেবার না। অনেক কেস দেখি আজকাল, এইসব আইনে পেছনে হুড়কো হয়ে যায়। কে কী করেছে জানি না, কে পেজ চালায়, তাও জানি না, তবে এস ডি যদি মনে করে ব্যাপারটা নিয়ে এগোবে, তাহলে যার পেজ, সে উদুম কেস খাবে"।

দাশু "ধুস, ওসব কিছু হবে না" বলে কাটিয়ে দিয়ে মাচা থেকে বেরিয়ে এদিক সেদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটল। সে যে "কুল" আছে, তার যে ফেটে চৌত্রিশ হয়ে যায় নি, সেটাই তাকে এখন প্রমাণ করতে হবে। তবু বুকের ধুকপুকুনি কি এত সহজে কমে? কেমন ঘাম টামও হতে শুরু করে দিল। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে টেবে সে এস ডির ল্যাবের সামনে দিয়ে পায়চারি করতে শুরু করল।

এসডি গম্ভীর হয়ে বসে আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব রেগে আছে।

দাশু একটু ভেবে নিয়ে এসডির দরজায় নক করে বলল, "স্যার, আসব?"

সৌরভ বলল, "তুই পেজটা চালাস"?

দাশু আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বলল, "কোন পেজটা স্যার?"

সৌরভ বলল, "কনফেশন পেজটা?"

দাশু বলল, "কী যে বলেন স্যার। আমি এখনো ঠিক করে উইন্ডোজ শাট ডাউন করতে পারি না, ওসব পেজ কী করে চালাবো?"

সৌরভ বলল, "তাহলে কী করতে এসেছিস এখানে?"

দাশু বলল, "স্যার লাস্ট ক্লাসের নোটস নিতে এসেছিলাম"।

সৌরভ চুপ করে দাশুর দিকে তাকিয়ে রইল।

২৫

ক্যান্টিনে শমীক চুপ করে বসে ছিল। অঞ্জনা বলেছে তার পাশে না বসতে। অঞ্জনা দূরে একটা টেবিলে বসে আছে।

রায়াকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

শিঞ্জিনী ফোন করল। রায়া ধরল না। শিঞ্জিনী আবার ফোন করল। এবার ধরল। ধরা গলায় বলল, "বল"।

শিঞ্জিনী বলল, "তুই কোথায়?"

রায়া বলল, "পিজিতে যাচ্ছি। আজকে আর ক্লাস করব না"।

শিঞ্জিনী বলল, "এটুকু ঘটনার জন্য ক্লাস করবি না কেন? এসব নিয়ে চাপ নিস কেন?"

রায়া বলল, "চাপ নিই নি, চাপের তো কিছু নেই। আমার ভাল লাগছে না। একদিন বাঙ্ক করলে কিছু হবে না। আমি ঠিক আছি, ভাবিস না"।

শিঞ্জিনী কয়েক সেকেন্ড ফোনটা ধরে বলল, "ঠিক আছে, তুই কোথাও বেরোস না, আমি ফিরে কথা বলব"।

রায়া "হু" বলে ফোন রেখে দিল। শিঞ্জিনী শমীকের টেবিলে গিয়ে বসল, "কিরে, তুই একা বসে আছিস কেন?"

শমীক বলল, "এমনি"।

শিঞ্জিনী আড়চোখে অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে শমীকের দিকে তাকাল, "ঝগড়া হয়েছে?"

শমীক বলল, "না। কিছুই হয় নি"।

শিঞ্জিনী বলল, "ভাল। বলবি না যখন, ঠিক আছে। শোন, রায়া খুব কষ্ট পেয়েছে দেখলি তো। এস ডি কেমন রেগে গেল"।

শমীক বলল, "রায়া ওভাবে হাসবেই বা কেন? ওর জন্যই তো এস ডি রেগে গেলেন। ঠিকই তো বলেছেন উনি। একজন ক্লাস নেবেন, আরেকজন দাঁত বের করে হাসবেই বা কেন? এমনিতেই আমাদের চাকরি বাকরির কোন ঠিক নেই এখন। সবাই হাত তুলে দিচ্ছে। ক্লাসটাও যদি ঠিক করে না করায়, তাহলে কী করে হবে?"

শিঞ্জিনী বলল, "উফ, তুই অনেক বেশি ভেবে ফেলছিস"।

শমীক বলল, "আমি ঠিকই ভেবেছি, আর যে ওই কনফেশন পেজের নামে এসব শুরু করেছে, সেও ঠিক করে নি। খুব বড় কেস খাবে"।

দাশু ক্যান্টিনে এসেছিল। শমীকের পাশে বসে বলল, "কী কেস খাবে?"

শমীক বলল, "কলেজ থেকে পুলিশে কমপ্লেইন করলে পুলিশ জানিয়ে দেবে কোন আই পি অ্যাড্রেস থেকে এসব চলে। ধরা পড়তে আর কতক্ষণ লাগে?"

দাশু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল। শিঞ্জিনী বলল, "যে যা পারে করুক, কনফেশন পেজ করুক আর যাই করুক, আমার সে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। স্যার ওভার রিয়্যাক্ট করলেন। মনে হয় কোন ফ্যামিলি প্রব্লেম আছে, তার জন্য এতটা রেগে গেলেন"।

শমীক বললেন, "যদি আমার সঙ্গে এরকম হত, আমিও এভাবেই রিয়্যাক্ট করতাম। এতে ওভাররিয়্যাক্টের কিছু নেই। আর ওই পেজের এডমিন যদি নিজে থেকে এই পোষ্ট করে, তাহলে তো হয়েই গেল, সেই কেস খাবে"।

দাশু চোখ পিট পিট করে শমীকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই বেশি বুঝিস না? পেজের অ্যাডমিন কেন পোষ্ট করতে যাবে? যা যা কনফেশন আসে, পেজ থেকে সেগুলোই পোষ্ট করা হয়। তুই দেখবি পেজে গিয়ে, যে কনফেশনটা পাঠিয়েছিল, সে আবার ফেক প্রোফাইল থেকে পোষ্টটা ডিলিট করার জন্য অনেক হেজিয়েছিল। যা জানিস না, সেই নিয়ে বেশি বকিস না তো"।

শিঞ্জিনী ঢোক গিলে বলল, "হ্যাঁ, দেখলাম তো। আমার তো মনে হয় অ্যাডমিনটারই দোষ। ফেক থেকে রিকোয়েস্ট এল যখন, কনফেশনটা ডিলিট করে দিলেই হত। ডিলিট না করে কেসটা হল"।

দাশু বলল, "অ্যাডমিনের দোষ কেন হবে? অ্যাডমিনকে হুমকি দিয়েছিল কেন?"

শিঞ্জিনী বলল, "বেশ করেছিল হুমকি দিয়েছিল। সেটাই করা উচিত ছিল"।

দাশু বলল, "বাওয়া, এমন করছিস তুই, যেন পোষ্টটা তুইই করেছিলিস"।

শিঞ্জিনী বলল, "আমি কেন করতে যাবো? আমিও পেজটা দেখেছি। কোথাকার কোন নিব্বা নিব্বি অ্যাডমিন হয়েছে কেন জানে, আরে ভাই, পেজ তো ফ্রিতে চলে। কেউ টাকা দেয়? এত হাব ভাব নেবার কী আছে? দু হাজার লাইকের পেজের অ্যাডমিনের এমন ভাব, যতসব"।

অঞ্জনা দূর থেকে দেখছিল শিঞ্জিনী শমীকের টেবিলে গিয়ে বসেছে। সে শমীককে মেসেজ করল, "শিঞ্জিনী কী করছে তোর টেবিলে?"

শমীক মেসেজটা দেখল, রিপ্লাই দিল না।

দাশু কিছুক্ষণ শিঞ্জিনীর সঙ্গে ঝগড়া করে আবার সৌরভের ল্যাবের সঙ্গে ঘুর ঘুর করতে শুরু করল।

২৬

ল্যাবের দরজার সামনে ঘুর ঘুর করছিল দাশু। মন দিয়ে সৌরভের নেমপ্লেটটা দেখছিল। সৌরভ ল্যাব থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কী দেখছিস?"

দাশু বলল, "স্যার আপনি এম টেক করেছেন? তারপর পড়লেন না"?

সৌরভ দাশুকে বলল, "ভেতরে আয়"।

দাশু ল্যাবে ঢুকল। সৌরভ বলল, "বস"।

দাশু বসল।

সৌরভ বলল, "তুই পেজটা চালাস, তাই তো?"

দাশু বলল, "বিশ্বাস করুন স্যার, আপনার নামে কিছু করতে চাই নি। মালটা এসে গেছিল, পোষ্ট করে দিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম যে কনফেশন পাঠিয়েছিল, সে ফেক থেকে হুমকি দিচ্ছে। আমি তো ঘাউড়া মাল, ডিলিট করি নি আর কী"।

সৌরভ বলল, "পেজটা বের কর। যে ফেকটা থেকে তোকে হুমকি দিয়েছিল, সেটার ইউ আর এল লেখ"। দাশু তাড়াতাড়ি তার ফোন বের করে ফেক প্রোফাইলের আইডি ডিটেলস দিল। সৌরভ বলল, "এটা প্রথমে বললে কী হত?"

দাশু বলল, “আপনি হেবি খচে গিয়েছেন শুনলাম। আমি তো স্যার আপনাকে গুরু মানি। একে আপনি, দুইয়ে আইনস্টাইন, তিনে জনি সিন্স। বিশ্বাস করুন”।

সৌরভ বলল, “একটা গাট্টা মারব না, ভাগ এখান থেকে”। দাশু বলল, “মাইরি স্যার, কেস খাওয়াবেন না। জাস্ট ফর ফান পেজ। আর কাউকে বলবেন না প্লিজ। আমি কোন দিন কোন ফ্যাকাল্টিকে নিয়ে কোন কনফেশন এলেও পোষ্ট করব না। এই কান মুলছি”।

সৌরভ বলল, “যে কোন ঘটনা নিয়েই ফান করা যায়। সমস্যা হল, ফান বা ট্রোল যাই বল, তার একটা সময় থাকা উচিত। যে কাউকে নিয়ে মজা কর, কিন্তু মাঝে মাঝে তার মধ্যেও একটা মনুষ্যত্ব থাকা উচিত। এখন কারো যদি প্রিয়জন মারা যায়, তুই তাকে নিয়ে ট্রোল করতে পারবি? একজন মানুষ সবে একটা মারাত্মক শক থেকে উঠেছেন, তাকে যে কোন ব্যাপারে জড়ানোটা কি দরকার ছিল?”

দাশু বলল, “বলছি তো স্যার, ম্যামকে নিয়ে কিছু লেখার কথা আমি ভাবতেও পারব না। কনফেশনটা হয়ত আমি ডিলিটও করে দিতাম। আমাকে হুমকি দিল বলে আমার মাথা ঠিক থাকল না। আপনি তো জানেন স্যার আমার দু চারটে স্ক্রু মিসিং আছে”।

সৌরভ বলল, “আমি জানি, বা না জানলেও হয়ত তুই এসেছিস বলে তোর কোন ক্ষতি আমি করব না। কারো কোন রকম ক্ষতি করার ইচ্ছেই আমার নেই। কিন্তু মনে রাখিস, পাস আউট করে যখন বাইরের দুনিয়াটার মুখোমুখি হবি, তখন কেউ মনে রাখবে না তোর মাথার দু চারটে স্ক্রু ঢিলে আছে বা মিসিং আছে। লোকজন কিন্তু আগে প্যাঁদাবে, তারপর কথা বলবে। থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে জন্মেছিস, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির কমনসেন্স আর ব্ল্যাক কমেডি মারাতে যাস না। অনেক বেশি মাড়িয়ে বসে থাকবি। বুঝলি কী বললাম?”

দাশু বলল, “হ্যাঁ স্যার। যাব?”

সৌরভ বলল, “যা”।

দাশু লাফাতে লাফাতে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল। সৌরভ তার বন্ধু অবিনাশকে ফোন করল। অবিনাশ সাইবার সেলে আছে। অবিনাশ ফোন ধরল একবার রিং হতেই, “বল রে। কী খবর”।

সৌরভ বলল, “একটা প্রোফাইলের আইপি ডিটেলস বের করতে পারবি?”

অবিনাশ বলল, “কী হয়েছে? হুমকি টুমকি দিয়েছে নাকি?”

সৌরভ হাসল, “না না, সেসব না। জানার দরকার ছিল আর কি। পারবি?”

অবিনাশ বলল, “লিখিত কোন ডকুমেন্ট বা এফ আই আর টার না?”

সৌরভ বলল, “না। আমার শুধু প্রোফাইলের মালিকের খোঁজ লাগবে”।

অবিনাশ বলল, “পাঠিয়ে দে। দেখছি”।

সৌরভ বলল, “মেইল করছি তোকে। কখন পাওয়া যাবে?”

অবিনাশ বলল, “পাঠা। পেলে দেখছি। ব্যাপারগুলো একটু ঝামেলার আছে তো এখনো। তাও পারব আশা করছি। পাঠিয়ে দে”।

সৌরভ বলল, “ওকে”।

#

ক্যান্টিন থেকে ক্লাসের দিকে যাচ্ছিল শমীক, পাশে শিঞ্জিনী। একটু দূরে তাদের দিকে কড়া চোখে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল অঞ্জনা। দাশু শিঞ্জিনীর পাশে এসে বলল, “বুঝলি বুন্দু, আমি শুনলাম এস ডি নাকি ওই ফেকের ঠিকুজি কুষ্ঠী বের করার চেষ্টায় আছে। যে বা যারা এসব করুক, কপালে হেবি ঘাপলা আছে ভাই”।

শিঞ্জিনী রেগে মেগে বলল, “যা তো, কাজ নেই, সারাক্ষণ ভাট বকে যাচ্ছে। ভাগ!”

শিঞ্জিনী বিকেলে পিজিতে ফিরে দেখল রায়া উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে রায়াকে ঠেলল, "কী হয়েছে তোর?"

রায়া বলল, "মেডিসিনের দোকানের ছেলেটা ভীষণ শয়তান"।

শিঞ্জিনী অবাক হয়ে বলল, "কী করেছে?"

রায়া বলল, "ঘুমের ওষুধ নাকি প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেওয়া যায় না। এটা আবার কোথায় ঠিক হল?"

শিঞ্জিনী বলল, "ঘুমের ওষুধ কী করতে লাগবে তোর? ভালোই তো ঘুমোস। নাকও ডাকিস মাঝে মাঝে"।

রায়া বলল, "মোটেই আমি নাক ডাকি না। নাক তুই ডাকিস"।

শিঞ্জিনী বলল, "আমিও ডাকি না। কিন্তু তুই ঘুমের ওষুধ দিয়ে কী করবি?"

রায়া তার লম্বা লম্বা নখ দেখতে দেখতে বলল, "আর বেঁচে থেকে কী হবে? এভাবে অপমান করল"!

শিঞ্জিনী বলল, "একটা চেনা নেই জানা নেই লোকের জন্য তুই ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুইসাইড করবি? ঘুমের ওষুধের দরকার নেই। আমিই তোকে মেরে ফেলছি গণ্ডমূর্খ কোথাকার"!

শিঞ্জিনী রায়ার কান মলে দিল।

রায়া আর্তনাদ করে উঠল, "উফ! তুই তো বহুত ফালতু! আমার লাগে না"?

শিঞ্জিনী বলল, "মরতে গেলে তো আরো লাগত। পড়াশুনো করে এই সব সুইসাইড কনসেপ্টটা আসে কোত্থেকে তোর? মরলে কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়?"

রায়া বলল, "বেঁচে থেকেই বা কী হবে? কীভাবে অপমান করল দেখলি? মেইনে তো উশে মেরা সব কুছ দে দিয়া, উনহে মুঝে বেগানা কর দিয়া"।

শিঞ্জিনী বলল, "ধুস! বেগানার ভাই হয়েছে। কত আসবে যাবে এরকম। তবে আজকে তো আমি এস ডির উপর ইম্প্রেসড হয়ে গেলাম। হি শোড হিস ক্যারেকটার। ক'টা লোক এভাবে প্রতিবাদ করতে পারে বল? বেশিরভাগ পাবলিক স্টুডেন্টদের ভয় পায়। উনি তো বলেই দিয়েছেন দেখে নেবেন কনফেশন পেজের অ্যাডমিনকে"।

রায়া জুল জুল চোখে শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে বলছিস তোর জামাইবাবু ঠিক আছে?"

শিঞ্জিনী হেসে ফেলল, "আবার জামাইবাবু হয়ে গেল?"

রায়া বলল, "তাহলে বলব তোমার উপর বিগত যা রাগ ছিল, আমি দমায় ফেলসি। ঠিকই তো। আচ্ছা, আমি একটা ফোন করি"।

শিঞ্জিনী বলল, "ফোন করবি কেন?"

রায়া বলল, "সরি বলে"।

শিঞ্জিনী বলল, "খুব চুলকাচ্ছে না তোর? মানে এত চুলকানি রাখিস কোথায়?"

রায়া বলল, "থাম তো। বরকে রাগিয়েছি যখন, আমাকেই তো রাগ কমাতে হবে, বল?"

শিঞ্জিনী শ্বাস ছেড়ে বলল, "যা খুশি কর"।

রায়া তাড়াতাড়ি ফোনটা নিয়ে সৌরভকে ফোন করল।

সৌরভ ফোন রিসিভ করে বলল, "হ্যাঁ, বল"।

রায়া গলায় যতটা সম্ভব কাঁদো কাঁদো ভাব এনে বলল, "স্যার, সরি। এক্সট্রিমলি সরি। আমার ওভাবে হেসে ফেলা ঠিক হয় নি। প্লিজ কিছু মনে করবেন না। ফিউচারে এরকম হবে না"।

সৌরভ বলল, "ঠিক আছে। তখন আমিও রেগে গেছিলাম। কনফেশনটার ব্যাপারে শোনার পর থেকে মাথা গরম হয়ে গেছে। আমি ওই কনফেশন পেজের অ্যাডমিনটাকে পেয়ে গেছি। এবার কে এই জঘন্য কনফেশনটা করেছে বের করি, তারপর তারই একদিন কি আমার একদিন"।

রায়া চোখ বড় বড় করে শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে কপাল চাপড়ে বলল, “আচ্ছা স্যার”। সে ফোন রাখতেই শিঞ্জিনী বলল, “কী হয়েছে?”

রায়া বলল, “বাঁশ হয়েছে। পুরো দশ হাত। ঢুকে গেছে। আমাকে বাঁচা। ওরে বাবারে, ভাই প্রেসক্রিপশন থাকুক আর না থাকুক, আমাকে ওই ঘুমের ওষুধই কিনে দে। যেখান থেকে হোক ব্যবস্থা কর”।

শিঞ্জিনী বলল, “ধুস। বলবি তো কী হয়েছে?”

রায়া বলল, “উনি নাকি কনফেশন পেজের অ্যাডমিনকে খুঁজে বের করেছেন। এবার কে কনফেশন করেছে সেটা বের করবেন। ওরে বাবারে, আমি এবার গেলাম”।

শিঞ্জিনী বলল, “এই কথাটাই তো দাশু বলেছিল। তার মানে কি দাশুই পেজটার অ্যাডমিন নাকি?”

রায়া অবাক হয়ে বলল, “দাশু কী বলেছিল?”

শিঞ্জিনী বলল, “দাশু বলেছিল এস ডি নাকি কে কনফেশন করেছে বের করবে। দাঁড়া, আরেকটু ভাবি”।

রায়া বলল, “আর চিন্তা ভাবনা। আমার হয়ে গেল। ওরে বাবারে!”

২৮

কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাসস্ট্যান্ডে অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সৌরভের। অরুন্ধতী তাকে দেখে হাসল, “কী খবর?”

সৌরভ বলল, “কী বলব আর? আজ এতটাই মাথা গরম হয়ে গেছিল ক্লাসে, খুব রাগারাগি করে ফেলেছি। এর ফলে একটা কাজের কাজ হয়েছে, কনফেশন গ্রুপটার অ্যাডমিনটার নাগাল পাওয়া গেছে”।

অরুন্ধতী অবাক হয়ে বলল, “সেকি? এতো বিরাট প্রোগ্রেস!”

সৌরভ বলল, “প্রোগ্রেস বলতে ছেলেটা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। ও বলেছে ও নিজেও ঠিক করেছিল কনফেশনটা দিয়ে ডিলিট করে দেবে। সমস্যাটা হল যে কনফেশনটা করেছিল, সে ফেক প্রোফাইল থেকে ছেলেটাকে অহেতুক উত্তেজিত করে দেওয়ার ফলে ও খাপ খুলে ফেলে। এবার ওই ফেকটার আইপি ট্র্যাক করতে দিলাম। দেখা যাক কিছু হয় নাকি”।

অরুন্ধতী বলল, “এভাবে ট্র্যাক করা যায় নাকি?”

সৌরভ বলল, “সবই করা যায়। দেখি সাইবার সেল কিছু করে নাকি”।

অরুন্ধতী বলল, “আমাকেও তো কয়েকটা ফেক থেকে সম্ভবত আমার হাজবেন্ডই গালাগাল করে। সেটা দিলে সাইবার সেল কিছু করতে পারে?”

সৌরভ বলল, “কেন পারবে না? লিখিত কমপ্লেইন করে দেখো। ঠিক ঠাকই ব্যবস্থা নেয়”।

অরুন্ধতী বিষণ্ণ মুখে বলল, “আর ভাল লাগে না। এত কাদা ছোঁড়াছুড়ি অর্থহীন মনে হয় আজকাল”।

সৌরভ অপ্রস্তুত হল, “সরি”।

অরুন্ধতী বলল, “সরির কিছু নেই। এসব এত বিরক্তিকর যে এ নিয়ে কথা বলতেও ভাল লাগে না। এর মধ্যে কলেজে যদি এসব হয়। আমাদের সময় আমরা এসব ভাবতে পারতাম? ইদানীং যেন সব কিছুই বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে। ফ্রাস্ট্রেশন থেকেই হচ্ছে হয়ত। ঘরে বসে ছিল এতদিন, কার্বাইড পাকা হয়ে গেছে সব”।

সৌরভ হেসে ফেলল, “এটা ভাল বললে, কার্বাইড পাকা। এটাই ঠিক টার্ম। এরা ঠিক ভুল জানে না, সব কিছুতেই এক্সপার্ট হয়ে গেছে”।

অরুন্ধতী বলল, “অবশ্য গোটা পরিবেশটাই যেখানে দিন দিন পচে যাচ্ছে, সেখানে এই জেনারেশন আর কী করবে? এভ্রিথিং ইজ কোরাপ্টেড, মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু ছেড়ে পালাই। তোমার ভাল লাগে এখানে কাজ করতে, থাকতে?”

সৌরভ বলল, “দুর্ভাগ্যবশত এখানে জন্মেছি, বাড়ির টান আর হোমসিকনেসটা আছে। সবকিছু যে দিকে যাচ্ছে, আমিও পালাতেই পারি”।

অরুন্ধতী বলল, "কোথায় যাবে? পশ্চিমে? সে দেশে কিন্তু টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ টক্সিকই। আলাদা কিছু না। তবে আমাদের দেশ অক্ষম অনুকরণ করে সব কিছুর। ধামাধরা আর অন্ধকার মানসিকতার সঙ্গে পশ্চিমী অনুকরণের কম্বিনেশন যা হয়, এখানে তাই হয়ে গেছে এখন। এসব বেশি বলতেও নিজেকে সিনিক্যাল বলে মনে হয় আজকাল"।

সৌরভ বলল, "চা খাবে? তোমাকে আজকাল খুব হতাশ লাগছে"।

অরুন্ধতী বলল, "চা খাওয়াই যায়। চল। বাসে এমনিতেও যা ভিড় আজকে, ট্যাক্সি নিতে হবে মনে হচ্ছে"।

দুজনে বাসস্ট্যান্ডের চায়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। সৌরভ বলল, "তোমার ওদিকের সমস্যা মিটল?"

অরুন্ধতী বলল, "ডিভোর্স রিলেটেড?"

সৌরভ মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ"।

অরুন্ধতী বলল, "সমস্যা কি এত সহজে মেটে? আমি কিছু বললে মনে হতে পারে সারাক্ষণ অভিযোগ করে যাচ্ছি, ঘরের কথা বাইরে বলাও হয়ত উচিত না, কিন্তু পারা যায় না সব সময়। জীবনটারই বারোটা বেজে গেল"।

সৌরভ বলল, "তুমি বরং বাইরেই চলে যাও। এখানে যত থাকবে, তত বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে"।

অরুন্ধতী বলল, "দেখছি, যদি যাওয়ার সুযোগ পাই, থাকব না। এখন তো নতুন পদ্ধতি এসে গেছে, সম্পর্ক ভেঙে গেলে খুন করে দাও, কত সমর্থক তার। একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি, যে কিনা রীতিমত প্ল্যান করে খুন করছে, সে শহিদ। আরেকটা কেস তো বরাবরই হয়ে চলেছে, ব্যর্থ প্রেমিক তার প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারছে। ক্রমাগত ভিক্টিমের ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেসন হয়ে যাচ্ছে। ভয় লাগছে আজকাল। আমার মত মেয়েরা এসব দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছে"।

চা এল। সৌরভ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "যদি এই কনফেশনটা কে করেছে জানতে পারি, কী করব?"

অরুন্ধতী বলল, "কী আর করবে? জ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দেবে। আমাদের তো একটাই লক্ষ্য এখন, অপরাধী যেন আরো বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে যায়"।

সৌরভ মাথা নাড়ল, "ঠিকই। সবটাই এখন নিজেকে বাঁচিয়েই করতে হয়"।

অরুন্ধতী হাসল, "একটা সময় আসবে, ভিক্টিমও ছেড়ে কথা বলবে না দেখে নিও। কত আর মার খাবে সে? তখনই বোধহয় সব ব্যালান্সড হবে। অবশ্য মরে গেলে তো আর কিছু করার থাকবে না। মৃত মানুষের কীই বা প্রতিশোধ!"

সৌরভ বুঝতে পারছিল অরুন্ধতী ধীরে ধীরে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে, এমন এক অন্ধকারে চলে যাচ্ছে যেখানে কারো কিছু করার নেই।

২৯

"আমি কী স্যারকে বলে দেব? সব কনফেস করে দেবো?" রায়া কাঁদো কাঁদো মুখে বলল।

শিঞ্জিনী বলল, "জানি না কী করবি। তবে এই আইপি থেকে ডিটেলস বের করা অতো সোজা হবে বলে মনে হয় না। তুই প্রোফাইলটা উড়িয়ে দিয়েছিস তো?"

রায়া মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, সেসব করে দিয়েছি। কিন্তু ধরা পড়লে হেবি কেলো হবে"।

শিঞ্জিনী বলল, "কিচ্ছু হবে না। তুই কিছুতেই স্বীকার করবি না। এমন স্টেটে থাকবি যেন তুই কিছুই জানিস না। আর যদি জেনে যায়, তাহলে সবার সামনে লাভ কনফেস করে ফেলবি"।

রায়া বড় বড় চোখ করে বলল, "বলিস কী?"

শিঞ্জিনী বলল, "হ্যাঁ। এছাড়া কোন উপায় নেই। বলবি তুই একটা ঘোরে ছিলিস। স্যারের সঙ্গে ম্যামকে কথা বলতে দেখে বুঝতে পারিস নি ঝামেলা হতে পারে। ক্ষমা চেয়ে নিবি"।

রায়া বলল, "তাতে আমার প্রেমের পুরো মার গাড়া যাবে"।

শিঞ্জিনী বলল, "গেলে যাবে। আপাতত বাঁচবি। কিছুতেই কোন ভয় নেই। যদি শুরু থেকেই অস্বীকার করে যেতে পারিস, সব থেকে ভাল হয়। দেখ পারিস নাকি"।

রায়া বলল, "আমি আজ আর ঘুমোতে পারব না। কী বাজে দিন গেল। তোর মুখ তো রোজই দেখি বুন্দু, তাহলে কী এমন হল যে আজকেই তুই এমন অপয়া হয়ে গেলি"?

শিঞ্জিনী বলল, "পয়া অপয়ার কিছু নেই। এসবই কর্মফল। স্যারকে দেখে হাসলে খিস্তি খেতেই হবে। এর একটা পজিটিভ দিক আছে। তোর মাথা থেকে স্যারের ভূত নেমে যাবে। তুই আবার পড়ায় মন দিতে পারবি। আজকাল যা হয়েছে তোর, পড়াশুনার নামই নেই"।

রায়া রেগে গিয়ে বলল, "আমার কথা বাদ দে, তোর কী হয়েছে বল তো? তুই আজকাল সব কিছুতেই খুব পজিটিভ ভাইবস দেখে বেড়াচ্ছিস। শমীক পাত্তা দিয়েছে নাকি? তোর তো আবার ওর উপর হেবি সফট কর্নার আছে। তুই যতই চেপে রাখিস, আমি ঠিকই বুঝি। কিন্তু মামা, একটা কথা বুঝতে হবে। সেম এজ রিলেশনশিপে যাস না। কোন লাভ নেই। এসব ছেলেদের না বাড়ে বুদ্ধি, না পাবি সেক্সে মজা। চার পাঁচ বছর বড় দেখ, সব দিক থেকেই ভাল"।

শিঞ্জিনী বলল, "তুই খুব সেক্স বুঝে গেছিস? কে বোঝাল তোকে?"

রায়া বলল, "কে আর বোঝাবে? এসব তো থাম্ব রুল। সেম এজ রিলেশনশিপ ভাল না। যারা জানে, তারা জানে। এমনি এমনি লোকে ফ্যাকাল্টির প্রেমে পড়ে? একটু কচি, একটু বড় ফ্যাকাল্টিই ভাল, বুঝলি না?"

শিঞ্জিনী বলল, "হিসেবে তো দেখছি তোর ধারে কাছে কেউ নেই, তাহলে এমন কাঁচা কাজ করলি কেন?"

রায়া বলল, "ভুল তো হবেই। ভুল থেকেই তো শিক্ষা নেব। যেদিন সৌরভের সোহাগে আদরে ঢাকা পড়ে যাব, সেদিন তুই বুঝবি আমি ঠিক ছিলাম"।

শিঞ্জিনী হাই তুলল, "ভাল, তাহলে এখন আর কলেজ বাঙ্ক মারিস না। তুই রেগুলার কলেজ বাঙ্ক মারলে তোর নাম বাইরে এলেও তোকেই দোষী ভাববে সবাই। একবারে বুক ফুলিয়ে ক্লাস কর রোজ"।

রায়া বলল, "তুইও কর। শমীককে দেখা। যদি শমীক অঞ্জনারটা ছেড়ে তোর ইয়েতে নজর দেয়"।

শিঞ্জিনী রেগে গিয়ে বলল, "আমি কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছি। তুই বার বার শমীককে টানছিস কেন? তুই তো ঠিকই জানিস ওর আর অঞ্জনার কিছু একটা আছে?"

রায়া বলল, "আমি ঠিকই জানি যেমন, তুইও জানিস। তবু তুই শমীককে ঠিকই ঝাড়ি মারিস। তুই না বুঝলেও আমি বুঝতে পারি, সবাই বুঝতে পারে। অকারণ শমীকের কাছে গিয়ে বসিস, ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিস তোকে পাত্তা না দিলেও, তুই কি ভাবিস আমরা কিছুই বুঝি না? সবাই সব বোঝে। মাঝখান দিয়ে তুই নিজেকে বেশি চালাক ভাবিস, লাভ নেই, তুইও বোকাই, আমিও ওই বোকাই, আমরা সবাই বোকা আমাদের এই বোকার জগতে"।

শিঞ্জিনী থমথমে মুখে বসে থেকে বলল, "আমি মোটেও শমীককে ওসব ভাবি না। তুই ভুল ভাবিস"।

রায়া ফিকফিক করে হাসতে লাগল, সেটা দেখে শিঞ্জিনী আরও রেগে গেল।

৩০

বাড়ি ফিরে সৌরভ অরুন্ধতীকে মেসেজ করল, "ঠিক ঠাক পৌঁছেছ?"

অরুন্ধতী রিপ্লাই করল, "হ্যাঁ। থ্যাঙ্ক ইউ"।

সৌরভ আর কিছু লিখল না। বেশি কনসার্ন দেখানোর আবার অন্য মানে হতে পারে।

সৌরভের বৌদি স্বাতী মাঝে মাঝেই তাকে টিজ করে বিয়ে করার জন্য। তার মেসেজ করাটা দেখে নিয়েছিল। বলল, "কী ব্যাপার, পড়তে পড়তে কি এবার প্রেমটা সত্যিই শুরু করলে নাকি"?

সৌরভ মাথা নাড়ল, "না না, সেসব কিছু না। আমার এক কলিগ, ওর হাজবেন্ডের সঙ্গে খুব ঝামেলা চলছে। একসাথেই ফিরি, খবর নিলাম ঠিক ঠাক পৌঁছেছে নাকি"।

স্বাতী সৌরভের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক তো? আর কিছু না তো? দেখো বাপু এই সব সহানুভূতি থেকেই কিন্তু প্রেম শুরু হয়ে যায়। তুমি এমনিতেই সারা বেলা পড়াশুনা করা পাবলিক, সম্পর্কের ব্যাপারে তোমার অতো বোধবুদ্ধি নেই। ঝোঁকের মাথায় কাউকে জল থেকে তুলতে গিয়ে নিজেই জলে পড়ে যেও না যেন"।

সৌরভ বলল, "ধুস, তোমাকে বলাই বিপদ হয়েছে। ওসব না বললাম তো। আমি কেন এসব ভাবতে যাব? উনিই বা ভাববেন কেন?"

স্বাতী বলল, "কেউই ভাববে না, তারপর ভাবতে ভাবতে হয়ে যাবে। দেখো বাপু যা করবে বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে করবে"।

সৌরভ বলল, "আমি কিছুই করব না। আমার কোন প্ল্যানও নেই এখন কোন কিছু করার। দয়া করে এসব না ভেবে আমাকে চা খাওয়াও। তোমাদের দেখে তো বুঝতে পারি দাদা কত বড় ভুল করেছে। তুমি ভাবলে কী করে আমি আবার একই ভুল করব?"

স্বাতী বলল, "ফের তুমি এসব কথা বলছ? আমি ছিলাম বলে তোমরা বেঁচে গেলে বুঝলে? না থাকলে বুঝতে। মা তো বলে, দুটো ভাইই একবারে অখাদ্য তৈরি হয়েছ। কেউ কোন কাজের না। যাক গে, মেয়েটার নাম কী?"

সৌরভ বলল, "আবার তুমি ওসব টানছ? বলছি তো জাস্ট কলিগ"।

স্বাতী বলল, "বটে? ক'টা কলিগকে বাড়ি ফিরে মেসেজ করে খবর নাও শুনি?"

সৌরভ বলল, "এটাই তোমাদের সমস্যা জানো তো? যদি কোন ছেলে কলিগ হত, তাহলে তো এসব বলতে না? মেয়ে বলেই কী অনেক দূর অবধি ভেবে নাও?"

স্বাতী বলল, "খানিকটা তাই আবার খানিকটা না। সব সময় তা ভাবি না। তবে আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি খানিকটা ভাবো। কি, ভাবো না?"

সৌরভ স্বাতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "না ভাবি না কারণ এখানে ভাবাভাবির কিছু নেই। দয়া করে থামো"।

সৌরভের মা ঠাকুরঘর থেকে এলেন। সৌরভ আর স্বাতীকে প্রসাদ দিয়ে বললেন, "কী নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে তোদের? কী হয়েছে?"

স্বাতী বলল, "আমি বলব না, কিছু বলেই ভাই রেগে যাচ্ছে। দেখো তুমি কিছু বের করতে পারো নাকি?"

মা বললেন, "কী হয়েছে? ছেলের কি কাউকে মনে ধরেছে? তা হলেও তো বাঁচি"।

স্বাতী বলল, "জিজ্ঞেস কর"।

সৌরভ থমথমে মুখে বসে থেকে বলল, "বউদি তুমি মাকে এসব কেন বলছ বল তো"।

স্বাতী বলল, "আমি কিছু বলছি না। আমরা একটা কথা শুরু করেছিলাম, আমি খানিকটা জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে ডিভোর্স করা বা ব্রেক আপ হওয়া মেয়েদের সঙ্গে না জড়ানোই ভাল"।

সৌরভ বলল, "ব্রেক আপ হওয়া মেয়েদের সঙ্গে?" জোরে হেসে উঠল সৌরভ, "কোন দুনিয়ায় থাকো তুমি? পৃথিবীতে সবাই কোন না কোন রিলেশনে আছে। আজব মানসিকতা তো?"

স্বাতী বলল, “দেখেছো, তোমাকে এটা নিয়ে কিছু বললেই তুমি কেমন রেগে যাচ্ছো? এর মানে হল আমার সন্দেহ অনেকটাই সত্যি। ঠিক আছে, আমি কিছু বলব না, আমি তো এ বাড়িতেই থাকব, দেখব তুমি কী কর”।

স্বাতী রেগে মেগে ঘরে চলে গেল।

মা অবাক হয়ে বললেন, “কী হয়েছে? ও কী বলছে ডিভোর্সি না কী?”

সৌরভ হাত জোড় করল, “কিচ্ছু না, আমার কথা বলাই ভুল হয়েছে। যাই বলব, সেটা ভুল হোক ঠিক হোক, ব্রেকিং নিউজ করে দেওয়া হয়। আমি আর কিচ্ছু বলব না”।

৩১

বাবা কোথাও একটা বেরিয়েছে। শমীক সবে বই খুলে বসেছিল, অঞ্জনা ফোন করল। প্রথমে ধরল না শমীক। অঞ্জনা আবার ফোন করল। এবার ধরল সে। অঞ্জনা বিরক্ত গলায় বলল, “ফোন ধরছিস না কেন?”

শমীক বলল, “তোকে ইগনোর করা প্র্যাকটিস করছিলাম”।

অঞ্জনা বলল, “ইগনোর করার কী আছে? তোকে কি বলেছি আমায় ইগনোর করতে?”

শমীক বলল, “তুই বলেছিস আমরা যদি কথা বলি, তাহলে আমরা আবার কোন সেক্সুয়াল রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়তে পারি যেটা তুই চাস না। এর একটাই উপায় হল আমরা আর কথা বলব না। কথা বলেই সমস্যা তৈরি হবে”।

অঞ্জনা বলল, “তা বলে তুই ওই শিঞ্জিনী না কী বিচ আছে একটা, ওর সঙ্গে কথা বলবি? ও তো জাস্ট সুযোগ খুঁজছিল তোর কাছে আসার জন্য। সুযোগ পেয়ে গেছে, এখন ও একবারে তোর গা ঘেঁষে বসে পড়েছে। দিস ইজ নট ডান”!

শমীক বলল, “বিচ মানে? বিচের কী আছে? কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে বিচ হয়ে যায়? তুই এটা কী বললি? ঠিক বললি না। হোপফুলি আন্টি নিশ্চয়ই শোনে নি তুই এই ওয়ার্ডটা ইউজ করলি”।

অঞ্জনা বলল, “মা যা ইচ্ছে শুনুক আমার জানার দরকার নেই। আমি তোকে বলছি, তুই ওই শিঞ্জিনীর থেকে দূরে থাকবি”।

শমীক বলল, “কেন বল তো? আমাকে সব সময় তোর কথা শুনে চলতে হবে কেন? প্রথমে তুই বললি আমার সঙ্গে হোটেলে যাবি। ফাইন, আমি তোর সঙ্গে গেলাম। ওখানে গিয়ে বললি আমার সঙ্গে কোন সেক্সুয়াল অ্যাটাচমেন্ট তোর পছন্দ না, চলে এলি। আমি সেটাও মেনে নিলাম। এরপর বললি তোর থেকে দূরে থাকতে। আমি তাও মেনে নিলাম। এখন আমি কার সঙ্গে মিশব, কার সঙ্গে কথা বলব, সেটাও তুই ঠিক করে দিবি? আমি কেন তোর কথা শুনব?”

অঞ্জনা রেগে গিয়ে বলল, “ঠিক আছে। শুনতে হবে না। গো টু হেল”।

ফোন কেটে গেল। শমীক কিছু করল না। শান্তভাবে ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকল। অঞ্জনা পরমুহূর্তেই ফোন করল। ও এটাই করে। রেগেমেগে ফোন কেটে দিয়ে আবার ফোন করে। শমীক ধরে বলল, “বল”।

অঞ্জনা বলল, “আই অ্যাম সরি। আমার মনে হয় তোকে আমার থেকে দূরে থাকতে বলাটা আমার ঠিক কাজ হয় নি”।

শমীক বলল, “তুই ভেবে বলছিস তো? তোর তো কোন ঠিক নেই। আবার কাল দেখা যাবে তোর ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এত বার ডিসিশন চেঞ্জ করিস না, তুই বরং সময় নে। আরো বেশি করে ভাব।

দেখ আউট অফ জেলাসি কোন ডিসিশন নিচ্ছিস কি না”।

অঞ্জনা বলল, “আউট অফ জেলাসি, ওই বিচটার সঙ্গে আমি নিজেকে তুলনা করি নাকি? তুই ভাবলি কী করে? এখানে আউট অফ জেলাসির কিছু নেই। তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, তাই তোকে সরি বলছি। এখানে আর কারো থাকার কারণ নেই”।

শমীক বলল, “আমি তাহলে কী হব? তোর বন্ধু?”

অঞ্জনা বলল, “অবভিয়াসলি। আমি এখন জানি না আদৌ আমি সেক্সুয়ালি অ্যাকটিভ নাকি। হতেই পারে আমি ফ্রিজিড। কার সঙ্গে কথা বলব? কথা বলার কেউই নেই। তার কোন ডিসিশনও নেওয়া যাবে না এখন। আমি আর তুই যেরকম কথা বলতাম, সেরকমই বলব। এর বাইরে কিছু না। কোন রকম হোটেল এটসেট্রায় যাওয়ার ব্যাপারে আর ফারদার কিছু ভাব না। ঠিক আছে?”

শমীক বলল, “ঠিক আছে। কিন্তু তুই একটা কথা জেনে রাখ। আমি কার সঙ্গে মিশব, কার সঙ্গে কথা বলব, সেটা তুই ঠিক করে দিবি না। এভাবে কাউকে কন্ট্রোল করা যায় না, তুই জানিস বোধ হয় সেটা, তাই না?”

অঞ্জনা বলল, “মানে? তুই শিঞ্জিনীর সঙ্গে মিশবি তার মানে?”

শমীক বলল, “হ্যাঁ”।

অঞ্জনা ফোন কেটে দিল। শমীক জানে এরপরে অঞ্জনা আর ফোন করবে না।

করলোও না।

৩২

সৌরভ ঘরে শুয়ে শুয়ে মোবাইল ঘাঁটছিল। মা ঘরে ঢুকে তার খাটে বসে বলল, “কত দূর এগিয়েছে?”

সৌরভ অবাক হয়ে বলল, “কী কত দূর এগিয়েছে?”

মা বলল, “ওই যে স্বাতী যেটা বলছিল সেটা। ওই ডিভোর্সি মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্কটা কতদূর এগিয়েছে?”

সৌরভ উঠে বসে বলল, “কী শুরু করেছো বল তো তোমরা? একটা স্বাভাবিক ব্যাপারকে নিয়ে কত দূর কত দূর শুরু করে দিলে? মানেটা কী? আমার কোন মেয়ে কলিগ থাকতে পারে না?”

মা বলল, “শোন, ব্যাপারটা বোঝ। স্বাতী ঠিকই বলেছে। একটা ডিভোর্সি মেয়ে মানে অনেক সমস্যা নিয়ে ঘোরা মেয়ে। তার আগের রিলেশন, সেটা নিয়ে সব সময় কমপ্যারিজন চলতে থাকবে। সুখ থাকে না, বুঝলি? আবার যে মেয়ে একটা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাকে বিয়ে করলেও অনেক সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিয়ের আগে এগুলো বুঝতে হয়।”

সৌরভ বলল, “তোমাদের সমস্যাটা কী জানো তো? প্রথমত, তোমরা ‘ক’ দেখলে ভাবো গোটা উপন্যাস পড়ে ফেলেছ। দ্বিতীয়ত, তোমরা দু আড়াইশো বছর পিছিয়ে আছো। ডিভোর্সি মেয়ে মানে এত সমস্যা হয় কে বলেছে তোমাদের?”

মা তার দিকে তাকিয়ে বলল, “দেখেছিস? এর মধ্যেই ডিফেন্ড করতে শুরু করে দিয়েছিস?”

সৌরভ মাথায় হাত দিল, “ডিফেন্ড করছি? এটাকে ডিফেন্ড করা বলে? ডিভোর্সি মেয়ে মানে সে আর কোন দিন বিয়ে করতে পারবে না? এ কোন যুগে পড়ে আছো বল তো?”

মা কঠিন গলায় বলল, “আমি ওসব জানি না। তুই কোন ডিভোর্সি মেয়ে বিয়ে করবি না, ব্যস”।

সৌরভের মাথায় রক্ত চড়ে গেল, “এটাই যদি হয়, তাহলে আমি ডিভোর্সি মেয়েই বিয়ে করব। যাকে পাবো তাকে বিয়ে করব। সবার আগে তোমাদের এসব মধ্যযুগীয় মানসিকতা পাল্টানো দরকার”।

মা বলল, “সে যে মানসিকতাই হোক, আমি যা বলছি, সেটা শুনলে ভাল থাকবি”।

সৌরভ বলল, "ভাল থাকাথাকির কিছু নেই। তুমি বা তোমরা যে কথাগুলো বলছো, সে কথাগুলো আজকের দিনে এসে কেউ বলে না। লজ্জা লাগা দরকার, পড়াশুনা করা লোকজন এসব কথা বলে"।

মা বলল, "ডাইনিটা এর মধ্যে তোকে এভাবে বশ করে ফেলেছে"?

সৌরভ রেগে মেগে ছাদে চলে গেল। মাথা কাজ করছে না। সামান্য জিনিস থেকে যে কত দূর কত কিছু হতে পারে, তাদের বাড়িতে না থাকলে কেউ জানতে পারবে না। এদের জন্য ওই ডিভোর্সি মেয়েই দরকার। কোন যুগে পড়ে আছে কে জানে।

ফোন বাজছিল। সৌরভ দেখল রায়া ফোন করছে। এত রাতে? সে ফোন ধরতে না ধরতেই ফোনটা কেটে গেল। ভ্রূ কুঁচকে সে কল ব্যাক করল।

রিং হয়ে গেল, রায়া ফোন ধরল না। সৌরভ রেগে গেল। এ আবার কী? সে আবার ফোন করল। এবার রায়া ফোন ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "হ্যালো স্যার"।

সৌরভ বিরক্ত গলায় বলল, "কী হল? মিসড কল মারছ কেন?"

রায়া বলল, "স্যার ভুল করে হাত পড়ে গেছে। সরি স্যার"।

সৌরভ বলল, "হাত পড়ে গেলে যখন কল ব্যাক করছি, ধরবে তো। ঠিক আছে, গুড নাইট"।

ফোন কেটে সৌরভ পায়চারি করতে লাগল। মা ছাদে চলে এসেছে। বলল, "ঠিক আছে, ওই মেয়েটার ফোন নাম্বার দে। আমরা কথা বলি"।

সৌরভ ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করল, "তুমি কি চাও আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?"

মা বলল, "আজে বাজে মেয়ে বিয়ে করে আনিস না। আমি বলছি শোন। আমাকে কথা বলতে দে। আমি একবার কথা বলতেই বুঝে যাবো"।

রায়া আবার ফোন করছে। সৌরভের ফোন বাজছে দেখে সৌরভ ফোন কেটে দিল। মা বলল, "এই তো, ওই মেয়েটাই ফোন করেছে তো? আমাকে দে। আমি কথা বলছি"।

সৌরভ বলল, "কোন মেয়ে ফোন করছে না। আমাদের কলেজের স্টুডেন্ট, পড়ার ব্যাপারে ফোন করছে। আমাকে একটু একা থাকতে দাও মা, ফালতু ঝামেলা কোর না"।

মা বলল, "এই স্টুডেন্ট ডিভোর্সি?"

সৌরভ মাথায় হাত দিয়ে বলল, "এই স্টুডেন্ট ডিভোর্সি হবে কেন?"

মা বলল, "তাহলে এত রাতে ফোন করছে কে? আমি তোর এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করি নি কোন দিন। এখন দেখছি করতে হবে। তুই কী করছিস কে জানে। কাল থেকেই তোর জন্য মেয়ে দেখব। কী শুরু করেছিস তুই!"

মার গলা কাঁদো কাঁদো শোনাল। সৌরভ আবার ছাদ থেকে নেমে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এ বাড়িতে থাকলে খুব শিগগিরি সে পাগল হয়ে যাবে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল।

৩৩

"একটা ভুল হয়ে গেছে"।

শিঞ্জিনী ঘুমিয়ে পড়েছিল। রায়া শিঞ্জিনীর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলল।

শিঞ্জিনী ঘুম জড়ানো বিরক্তি মাখা গলায় বলল, "কী হয়েছে? তুই কি ঘুমোতেও দিবি না?"

রায়া গড়গড় করে বলে চলল, "আমি এস ডিকে ফোন করে ফেলেছিলাম। রাত এগারোটা নাগাদ। বললাম স্যার ভুল করে হাত চলে গেছে। তারপর আবার ভাবলাম একটু কথা বলি। এখন ফোন করে হেবি ঝাড় দিল। বলল এত রাতে কেন ফোন করছি"।

শিঞ্জিনী বলল, "ঠিক হয়েছে। ফোনের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে তোর কান মুলে দিলে আরো ভাল হত। তুই একটা লাইন ক্রস করছিস। বুঝতে পারছিস সেটা"?

রায়া কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, "আমি তো ওর কাছে কনফেস করে নিতে চাইছিলাম। ফোন ধরতেই মনে হচ্ছে বোবায় ধরছে। কিছু বলতেই পারছি না"।

শিঞ্জিনী বলল, "এত রাতে ফোন করতে নেই, সেটা বুঝছিস না"?

রায়া বলল, "আমার যা টেনশন হচ্ছে, রাত দিন কি মাথায় থাকে বল। শোন না, ডিলিট করা ফেক প্রোফাইল ট্র্যাক করা যায়?"

শিঞ্জিনী বলল, "সব করা যায়। না করার কিছু নেই। যারা করে, সবসুদ্ধ বের করে দেবে। তুই চিন্তা করিস না। ঘুমিয়ে পড়। যা হবে দেখা যাবে"।

রায়া বলল, "কী দেখা যাবে ভাই? আমার মা বাবা আমার এস ভেঙে দেবে"।

শিঞ্জিনী বলল, "এস ভাঙুক, জি ভাঙুক, যা খুশি ভাঙুক, তুই আমাকে এখন ঘুমোতে না দিলে তোকেই ভেঙে দেব আমি। ঘুমোবি?"

রায়া বলল, "কী বাজে চাপ হয়ে গেল। আচ্ছা, তুই ঘুমা, আমি ম্যানেজ করতে পারি নাকি দেখি"।

শিঞ্জিনী বলল, "কী ম্যানেজ করবি তুই? বেশি বুদ্ধি খাটাতে যাস না, আরো বড় কেস খেয়ে যাবি"।

রায়া বলল, "আমি আরেকটা কনফেশন করে দি ক্ষমা চেয়ে? যে খুব বড় ভুল হয়ে গেছে, আমার কিছু পোস্ট করা উচিত হয় নি, এসব লিখে দেব?"

শিঞ্জিনী হতাশ গলায় বলল, "অনেক তো ছড়িয়েছিস, আর ছড়াস না মা। তুই ঘুমো। আমাকে বাঁচা। প্লিজ"।

রায়া ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল। শিঞ্জিনী ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে রায়া দেখল হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ এসেছে আননোন নাম্বার থেকে, "hi, frandship korba?"

রায়া বলল, "কে বে তুই? জানিস আমার বয়ফ্রেন্ড সাইবার সেলে কাজ করে? ধরে একবারে বারোটা বাজিয়ে দেবে। ভাগ"।

মেসেজটা সিন হতেই তাকে ব্লক করে দিল নাম্বারটা। রায়া হোয়াটস অ্যাপে সৌরভের ডিপি বের করে সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এবারের মত ক্ষমা করে দাও। আমি আর করব না। বিরাট কেস খেয়ে যাব। প্লিজ এবারের মত ছেড়ে দাও"। সে কনফেশন পেজ খুলল। দেখল একটা কনফেশন পোষ্ট হয়েছে,

#এফ, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

খুব খারাপ লাগল যে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে কেউ এস ডি আর এ বিকে টিজ করে একটা কনফেস করেছে। এস ডি ক্লাসে এসে আজ যেভাবে রেগে গেছিলেন, সেটা দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছে। এত ডিসেন্ট একজন স্যার, এত ভাল, আমি ওকে খুব সম্মান করি। ভাললাগে। যারা কাজটা করেছে, ঠিক করে নি।

কমেন্ট ১- ওরে মামণি, এর মধ্যে এস ডিকে প্রপোজ করে দিলি? জিও, বিয়ে করে ফেল, আমরা খেতে যাবো।

কমেন্ট ২ – এটা কালকের মামণিটাই, আবার ফুটেজ খেতে চলে এসেছে।

...

রায়ার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সে শিঞ্জিনীকে আবার ঠেলে তুলে দিল। শিঞ্জিনী বলল, "কী হল? এবার কিন্তু আমি চিৎকার করব"!

রায়া বলল, "কোন একটা মেয়ে কনফেশন পোষ্ট করেছে এস ডিকে নাকি পছন্দ করে। আমি মেরে ফেলব। এত বড় সাহস! আমি থাকতে আমার সৌরভের দিকে নজর"।

রায়া প্রায় চিৎকার করে উঠছিল। শিঞ্জিনী রায়ার মুখে হাত দিয়ে বলল, "ওরে গলা নামিয়ে কথা বল। পিজি থেকে বের করে দেবে"।

রায়া বলল, "আমি গলা টিপে মেরে ফেলব। এত সাহস হয় কী করে?"

শিঞ্জিনী রায়ার অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

৩৪

সুমনার ঘুম আসছিল না। টিভি দেখছিলেন। অঞ্জনা ড্রইং রুমে এসে রিমোটটা নিয়ে একটার পর একটা চ্যানেল চেঞ্জ করতে শুরু করল।

সুমনা কয়েক সেকেন্ড মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কী হয়েছে তোর?"

অঞ্জনা বলল, "কিছু হয় নি"।

সুমনা বললেন, "ঠিক আছে। বলিস না। কিন্তু রিমোটটার বারোটা বাজাস না। খারাপ হলে আমি এখন রিমোট কিনতে বেরোতে পারব না"।

অঞ্জনা বলল, "কী হবে রিমোট ঠিক থাকলে? সারাদিন তো সিরিয়ালগুলো গেলো। কার বরের দুটো বউ, কার বউ জেলে চলে গেল, সারাদিন ধরে এসব গিলে যাচ্ছো। রিমোট খারাপ হলে হবে"।

সুমনা বললেন, "ঠিক আছে, সে তো বুঝলাম। তুই মাথা ঠাণ্ডা কর। এত রাতে তো তুই কখনো টিভির চ্যানেল পাল্টাতে আসিস না, তাই ভাবছিলাম আর কী। শমীকের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে"?

অঞ্জনা মার দিকে রাগী একটা দৃষ্টি হেনে বলল, "শমীক? শমীকের সঙ্গে ঝগড়া হলে আমি কেন রাগতে যাবো? ও যেখানে ইচ্ছে যাক, যা ইচ্ছে করুক, আমার কী"?

সুমনা হাসলেন, "বুঝেছি। ব্যাপারটা তাহলে শমীককে নিয়েই হয়েছে, তাই তো? ভাল। আবার কী নিয়ে লাগলো?"

অঞ্জনা বলল, "কিছু নিয়ে লাগে নি। সব ঠিক আছে। ইউ টেক রেস্ট"।

সুমনা বললেন, "তোর মনে হচ্ছে আমি রেস্ট করছি মাঝরাতে?"

অঞ্জনা বলল, "আবার কী করছ? টিভি দেখাটা তো রেস্টের মধ্যেই পড়ে জানতাম"।

সুমনা বললেন, "ঠিক আছে তবে। রেস্টই করছি। তুই মাথা ঠাণ্ডা কর। এত মাথা গরম থাকলে তো সমস্যা"।

অঞ্জনা বলল, "ঠিক আছে। আমার মাথায় কোন সমস্যা নেই। যথেষ্ট ঠাণ্ডা আছি আমি। কিছু হয় নি"।

সুমনা বললেন, "সে তো বুঝতেই পারছি"।

অঞ্জনা বলল, "এই শিঞ্জিনীটা ভীষণ ন্যাকা একটা মেয়ে"।

সুমনা বললেন, "এভাবে বলতে নেই"।

অঞ্জনা বলল, "এভাবেই বলতে হয়। ন্যাকা আর ওই যে কী যেন বলে না, হ্যাঁ, ঢলানি"।

সুমনা অঞ্জনার দিকে চোখ বড় করলেন।

অঞ্জনা বলল, "ঠিক আছে। মানে ব্যাপারটা ওরকমই। শুধু শমীকের গায়ে ঢলে পড়ে"।

সুমনা বললেন, "এভাবে কথা বলতে নেই কারো সম্পর্কে। কথা ঠিক কর"।

অঞ্জনা বলল, "পারলাম না। এত ডিপ্লোম্যাটিক হতে পারব না। কেন ভালভাবে কথা বলব কারো সম্পর্কে যখন দেখি সে একবারেই ঠিক নেই? যে যেরকম, তার সম্পর্কে সেরকম কথাই তো বলব নাকি? আর শমীকও তো কম যায় না। ওর সঙ্গে কথা বলেই যায়। কেন বলবে?"

সুমনা বললেন, “তোর সমস্যাটা কী বল তো? তোর মন মত কিছু না হলেই তুই রেগে যাস, চিৎকার করতে শুরু করে দিস। এত বড় জীবন পড়ে আছে, এখনও তুই নিজেকে কন্ট্রোল না করলে ফিউচারে সমস্যায় পড়ে যাবি। তুই কী করে ভাবলি শমীক বা শিঞ্জিনীকে তোর কথা মত চলতে হবে? ওরা প্রত্যেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটি। ওরা যে তোকে দলছুট করে দেয় নি, তোর ভাগ্য ভাল। তুই ভুলেও ভাবিস না তুই ক্লাস টপার বলে সবাই তোকে আলাদা করে সম্মান করবে। সম্মান ওভাবে পাওয়া যায় না। কন্ট্রোল করতে যাস না কাউকে। সমস্যায় পড়ে যাবি”।

সুমনার সব কথা অঞ্জনা শুনে গুম হয়ে গেল। কোন কথা বলল না। টিভির দিকে ফিরে আবার অস্থিরভাবে চ্যানেল চেঞ্জ করতে শুরু করে দিল।

সুমনা বললেন, “আমার মনে হচ্ছে তোর আর শমীকের মধ্যে কোন ইমোশনাল রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে। এরকম কিছু হয়েছে কি?”

অঞ্জনা সুমনার দিকে ফিরে হাত জোড় করে বলল, “দয়া করে ওই সব বাংলা সিরিয়াল দেখা বন্ধ করবে? সব কিছুকেই রিলেশনশিপে কনভার্ট করে ফেলাটা বন্ধ কর দয়া করে। এখানে রিলেশনের কী আছে?”

সুমনা বললেন, “নেই? তাহলে ভাল। তবে যেটাই করবি, ভেবে টেবে করিস বাপু। দিনকাল ভাল না। শমীকের উপর রাগ করে আবার এমন কোন ফালতু ছেলের সঙ্গে রিলেশনে জড়িয়ে পড়িস না যাতে জীবন নষ্ট হয়ে যায়। এটাই হয় রে। একজনের উপর রাগে নিজের জীবনের বারোটা বেজে যায়”।

সুমনা শ্বাস ছাড়লেন।

অঞ্জনা রেগে মেগে নিজের ঘরে চলে গেল।

৩৫

কোন কোন রাত এমন আসে, মাথা গরম হয়ে থাকে। অন্য কোন কাজে মন দেওয়া যায় না। মা আর বৌদির ব্যবহার সৌরভের মাথা গরম করে দিয়েছিল। সে ঘুমোতে পারছিল না। যে মানুষগুলোর সঙ্গে সে থাকে, তাদের মানসিকতা নিয়েই যদি তার মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তাহলে সব কিছু মেনে নেওয়া বড় কঠিন হয়।

কী মনে হতে হোয়াটস অ্যাপ খুলে অরুন্ধতীর কন্ট্যাক্টটা খুলে দেখল অনলাইন দেখাচ্ছে। সে লিখল “সব ঠিক আছে তো?”

অরুন্ধতী অবাক হবার স্মাইলি দিয়ে লিখল, “হ্যাঁ, ঠিক আছে। কেন বল তো?”

সৌরভ লিখল, “এত রাতে অনলাইন দেখে লিখলাম আর কী”।

অরুন্ধতী হাসির স্মাইলি দিয়ে লিখল, “তুমিও তো অনলাইন। পড়ছিলে নাকি?”

সৌরভ লিখল, “নাহ। পড়ায় মন বসে নাকি? আচ্ছা তোমার সমস্যাটা কী ছিল? যদি না বলতে চাও চাপ নেই”।

অরুন্ধতী লিখল, “হঠাৎ? এত রাতে?”

সৌরভ লিখল, “এমনিই মনে হল। অ্যাকচুয়ালি আমরা কলিগ। আমি তো বেশি কথা বলি না কারো সঙ্গে। হঠাৎই মনে হল তোমার অনেক সমস্যা আছে, আমিই জানতে চেষ্টা করি নি। এটা ঠিক করি নি”।

অরুন্ধতী লিখল, “ধুস। অতো চাপ নিও না। ইটস ওকে। অন্যের সমস্যা জেনে কীই বা করবে? কেউ কেউ আবার ভাবে আমি সিম্প্যাথি নেওয়ার চেষ্টা করছি। কিছু না জানাই ভাল”।

সৌরভ লিখল, “না, ঠিক আছে। তুমি চাইলে আমাকে ভেন্ট করতে পারো। আমি কাউকে কিছু বলার লোক নই”।

অরুন্ধতী লিখল, "বলব। ভেবো না। ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি। মনে হয় সারাক্ষণ নিজের কাঁদুনি গেয়ে যাচ্ছি। কোনকালেই এরকম ছিলাম না জানো তো"।

সৌরভ হাসির স্মাইলি দিল, "পরিস্থিতি মানুষকে পাল্টায় জানি। ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে"।

অরুন্ধতী লিখল, "বাই দ্য ওয়ে, কলেজে তোমার বেশ ক্রেজ আছে ছাত্রীমহলে। কে আবার কনফেস করেছে তোমাকে পছন্দ করে"।

সৌরভ হেসে ফেলল, "কলেজ লাইফ ক্রাশ ম্যাম। ও সব কেটে যায়। ও নিয়ে ভাবলে হয় নাকি?"

অরুন্ধতী লিখল, "তা ঠিক। সত্যি কেটে যায়। আমারও একজন কলেজ লাইফ ক্রাশ ছিল। পরে সে-ই আমার হাজব্যান্ড হয়। ভাবা যায় না একজন মানুষ কি করে ক্রাশ থেকে বাঁশ হয়ে যায়"।

সৌরভ লিখল, "সরি টু হিয়ার দ্যাট"।

অরুন্ধতী লিখল, "মাঝে মাঝে মনে হয় আমি পাগল হয়ে গেছি। অনেকেই বলে আমি সারাক্ষণ ওকে নিয়ে ভেবে যাচ্ছি। এটা ঠিক না। আচ্ছা কেন ভাবব না বল? একটা লোক, যাকে আমি ঈশ্বরের মত ভেবেছি বরাবর, তার কুৎসিত কদাকার রূপ দেখলে যে শকটা লাগে, সেটাকে কী করে সহ্য করা যায়? আচ্ছা আমি কল করি? এত কথা লিখে বলতে প্রব্লেম হয়"।

লেখাটা পড়ে সৌরভই ফোন করল। অরুন্ধতী ফোন ধরে বলল, "তুমি হঠাৎ করে আমায় এসব জিজ্ঞেস করছো কেন?"

সৌরভ বলল, "আমার কেন জানি না বিকেলে মনে হল তুমি কোন ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছ। তোমার বন্ধুর অভাব হচ্ছে। সেটা ভেবেই তোমাকে বললাম। তোমার যদি কিছু বলার ইচ্ছে হয়, আমাকে বলতে পারো"।

অরুন্ধতী ম্লান হাসল, "কী আর বলি বল তো। কিছুই বলার নেই। আমার আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে ইচ্ছেও করে না। বাই দ্য ওয়ে, মিস্টার কলেজ ক্রাশ, তুমি কি ধরতে পেরেছো কে বা কারা তোমায় এত ভালোবাসে বা পছন্দ করে?"

সৌরভ বলল, "নাহ, পারি নি। পারলে ধমক চমক দেবো আর কী। ব্যাপারটা ক্রাশ অবধি ঠিক ছিল, কনফেশন পেজের আড়ালে ব্যাপারগুলো নোংরামো হয়ে যাচ্ছে"।

অরুন্ধতী বলল, "ঠিক আছে। এত রাতে এসব নিয়ে ভেবো না। ঘুমিয়ে পড়। কালকে তো সেই কলেজ"।

সৌরভ বলল, "ওহ, তুমি ঘুমোবে? ঠিক আছে"।

অরুন্ধতী বলল, "আমি? ঘুম? এই কম্বিনেশনটা বহুদিন নষ্ট হয়ে গেছে হে! বহুদিন ঘুমাই না। সারারাত জেগে থাকি। কিন্তু তোমাকে জাগতে হবে না। ঘুমোও"।

সৌরভ দুঃখিত গলায় বলল, "ডাক্তার দেখাতে পারো তো"।

অরুন্ধতী বলল, "কী লাভ? ট্রিটমেন্ট চলতে চলতে তেনার যদি আবার আমাকে জ্বালানোর ইচ্ছে চলে এল তো আবার সব চলে গেল! কী দরকার! এভাবেই চলুক"।

সৌরভ চুপ করে রইল।

মানুষকে কত কষ্ট সামলে টিকে থাকতে হয় এই পৃথিবীতে!

৩৬

রায়া সারারাত ঠিক করে ঘুমোতেই পারল না। শেষ রাতে ঘুমোল। শিঞ্জিনীর ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। ব্রেকফাস্ট করার আগে রায়াকে ডেকে তুলল। রায়া চোখ মুছে বলল, "আমি ভাবছি আজ বাঙ্ক মারব"।

শিঞ্জিনী রাগী গলায় বলল, "ঠিক কী আনন্দে? কাল কলেজ থেকে চলে এলি, আজকেও যাবি না? এন্ড অফ দ্য ডে তোকে পড়াশুনাটা করতে হবে, সেটা মাথায় আছে তো রে? অ্যাটেনডেন্স না থাকলে সেমিস্টারে

বসতে দেবে না তখন বুঝবি"।

রায়া কাতর চোখে তাকিয়ে বলল, "রেগে যাচ্ছিস কেন? আমি তো একবারেই বাঙ্ক মারি না। কলেজে গেলেই তো সবাই আমার দিকে কেমন কেমন চোখে তাকাবে কালকের জন্য। আমার ওইরকম চোখ ভাল লাগে না"।

শিঞ্জিনী বলল, "ফেস কর। একটা গোটা দিন চলে গেছে। কেউ কিচ্ছু মনে রাখে না। লোকের খেয়ে দেয়ে অতো কাজ নেই যে সব কিছু মনে রেখে দেবে। নরমালি ক্লাস কর। বরং তুই কলেজে না গেলে সবার স্ট্রাইক করবে, রায়া কোথায়? কোথায় গেল?"

রায়া বলল, "ভাল্লাগে না। ধুস। কবে শনিবার আসবে বলতো? ধুস ধুস"।

শিঞ্জিনী বলল, "উঠে পড়। রেডি হয়ে নে। তোকে না নিয়ে আমি নড়ছি না"।

রায়া ব্যাজার মুখে বাথরুমে ঢুকল। তৈরি হয়ে দুজনে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখল শুভ্র গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শিঞ্জিনীদের দেখেই শুভ্র খুব ডাঁটের মাথায় বলল, "কোথায় যাবি?"

শিঞ্জিনী বলল, "দিল্লি যাবো দাদা। এখান থেকেই দিল্লির বাস ছাড়ে না?"

শুভ্র রেগে গিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে কি ইয়ার্কি করছিস?"

শিঞ্জিনী বলল, "না। এমনিই বললাম। কোথায় আর যাবো বল? কলেজের সময় তো লোকজন কলেজেই যায়, তাই না?"

শুভ্র বলল, "সেটা বলতেই পারতিস। ট্যারা ব্যাকা রিপ্লাই দেওয়ার তো কিছু ছিল না। এই জন্যই ঠিক করে র‍্যাগিং হবার দরকার ছিল তোদের। কোভিডের জন্য বেঁচে গেছিস। ঠিক ঠাক র‍্যাগিং হলে একদম শিখে যেতিস সিনিয়রদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়"।

শিঞ্জিনী বলল, "এটা ঠিক। তুমি চাইলে র‍্যাগিং করতেই পারো। তবে কী সব অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি আছে শুনেছিলাম কলেজে? তুমি তো চাকরি পেয়ে গেছো? র‍্যাগিং করতে গিয়ে যদি চাকরিটা চলে যায়, তাহলে কি ভাল হবে দাদা?"

শুভ্র বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে। তোদের সঙ্গে কথা বলাই বিপদ। যা পারিস কর"।

অন্যসময় হলে রায়া প্রচুর হাসত, এখন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। শিঞ্জিনী সেটা বুঝে বেশি কথা বাড়াল না। বাসের রাস্তাটাও রায়া গম্ভীর হয়েছিল। বাস থেকে নামতেই তাদের চোখে পড়ল, একটা ভ্যানে সৌরভ আর অরুন্ধতী হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। রায়া সেটা দেখেই শিঞ্জিনীকে বলল, "দেখ, দেখ। কী খুশি দেখ। এর পরেও তুই বিশ্বাস করতে বলছিস ওদের মধ্যে কিছু নেই?"

শিঞ্জিনী বলল, "বিশ্বাস না করলে করিস না। তুই এটা নিয়ে অকারণ আপসেট হচ্ছিস কেন?"

রায়া বলল, "জানি না। যদি জানতে পারতাম ওরা সত্যিই রিলেশনে আছে, তাহলে আমি আর বেশি ভাবতাম না। আমি মনে হয় বেশি ভেবে ফেলছি"।

শিঞ্জিনী বলল, "তা তো ফেলছিসই। এটা নিয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে ভেবে এমন জায়গায় চলে গেছিস, এখন উলটো পাল্টা কাজ করে যাচ্ছিস। ছড়িয়ে লাট করে দিচ্ছিস। মাথা ঠাণ্ডা কর। গোটা ব্যাপারটা আবার নতুন করে ভাব"।

রায়া অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল। বলল, "আমি সরে যাই বরং। এসব নিয়ে আর ভাবব না"।

শিঞ্জিনী শ্বাস ছেড়ে বলল, "এই ডিসিশনটা মনে হয় তুই চার হাজার বার নিয়ে নিলি, তাই না?"

রায়া বলল, "কী করব বল? আমি চাইলেও তো কাটিয়ে দিতে পারি না। বুকটা কেমন হু হু করে"।

শিঞ্জিনী বলল, "পুরো ভরপেট কেস যতক্ষণ না খাচ্ছিস, ততক্ষণ এরকমভাবেই হু হু করবে। তারপর কেস খেলে বুঝবি কেমন লাগে। ওরা কীভাবে গেল দেখলি না? এখন তো তোর গান করা উচিত ছিল 'দেখেছিলাম আলোর নিচে, অপূর্ব সেই আলো, স্বীকার করি দুজনকেই মানিয়েছিল ভাল'"।

রায়া কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, "এরকম করলে কিন্তু আমি পিজিতে ফিরে যাবো"।

শিঞ্জিনী বলল, "যা না। তারপর আমি কাকিমাকে ফোন করে বলব তুই কী করছিস"। রায়া দুঃখিত হয়ে বলল, "তুই পারবি?"

শিঞ্জিনী বলল, "কেন পারবো না। তোর নউটঙ্কি আর সহ্য হচ্ছে না। এবার নতুন একটা কাউকে ধরে ঝুলে পড়"।

শুভ্র সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। শিঞ্জিনী ফিসফিস করে রায়াকে বলল, "আমাদের বিল্ডিং এ এই দাদাটা থাকে। চাকরিও পেয়েছে। ঝুলে পড়"।

রায়া রেগে মেগে শিঞ্জিনীকে জোরে চিমটি কেটে দিল।

৩৭

সৌরভ ল্যাবে ঢুকতে গিয়ে দাশু ল্যাবের বাইরে বসে আছে। সে অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

দাশু গম্ভীর গলায় বলল, "স্যার সিক্রেট কথা"।

সৌরভ ল্যাবের দরজা খুলে বলল, "ভেতরে এসো"।

দাশু ল্যাবে ঢুকল।

সৌরভ চেয়ারে বসে বলল, "বল তোমার কী সিক্রেট কথা আছে"।

দাশু বলল, "স্যার, আপনি হেবি পপুলার। কত মেয়ে ফ্যান আপনার। একটার পর একটা কনফেশন এসেছে কাল থেকে আপনার হয়ে। আমি পোষ্ট করার আগে ভাবলাম আপনার পারমিশন নিয়ে নি। কী করব স্যার? ওগুলো পোস্ট করব?"

সৌরভ বলল, "একবারেই না। সব কিছুর একটা লিমিট থাকা উচিত। সেটা রাখো"।

দাশু বলল, "ঠিক আছে স্যার। আমি কেস খেতে চাই না। আমি তো মজা করতে পেজটা খুলেছিলাম, কেস খাবো কেন বলুন?"

হাসি পেলেও সেটা চেপে রেখে সৌরভ বলল, "হ্যাঁ, ঠিক করেছো। এবার ক্লাস কর"।

দাশু হাই তুলে বলল, "স্যার ক্লাস করতে ইচ্ছে করে না। এখন একটু মাচায় বসে থাকব"।

সৌরভ বলল, "ক্লাস না করলে আমি স্টেপ নেব তোমার এগেইন্সটে"।

দাশু ব্যাজার মুখে করে বলল, "স্যার এটা ব্ল্যাকমেইল হয়ে গেল। এটা আপনার থেকে আশা করি নি"।

সৌরভ বলল, "অ্যাটেনডেন্স কম থাকলে সেমিস্টারে বসতে পারবে না, সেটা ভাল লাগবে?"

দাশু বলল, "এটা ঠিক না স্যার। অ্যাটেনডেন্সের ঝামেলা না রেখে সেমিস্টার করা উচিত। ওসব কেন থাকবে?"

সৌরভ বলল, "এখানে থ্রি ইডিয়টস চলছে না। কলেজের কিছু নিয়ম আছে, সেগুলো মেনে চলো, তাছাড়া আমি তো বললামই, ক্লাস না করলে আমি কী করব"।

দাশু বলল, "স্যার এটা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ"।

সৌরভ এবার হেসে ফেলে বলল, "ক্লাসে যাও। অনেক হয়েছে"।

দাশু বলল, "স্যার, আমাদের ক্লাসের রায়ার মনে হয় আপনার উপর হেবি চাপ আছে। আমি বুঝতে পারি"।

সৌরভ অবাক হয়ে দাশুর দিয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে যাও"।

দাশু বেরিয়ে গেলে সৌরভ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে গত রাতের কল রেকর্ড দেখল। ঠিকই। অদ্ভুত টাইমে মেয়েটা ফোন করেছে। ক্লাসে তার বকাঝকা শুনে কেমন অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে গেছিল। এদিকে মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে তার ল্যাবে চলে আসে। যেন ল্যাবে আসার কোন ছুতোর দরকার ছিল।

সব কিছুই কেমন অদ্ভুতভাবে অঙ্ক মিলিয়ে দিচ্ছে। হয়ত কনফেশনটাও রায়াই করেছিল। এদের বয়সটা ভাল না। লকডাউনের জন্য এমনিতেই কারো মনের অবস্থাই ভাল ছিল না, সুইসাইডের ঘটনা আকছার ঘটছে। এই মুহূর্তে রায়াকে অনেক সাবধানে সামলাতে হবে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! কলেজে পড়ানো শুরু করার সময় তো এসব ভেবে কখনো পড়ানো শুরু করে নি সে! আজকাল কী সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে! তাদের অনেক বেশি করে ছাত্র ছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করা উচিত ছিল। শুধু বিষয় নয়, বিষয়ের বাইরে গিয়েও অনেক বিষয় আছে যেগুলো অনেক বেশি করে জানতে হত। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সৌরভ। জীবনটা বড় জটিল হয়ে যাচ্ছে। না চাইতেই সব কিছু কেমন যেন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। এরকমটা হবার কথা ছিল না হয়ত। সে তো চায় নি। সে পড়তে চেয়েছিল, পড়াতে চেয়েছিল, একটা সহজ সরল অ্যাকাডেমিক জীবন চেয়েছিল। হঠাৎ করে সব কিছু এরকম বেসুরো হয়ে গেল কেন? তার জায়গাটাও তো ভারি কঠিন। ছাত্রীকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না, আবার বকাবকিও করা যাবে না। কী করবে সে এই সময়ে? অরুন্ধতীর সঙ্গে কথা বলবে? না থাক। কারো সঙ্গেই কথা বলার দরকার নেই। সে যেমন স্বাভাবিক থাকে, তেমনই থাকবে। বেশি কিছু ভাবতে গেলে সমস্যা বাড়বে। কনফেশন পেজ আছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট আছে, দিনে দিনে সব কিছুর বাড় বাড়ন্তই এই সমস্যাগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

একটা কথা মনে পড়ায় সৌরভ নড়ে চড়ে বসল। সেদিন যখন অরুন্ধতী এখানে এসেছিল রায়াই ছিল বাইরে। তার মানে ওই কনফেশনটাও রায়ারই করা ছিল?

৩৮

অভ্যাস একটা কঠিন ব্যাপার। এতদিন সে শমীকের সঙ্গে বসত। আজ শমীকের পাশে ব্যাগ রেখেও মনে পড়ল সে শমীকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। অঞ্জনা পাশের বেঞ্চে বসল। এবং অবাক হয়ে দেখল শিঞ্জিনী কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবেই শমীকের পাশে বসে পড়ল এবং তখন ক্লাসও শুরু হয়ে গেল।

শমীক জানত অঞ্জনা তার পাশে বসবে না। শিঞ্জিনী বসায় সামান্য অবাক হলেও কিছু বলল না। রায়া একবারে লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসে আছে শুরু থেকেই। তার চোখ মুখ থমথমে। ক্লাস শুরু হবার মিনিট পাঁচেক পর দাশু ক্লাসে ঢুকে রায়ার পাশে গিয়ে বসল। স্যার বোর্ডের দিকে ফিরতেই দাশু ফিসফিস করে রায়াকে বলল, "তোর কি সৌরভ স্যারের উপর চাপ আছে?"

রায়া বলল, "এসব কে বলেছে তোকে?"

দাশু ভালমানুষের মত মুখ করে বলল, "একটা ওয়াইল্ড গেস মারলাম আর কী। থাকলে কী আছে? এ কলেজের সবারই তো দেখি ওর উপর চাপ"।

রায়া রেগে গেলে তার নাক লাল হয়ে যায়।

দাশুর দিকে না তাকিয়ে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজে বাজে কথা না বলে ক্লাস করতে দে, নইলে স্যারকে বলে দেব"।

দাশু বলল, "বললে বলবি। কী আর হবে?"

রায়া গোটা ক্লাস কোন কথা বলল না।

অন্যদিকে অঞ্জনা পাশের বেঞ্চ থেকে আড়চোখে দেখল শিঞ্জিনী কেমন যেন শমীকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তার রাগ হচ্ছিল। শিঞ্জিনী আবার শমীকের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব কথা বলতে শুরু করল কিছুক্ষণ পরে। অঞ্জনা জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে লাগল। তাকে মা শিখিয়েছে খুব বেশি রাগ হলে জোরে জোরে শ্বাস নিতে, ছাড়তে হয়। সে তাই করতে লাগল।

ক্লাস শেষ হতেই দাশু পিছনের বেঞ্চ থেকে সামনে এসে বলল, "কী ব্যাপার, আমাদের কাজল শারুক জুটি ভেঙে গেল নাকি?"

শমীক রাগী চোখে দাশুর দিকে তাকিয়ে বলল, “বাজে বকিস না”।
দাশু শিঞ্জিনীর দিকে তাকাল, “কীরে, তুই রায়াকে ছাড়াই বসেছিস কেন? কী হয়েছে?”
শিঞ্জিনী বলল, “সব কৈফিয়ত কি তোকে দিতে হবে”?
দাশু বলল, “এমনিই জিজ্ঞেস করলাম আর কী”!
অঞ্জনা গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। মাঝে মাঝেই শ্বাস নেওয়া ছাড়া প্র্যাক্টিস করছিল। এখন সৌরভের ক্লাস ছিল না। সৌরভ হঠাৎ করেই ক্লাসে ঢুকতে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। সৌরভ ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বলল, “রায়া এসেছে? একবার ল্যাবে এসো তো, কথা আছে”।
শিঞ্জিনী দেখল রায়া ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। সৌরভ বেরোতে সেও বেরিয়ে গেল। শিঞ্জিনী কিছু বলতে গেছিল রায়ার কানেই গেল না।
শিঞ্জিনী বেরিয়ে যেতে দাশু বলল, “কী চাপের ব্যাপার বল তো। এভাবে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেল কেন?”
শিঞ্জিনী বলল, “ডাকতেই পারে। তোর কী সমস্যা হচ্ছে?”
দাশু বলল, “আমার আর কী সমস্যা? আমার কোন সমস্যা নেই। এমনিই মনে হল আর কী”।
শিঞ্জিনী বলল, “একটু বেশিই মনে হয় তোর সব কিছুতে। এত মনে হওয়া ভাল না”।
দাশু চুপ চাপ তার ডেস্কে গিয়ে বসল। শিঞ্জিনী বাথরুমে গেল। ফিরে এসে দেখল অঞ্জনা তার জায়গায় বসে পড়েছে।
সে বলল, “কী হল? আমি তো এখানে বসে ছিলাম। কী রে শমীক? তুই দেখিস নি আমি এখানে বসেছিলাম?”
শমীক কিছুই বলল না।
অঞ্জনা বলল, “আমার জায়গা এটা। আমি বসলাম। তুই যেখানে রোজ বসিস, সেখানে বস”।
শিঞ্জিনী বলল, “অদ্ভুত ব্যাপার তো। আমার ব্যাগটা তুই সরিয়ে দিলি কেন? এত সাহস কী করে হল তোর?”
অঞ্জনা বলল, “সাহসের তো কিছু নেই এখানে। এটা আমার জায়গা, এখানে আমি বসেছি, ব্যাস!”
শিঞ্জিনী শমীককে বলল, “আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম তুই অন্তত কিছু বলবি। তোরা না অদ্ভুত টাইপের পাবলিক সব”।
এন সি স্যার ঢুকলেন ক্লাসে। শিঞ্জিনী রেগে মেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

৩৯

“বসো”। ল্যাবে ঢুকে তার সামনের চেয়ারে রায়াকে বসালো সৌরভ।
রায়ার বুক ঢিবঢিব করছিল। ভীষণ ভয় লাগছিল তার। সে বলল, “কী হয়েছে স্যার? এনি প্রবলেম?”
সৌরভ রায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমার বাড়িতে কে কে আছে রায়া?”
রায়া অবাক হয়ে বলল, “কেন স্যার?”
সৌরভ বলল, “এমনি। কৌতূহল। কে কে আছে?”
রায়া বলল, “বাবা, মা। দাদা, বৌদি”।
সৌরভ বলল, “তুমি কলকাতার নও?”
রায়া বলল, “না স্যার। এখানে পিজিতে থাকি”।
সৌরভ বলল, “বাবা মাকে রোজ ফোন কর?”

রায়া বলল, “হ্যাঁ স্যার”।

সৌরভ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, “তুমি পড়াশুনায় ভাল। বি টেক করে গেট বা ক্যাট যে কোন একটাতে বসবে। হায়ার স্টাডি করলেও ভাল প্রসপেক্ট আছে, ভাল চাকরিও পেতে পারো। সেটা নিয়ে ভেবেছো কখনো?”

রায়া বলল, “হ্যাঁ স্যার। আমি চেষ্টা করব। বাকিটা ভাগ্য”।

সৌরভ বলল, “ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছো। ভাগ্যের কী দেখলে তুমি? পড়তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমি নিজেও মাধ্যমিক দিয়ে ক্লাস ইলেভেনে উঠে ভেবেছিলাম খুব বড় হয়ে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং এ আরো বেশি মনে হয় সেটা। আসলে কিন্তু কেউ বড় হয় না। এই না বেড়ে ওঠার সময়টায় নিজেদের বড় ভাবাটাই সমস্যাটা তৈরী করে দেয়। ভাবতে পারো জ্ঞান দিচ্ছি, কিন্তু এটা বুঝতে হবে। এই যে ইন্সটিটিউশনটা দেখছো, এখানে আমাদের সবার আলাদা আলাদা একটা ফাংশান আছে। কেউ পড়াতে এসেছি, কেউ পড়তে এসেছি। এর বাইরেও আমরা মজা করছি, খেলছি, সব কিছু করছি। আমাদের সবার মধ্যে একটা বাউন্ডারি আছে। আমরা অনেকেই সেটা পেরিয়ে ফেলি, বুঝতে পারি না কী করি। সেটা ঠিক না রায়া”।

রায়া বলল, “এগুলো আমাকে কেন বলছেন স্যার”?

সৌরভ বলল, “কলেজের কনফেশন পেজে ওই কনফেশনটা তুমি করেছিলে, তাই না”?

রায়া মাথা নিচু করে বসে রইল।

সৌরভ বলল, “ভয়ের কিছু নেই রায়া। তুমি নির্ভয়ে বল। আমি শুধু জানতে চাইছি”।

রায়া বলল, “স্যার, আপনার উপরে আমার একটা ক্রাশ আছে। আমি আপনাকে পছন্দ করি। সেদিন এ বিকে এই রুমে দেখে রাগের মাথায় ওই কনফেশনটা পাঠিয়েছিলাম। তারপরে আমি বুঝেছিলাম আমার ওটা পাঠানো ঠিক হয় নি। আমি মেসেজ করি অ্যাডমিনকে। ও কনফেশনটা ডিলিট করে নি। আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিন স্যার। বাড়িতেও যদি কিছু বলা হয়, তাহলে খুব ঝামেলা হয়ে যাবে”।

সৌরভ বলল, “আমি কাউকেই কিছু বলব না। তোমাদের বয়সটা কম। এসব এই বয়সে হয়। স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি খুবই ভাল। আমি চাই না কোন তুচ্ছ কারণে আমার কোন স্টুডেন্টের বিন্দুমাত্র কোন ক্ষতি হয়। তবে কী জানো তো, তোমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে। শুধু কলেজ বলে না, তোমাদের সামনে গোটা জীবন পড়ে আছে। এই জীবনে প্রেমিক প্রেমিকা ছাড়াও ছেলে মেয়েরা কাজের কথা বলতে পারে। তারা বন্ধু হতে পারে। অফিস রিলেশন থাকতে পারে। তারা কথা বললেই ব্যাপারটার সরলীকরণ করে নিতে নেই। যারা এগুলো সরলীকরণ করে, তারা কি ঠিক করে? তোমার কী মনে হয়?”

রায়ার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। কোন মতে বলল, “সরি স্যার। আর হবে না”।

সৌরভ বলল, “গোটা জীবন পড়ে আছে রায়া। এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বেশি ভাবতে যেও না। সামনের সেমিস্টারগুলো খুব কঠিন হতে চলেছে। এতদিন বাড়িতে বসে ছিলে। এসব ক্রাশ ট্র্যাশ ছেড়ে পড়ায় মন দাও। গেটের কথাটাও ভুলো না”।

রায়া বলল, “কিন্তু স্যার কাউকে ভালবাসলে তো সেটা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, তাই না?”

সৌরভ বলল, “না। যায় না। কিন্তু এরকম ভালোবাসা কত আসে, কত যায়। জীবনে সব কিছুর জন্য এত সময় নষ্ট করবে তুমি?”

রায়া বলল, “সরি স্যার। আমার ভুল হয়ে গেছে”।

সৌরভ বলল, “তোমাদের বয়সটাই এরকম। ভুলচুক হবেই। আমি বলি শোন, ফোকাসটা ঠিক রাখো। আমি প্রথমে খুব রেগে গেছিলাম। পরে যখন বুঝি এসব তোমার কাজ, আমার মনে হল বোঝানোটা বেশি দরকার। তুমি কি বুঝেছো আমি কী বলতে চাইছি?”

রায়া সৌরভের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বলল, "স্যার আই অ্যাম সরি ফর দ্যাট পোস্ট, নট সরি ফর মাই ফিলিংস টুয়ারডস ইও। আমি কী করব স্যার, ওখানে আমার কোন হাত নেই"।

সৌরভ চুপ করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "এসব কেটে যাবে রায়া। এগুলোকে ইনফ্যাচুয়েশন বলে। ক্লাস কর। আর বাংক টাংক কোর না। যাও"।

রায়া সৌরভের দিকে একবার তাকিয়ে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌরভ চুপ করে বসে রইল। রায়ার কথাটা তাকে যেন হঠাৎ করে একটা ধাক্কা মারল!

৪০

"তোর পিরিয়ড ক্লিয়ার হয়েছে?"

ক্যান্টিনে সুকন্যাকে জিজ্ঞেস করল সাগ্নিক।

সুকন্যা বলল, "কেন? আবার যাবি?"

সাগ্নিক মাথা চুলকাল, "না, মানে তুই না যেতে চাইলে যাবো না। তুই কি চাস?"

সুকন্যা বলল, "এখন ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে হলে বলব"।

সাগ্নিক কাঁধ ঝাঁকাল, "ঠিক আছে"।

সুকন্যা বলল, "তুই আমাকে একটা কথা বল, হোটেলে গিয়ে সেক্স করলেই আমরা বেশি ভালবাসব?"

সাগ্নিক বলল, "আমি কী জানি? ওই ডিসিশনটা দুজনেই নিয়েছিলাম"।

সুকন্যা বলল, "শোন ভাই, তোকে একটা কথা বলি। এই যে হোটেল হোটেল করছিস, ওই সব করার পর কী হয় জানিস? মেয়েটা প্রেগন্যান্ট হয়। ছেলেটা না। এবার আমার কিছু হবার পর আমি নিজেও জানি না কী করতে হবে। তখন আমাকে কে দেখবে? তুই তো পালাবি"।

সাগ্নিক বলল, "কেন পালাবো? আমি পালাবো না। আমি যা করার করব। আমরা বিয়ে করে নেব"।

সুকন্যা সাগ্নিকের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, "এগুলো এখন বলছিস। তখন বলবি না। তখন সব মাথা ব্যথা আমার হয়ে যাবে। দরকার নেই। এরকমই ভাল"।

সাগ্নিক বলল, "ঠিক আছে, আমি আর হোটেলে যাবার কথা বলব না। তবে তুই ভেবে দেখিস, সেদিন সিনেমা হলে কিস করতে করতে তুইই বলেছিলি এভাবে হয় না"।

সুকন্যা বলল, "ভাল তো। এখন আমিই বলছি এভাবে হয় না। ঠিক আছে?"

সাগ্নিক বলল, "ঠিক আছে। তুই যা বলবি তাইই ঠিক। কোন অসুবিধে নেই"।

সুকন্যা বলল, "ক্লাস করবি না? পর পর তিনটে ক্লাস আছে এর পর"।

সাগ্নিক বলল, "ভাল লাগছে না"।

সুকন্যা বলল, "হোটেলে যাবো না বলায় ভাল লাগছে না, তাই তো?"

সাগ্নিক বলল, "সেসব কিছু না। তুই কেমন যেন হয়ে গেছিস সেদিন থেকে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না"।

সুকন্যা বলল, "তা ঠিক। আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু ভেবেছি"।

সাগ্নিক বলল, "কী ভেবেছিস?"

সুকন্যা বলল, "রিলেশনশিপে একটা এজ ডিফারেন্স হওয়া উচিত। তোর বয়সে তোর উচিত ক্লাস টুয়েলভ বা ইলেভেনের কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা। সেম এজ রিলেশনশিপ ইজ নট কুল"।

সাগ্নিক হতভম্ব মুখে বলল, "মানে? তুই কি ব্রেক আপ করতে চাইছিস?"

সুকন্যা বলল, "ব্রেক আপটা তো চাপের শব্দ, তার আগে তুই কনফার্ম কর, আমরা কি রিলেশনে আছি?"

সাগ্নিক বলল, "অবভিয়াসলি। আমরা রিলেশনে আছি না নেই তুই জানিস না?"

সুকন্যা বলল, "তুই তো জানিস। তুই বল"।

সাগ্নিক বলল, "আমি তো বলছি আমরা রিলেশনশিপে আছি। আমি ক'দিন ধরেই দেখছি তুই আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছিস। কিছু একটা কেস হয়েছে। তোর কি অন্য কাউকে পছন্দ? বেরোতে চাইছিস?"

সাগ্নিককে দেখে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। তার কাঁদো কাঁদো অবস্থা হয়ে গেছে।

সুকন্যা বলল, "আমার একটু সময় চাই। ক'টা দিন তুই আমায় ফোন করিস না। আমরা একটু দূরে থাকি একে অপরের থেকে। যদি আমাদের মধ্যে রিলেশনশিপ বলে সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে আবার প্যাচ আপ করা যাবে?"

সাগ্নিক দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, "হয়ত এটাই হবার ছিল। আমারও মনে হচ্ছিল তুই বেরোতে চাইছিস"।

সুকন্যা বলল, "ঠিকই মনে হয়েছিল। আমি ক্লাসে যাচ্ছি। তুই গেলে চল। এন্ড বিহেভ লাইক এ ম্যাচিওর পারসন প্লিজ। একটা ব্রেক আপেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না"।

সাগ্নিক বলল, "ঠিক আছে, বাই"।

সুকন্যা বলল, "আর শোন না, আমাকে এখন মেসেজ করিস না। ফেসবুকে আপাতত ব্লক করব। পরে যদি বুঝি, অ্যাড করে নেব। ওকে?"

সাগ্নিক বলল, "ওকে"।

সুকন্যা চলে গেল। সাগ্নিক চুপ করে বসে রইল। দাশু এল, "কী বে, তোর মুখটা এরকম হয়ে গেছে কেন? কেউ পেছন মেরে দিয়ে গেছে নাকি?"

সাগ্নিক লাল চোখে দাশুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন যা"।

দাশুর স্বভাব মোটেও চুপ করে যাওয়ার না। সে সাগ্নিকের সামনে বসে পড়ে বলল, "বল না বল না। কী হয়েছে বল না"।

সাগ্নিক দাশুর মুখে ঘুষি মারল। দাশু মেঝেতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্নিককে মারতে গেল। দুজনের মারপিট শুরু হয়ে গেল।

৪১

এন সি স্যারের ক্লাসে ঢুকে রায়া দেখল শিঞ্জিনী আবার আগের ডেস্কেই বসেছে। সে শিঞ্জিনীর পাশে গিয়ে বসল। শিঞ্জিনী ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

রায়া বলল, "কিছু না। ঠিক আছে"।

শিঞ্জিনী বলল, "কী ঠিক আছে? ডেকে নিয়ে গেল কেন?"

রায়া বলল, "পরে বলছি"।

শিঞ্জিনী অঞ্জনার দিকে তাকাল। তার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল ক্লাসের মধ্যেই অঞ্জনার মুখে একটা চড় মেরে আসে। মাথায় আগুন জ্বলছে।

ক্লাস শেষ হলে শমীক ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াল। অঞ্জনা বলল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

শমীক বলল, "আমার কাজ আছে। আমি পিছনের ডেস্কে যাবো"।

অঞ্জনা বলল, "কী কাজ?"

শমীক উত্তর দিল না। পেছনে একটা ডেস্কে গিয়ে বসল। শিঞ্জিনী বলল, "তুই কি এখন শমীকের সিকিউরিটির কাজ করছিস? এমন পজেসিভনেস দেখাচ্ছিস যে গার্লফ্রেন্ডরাও এত দূর করে না।"

অঞ্জনা শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তো?"

শিঞ্জিনী বলল, “তো আর কী? যেটাই করিস, লাভ তো কিছু হচ্ছে না। তোকে কাটিয়ে দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে তো”।

অঞ্জনা বলল, “কে দেখল? তোর সঙ্গে এত কথা বলছিই বা কেন? গো টু হেল”।

শিঞ্জিনী বলল, “নাকটা এত বড় রাখিস না। যেদিন কাটা যাবে, বুঝবি”।

অঞ্জনা বলল, “সেটা সেমের রেজাল্ট বেরোলেই বোঝা যাবে কার নাক কাটা যাবে”!

শিঞ্জিনী বলল, “তাই? রেজাল্টে নাকের শেপ থাকে বুঝি? তুই লোকজনের সঙ্গে যাচ্ছেতাই বিহেভ করবি, আর ভাববি রেজাল্ট ভাল হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে? ব্যাপারটা এতটাই সোজা?”

অঞ্জনা বলল, “আমার তোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না”।

শিঞ্জিনী বলল, “আর আমার তো খুব ভাল লাগছে”।

দাশু ক্লাসে ঢুকল। তার চোখের তলায় কালশিটে পড়ে গেছে। শিঞ্জিনী অবাক হয়ে বলল, “তোর কী হল?”

দাশু বলল, “আরে সাগ্নিকের সঙ্গে একটা অ্যাকশান সিকোয়েন্স হয়ে গেল। ছোট খাটো ক্যালাকেলি। মালের মনে হয় ঝগড়া হয়েছে, পুরো ফালতু কেলিয়ে দিল”।

শিঞ্জিনী বলল, “ফার্স্ট এইডে যা। পরে ব্যথা করবে”।

দাশু বলল, “আরে এখনই ব্যাথা করছে”।

দাশুর চোখ পড়ল শমীক পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। সে শমীকের পাশে গিয়ে বসে পড়ল, “কিবে, তোর নাকি এখন প্রচুর ডিমান্ড? শিঞ্জিনী আর অঞ্জনা দুজনেই তোর জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছে। যা তা ব্যাপার তো রে ভাই!”

শমীক বিরক্ত গলায় বলল, “চুপ কর না। সাগ্নিক তোকে মেরেছে ঠিকই করেছে। পারলে আমিও মারতাম। শুধু বাজে বকে যাস”।

দাশু গলা নামিয়ে বলল, “আরে সাগ্নিকের একদিন না একদিন ব্রেক আপ হতই। ওই সুকন্যাই তো একদিন কীসব কনফেস করেছিল ওর সেম এজ বয়ফ্রেন্ড ভাল লাগে না বলে”।

শমীক বলল, “তুই কী করে জানলি সুকন্যা কনফেস করেছিল? অ্যানোনিমাস কনফেশন হয় তো দেখেছি”।

দাশু বলল, “ও ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। তুই ওসব বুঝবি না। দেখার চোখ থাকতে হয় ডিটেকটিভদের মত। ওই দেখ, রায়া কেমন কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঝাড় খেয়েছে। কেস কী জানিস?”

শমীক বলল, “না, তোর মত লোকের কেস খুঁজে বেড়ানো আমার কাজ না, তাই জানি না”।

দাশু বলল, “এটাও একটা কাজ। এই রায়া”।

দাশু চিৎকার করে রায়াকে ডাকল। রায়া ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, “কী?”

দাশু বলল, “সব ঠিক আছে তো?”

রায়া বলল, “কেন? কী হবে”?

দাশু বলল, “এমনি। তোকে দেখে মনে হচ্ছে কোন প্রব্লেম হয়েছে। হলে জানাস”।

রায়া ডেস্ক থেকে উঠে দাশুর সামনে এসে বলল, “হলে কী করবি তুই? কী করার ক্ষমতা আছে তোর? নিজে তো মার খেয়ে এলি, এখন কার কী হয়েছে সেটা দেখে বেড়াচ্ছিস?”

শমীক হেসে বলল, “বেশ হয়েছে। এটাই হওয়া উচিত ছিল তোর”।

অঞ্জনা রাগী চোখে শমীকের দিকে তাকাল। শমীক পালটে গেছে। লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। শমীক অঞ্জনাকে পাত্তা দিল না। তাকালই না ওর দিকে।

৪২

"ক্লাস নেই এখন?"

সৌরভ ক্লাস টেস্টের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করছিল, ল্যাবে অরুন্ধতী প্রবেশ করল। সৌরভ বলল, "হ্যাঁ, আছে তো। এখন নেই। একটা অফ আছে"।

অরুন্ধতী বলল, "একটা সুখবর আছে"।

সৌরভ বলল, "কী?"

অরুন্ধতী বলল, "আমার ল ইয়ার ফোন করেছিলেন। হয়ত তিন চারদিনের মধ্যে আমি মুক্ত হতে পারব"।

সৌরভ খুশি হল, "এটা দারুণ খবর তো। সেলিব্রেট করা উচিত"।

অরুন্ধতী বলল, "দাঁড়াও। এখনও না আঁচালে বিশ্বাস নেই"।

সৌরভ বলল, "সম্পর্ক কী অদ্ভুত জ্বালা তাই না? যেতে গেলে কী আনন্দ, এদিকে ছাড়তে চাইলে হাজার হাজার ঝামেলা চলে আসে"।

অরুন্ধতী বসল, "আর ঝামেলা। যা যা সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেলাম, এখন আবার মনে করতে বসলে নিজেকে অসুস্থ মনে হয়"।

সৌরভ বলল, "এখন কী করবে?"

অরুন্ধতী হেসে মাথা নাড়ল, "জানি না। কিছু করার আছে নাকি সেটাই জানি না। এত কঠিন পৃথিবী, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পালিয়ে যাই। সব কিছু কত কঠিন"।

সৌরভ বলল, "পালিয়ে কোথায় যাবে? পালিয়ে যাওয়া এত সোজা নাকি? ওভাবে কিছু হয় না। নিজেকে কিছুটা সময় দাও। পারলে কোথাও ঘুরে এসো"।

অরুন্ধতী ঠোঁট ওল্টাল, "একা একা কোথায় যাব আর? মাকে নিয়ে কি আর যাওয়া যায়? কোথাও যেতেও চায় না মা। একা জীবন কাটানো ইজ দ্য টাফেস্ট পার্ট অফ লাইফ। যেতে পারলে সত্যি ভাল হত। দেখি যদি কেসটা মিটে যায়, তাহলে চেষ্টা করব কোথাও যাওয়ার"।

সৌরভ বলল, "কোন ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে যেতে পারো"।

অরুন্ধতী বলল, "পাগল? এদের সঙ্গে কোথাও যায়? কাকীমা পিসিমা লেভেলের লোক জন থাকে। প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে দেয়। এমনিতেই রবিবারগুলো বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। দেখা যাবে পাড়ার কেউ না কেউ চলে আসবে। দুঃখী মুখ করে জিজ্ঞেস করে, কিছুতেই কি মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়া গেল না? মেয়েদের তো একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়। অবশ্য বয়স্ক লোকেদেরই দোষ দিই কেন, মডার্ন সোসাইটিতেও অনেকে আছে যারা ডিভোর্সি দেখলে নাক কুঁচকায়। যেন কোন পাপ করে ফেলেছি। বেঁচে থাকাটা খুব কঠিন সৌরভ। তুমি বন্ধু বলে বলছি, বোর হচ্ছো না তো?"

সৌরভ বলল, "না না, তুমি বলতে পারো"।

অরুন্ধতী বলল, "এক্সের নিন্দা করাটা ঠিক না হয়ত, তবে কী জানো, একবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছিল। অনেক ছেলেই আছে, প্রগ্রেসিভ মাইন্ড দেখিয়ে এগিয়ে আসে, পরে দেখা যায় এরাই সব থেকে বেশি প্রাচীনপন্থী। একেক দিন একেক রকম শর্ত। একদিন শুনলাম, তুমি নাচতে? ছি ছি। নাচ কোন ভদ্র বাড়ির মেয়ে করে? এটা কোন কথা হল? ভদ্রবাড়ির মেয়ে নাচ করে না?"

অরুন্ধতী উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল। সৌরভ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। অরুন্ধতী জানে না, তার মা বউদিরাও এরকমই ভাবে। আশে পাশের সবাইও হয়ত। পোশাক কিংবা মানসিকতা, বেড়া ভাঙলে সবাই রে রে করে ওঠে। সে যদি কোন ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করে, মা শয্যাশায়ী হয়ে যাবে হয়ত। মাঝে মাঝে এ জন্যই বিদ্যাসাগরের কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অতো বছর আগে লোকটা বিধবা বিবাহের কথা মাথায়

এনেছিলেন। অবশ্য অনেকেই মাথায় এনে থাকতে পারেন, সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বিষয়টাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই করেছিলেন। সমাজ বরাবরই প্রাচীনপন্থী, পিছনে টানার চেষ্টা করে যায়। সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

রায়া একরকম তাকে প্রপোজ করে গেল। এরকম অনেক প্রপোজালই সে পেয়েছে কলেজে পড়াতে গিয়ে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আবেগ বেশি থাকে। তারা অনেক বেশি সৎ থাকে। এই রায়াই একসময় বুঝবে সে ভুল করেছিল। কর্পোরেট জীবনে অনেক ভাল ভাল ছেলে তার জন্য থাকবে। অরুন্ধতী এখন যেমন তার এক্সকে নিয়ে বলছে, তখন হয়ত অরুন্ধতীর মত রায়াও তার অতীতের ভুল নিয়ে বলবে।

একবার করা ভুল বার বার ঠিক করে যাওয়ার চেষ্টাকেই বোধ হয় জীবন বলে।

৪৩

"তুই কিন্তু কেমন গুম মেরে গেছিস। আমাকে বলবি না কী হয়েছে?"

ব্রেকের সময় ক্যান্টিনের পথে যেতে যেতে শিঞ্জিনী রায়াকে জিজ্ঞেস করল। রায়া বলল, "কী আর হবে? আমি ডুমড। একবারে সব ফুটুর ডুম হয়ে গেছে আমার। সব জেনে গেছে"।

শিঞ্জিনী চমকে গিয়ে বলল, "সর্বনাশ, তারপর কী হল?"

রায়া বলল, "জ্ঞানের খাতা খুলে বসল। অনেক বড় জীবন, অনেক কিছু আছে, মানে পাতি কাটিয়ে দিল আর কী"।

শিঞ্জিনী বলল, "সেটাই তো স্বাভাবিক। কাটিয়ে না দিলেই আশ্চর্য হতাম। তবে চোর ধরেও ছেড়ে দেওয়াটাই তোর মরাল ভিক্ট্রি হয়ে থাকল"।

রায়া বলল, "বাদ দে। আমার কোন মরাল ভিক্ট্রির দরকার নেই। এই এপিসোডটা ভুলে গেলেই ভাল। দরকার নেই কাউকে"।

শিঞ্জিনী বলল, "কেন বল তো? তুই তো তোর মত একটা লড়াই চালাচ্ছিলি। তাহলে এখন আবার তোর গলায় মেলাঙ্কলি এল কোত্থেকে?"

রায়া বলল, "আমি বুঝে গেছি। ওর সঙ্গে অরুন্ধতী ম্যামের কিছু একটা চলছে"।

শিঞ্জিনী বলল, "কী করে বুঝেছিস? তোকে কিছু বলেছে?"

রায়া বলল, "কিছুই বলে নি। তবে আমার সিক্সথ সেন্স বলছে। আমাকে যেটা বোঝাল, সেটা হল তুমি পাতি কেটে পড়। এখানে বিশেষ লাভ নেই। যেরকম করে ওই কথাটা বলে, তুমি অনেক ভাল ডিজারভ কর এটসেট্রা"।

দুজনে ক্যান্টিনে এসে বসল। শিঞ্জিনী শমীককে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে বলল, "আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে তুই একটু বেশি নিরাশ হয়ে যাচ্ছিস। বরং এটা তোর যুদ্ধের ফার্স্ট ভিক্ট্রি হিসেবে দেখতে পারিস। উনি জেনে গেছেন তোর ক্রাশ আছে। এটাই তো আসল ব্যাপার। ক'টা লোক সেটা বলতে পারে? ক্রাশ আছে বা ভালবাসে, এটা বোঝাতেই তো পারা যায় না। যাকে ভালবাসবি দেখা যায় সেই কিছু জানে না। স্যার জেনে গেছেন। তোর ফার্স্ট ভিক্ট্রি। সেলিব্রেট করা উচিত। তুই ওর জায়গায় নিজেকে রেখে দেখ। একজন স্টুডেন্ট তাকে ভালোবাসে বলে পাগলামি করছে, তাতে উনি আর কী বলতেন? যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। বরং তুই তোর মত করে চলতে থাক। মাঝে মাঝে বাজিয়ে দেখ তোকে দেখলে কী রিয়্যাক্ট করছে। হয়ে যাবে। চান্স আছে"।

রায়া বলল, "আমি আর টেনশন নিতে পারছি না। যখন ডাকল, আমার মনে হচ্ছিল আমার বোধ হয় হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। ফ্যাকাল্টি ব্যাপারটা খুবই চাপের। তোর মত শমীকের বা একই ক্লাসের কারো উপর

চাপ থাকলে লড়াইটা দেওয়া যায়। স্যার আর এ বির মধ্যে যদি কিছু থাকে, সেখানে ঢুকলে আরো বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে"।

শিঞ্জিনী গম্ভীর হয়ে বলল, "শমীকের সঙ্গে আমার কিছু নেই"।

রায়া বলল, "সে তো তোকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। এই অবস্থাতেও আমি লক্ষ্য করেছি শমীক অঞ্জনার সঙ্গে থাকলে তুই রেগে যাচ্ছিস"।

শিঞ্জিনী বলল, "ওহ এই ব্যাপার? এর মধ্যে প্রেম ট্রেমের কিছু নেই তো। শমীককে অঞ্জনা যেভাবে দখল করে রাখে, সবার সঙ্গে আমারও অস্বস্তি হয় বলে আমি বলেছি। ভাল দেখায় না তো"।

রায়া বলল, "তাতে তোর কী? শমীক কি আমাদের ক্লাসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর? ওকে যা খুশি লাগুক না, তুই কাটিয়ে দে। শোন ভাই, সেম এজ রিলেশনশিপে যাস না। পরে অনেক ঝামেলা হয়"।

শিঞ্জিনী বলল, "আর এজ ডিফারেন্সের রিলেশনশিপে গিয়ে কী হয়? প্রপোজ করতে গিয়ে কেস খেতে হয় নয়ত জ্ঞান শুনে আসতে হয়? কী লাভ তাতে। হেরোদের জন্য সব এক"।

রায়া বলল, "হেরোদের কথা জানি না বাপু, তবে তুই যে হেরো না, সেটা আমি খুব ভাল করে জানি। শোন, শমীক আর অঞ্জনার মধ্যে ঢুকতে যাস না, ওখানে কাঁঠালের আঠা আছে। ফালতু আঘাত খাবি"।

শিঞ্জিনী বলল, "আশ্চর্য, তোকে তো বলছি আমি ওদের মধ্যে ঢুকতে চাই না"।

রায়া বলল, "গুড। আশা করব তোর এটা মনে থাকবে। যাক গে, আমি আজ কিছু খাবো না। তুই খেলে খা। আমার খিদে নেই"।

শিঞ্জিনী বলল, "আমারও খিদে নেই"।

রায়া বলল, "ওহ, এরকম করিস না। আমি বিকেলে খাবো। আমার ভাল্লাগছে না বললাম তো"।

শিঞ্জিনী বলল, "তুই না খেলে আমিও খাবো না"।

রায়া বলল, "খুব বাজে জানিস তো এটা? আচ্ছা একটা চাউ নে, দুজনে ভাগ করে খাই"।

শিঞ্জিনী বলল, "নিয়ে আয়, আমার ল্যাদ লাগছে"।

রায়া বলল, "যা যা। এটুকু কর। আমি কত ব্যথা পেয়েছি সেটা বুঝে আমাকে দয়া কর"।

শিঞ্জিনী হেসে ফেলে বলল, "ঠিক আছে যাচ্ছি। জ্বালিয়ে খাস একবারে"।

৪৪

ক্লাস শেষে বেরোতে গিয়ে শমীক দেখল অঞ্জনা তার জন্য ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শমীক বলল, "তুই কি কিছু বলবি?"

অঞ্জনা বলল, "তোকে আমি বলেছিলাম শিঞ্জিনীর থেকে দূরে থাকবি। তুই ওর পাশে বসলি কেন?"

শমীক দাঁড়িয়ে গেল, "আমি বুঝতে পারছি না তোর সমস্যাটা কী? তোর সঙ্গে মিশতে পারব না, শিঞ্জিনীর সঙ্গে কথা বললে দোষ, তাহলে আমি কী করব?"

অঞ্জনা বলল, "তুই শিঞ্জিনীর সঙ্গে মিশবি না। তাহলেই হবে, ব্যাস"।

শমীক বলল, "ওভাবে হয় না। তুই দেখে নিয়েছিস আমার উপর তোর কোন ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশান নেই, তো ফাইন। এবার মুভ অন করে যা। তুই তোর মত থাক, আমি আমার মত থাকি। তাহলেই ব্যাপারটা মিটে যায়। দেখ, আমাকে অনেক ঝামেলা করে পড়াশুনা করতে হয়। এখন অযথা একটা ঝামেলা তৈরি করিস না"।

অঞ্জনা বলল, “তোর কী চাই? আমার সঙ্গে সেক্স করতে চাইছিস, সেদিনের রিভেঞ্জ নিতে চাইছিস, তাই তো?”

শমীক বলল, “আমি কোন রিভেঞ্জ নিতে চাইছি না। আমি আমার মত থাকতে চাইছি। তুই যেভাবে বললি, আমি তো সেভাবেই চললাম, এবার আমি কার সঙ্গে কথা বলব এগুলো কন্ট্রোল করতে চাইছিস তুই। নিজেই ভেবে বল, এটা কি ঠিক করছিস?”

অঞ্জনা ঠোঁট কামড়ে বলল, “আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি, ওই বিচটার সঙ্গে তোকে দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না। তুই যদি ভাবিস ও তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, তাহলে তুই ভুল ভাবছিস। যেহেতু তুই আমার বন্ধু, তাই ও তোর সঙ্গে কথা বলে আমায় ইরিটেট করতে চায়”।

শমীক বলল, “তাহলে ইরিটেট হোস না। তুই ইরিটেটেড না হয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়া। তাহলেই ঝামেলা মিটে যায়। ও বুঝে যাবে তুই ইরিটেটেড হচ্ছিস না”।

অঞ্জনা বলল, “ওটাই তো সমস্যা হচ্ছে। আমি চেষ্টা করলেও পারছি না। ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছি”।

শমীক বলল, “চেষ্টা কর। তুই পারবি। তুই সবই তো খুব ভাল পারিস। যে প্রব্লেমগুলো কেউ সলভ করতে পারে না, তুই অনায়াসে সেগুলো সলভ করে ফেলিস”।

অঞ্জনা বলল, “ধুস, ওগুলো তো স্টাডি প্রব্লেম। লাইফ প্রব্লেম অতো সোজা না”।

শমীক বলল, “কঠিনও না। তুই চেষ্টা কর, আমি শিওর তুই পারবি”।

অঞ্জনা শমীকের দিকে স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, “তার মানে তুই শিঞ্জিনীর সঙ্গে কথা বলবি, ওর পাশে যেমন বসছিলি তেমনই বসবি, তাই তো?”

শমীক বলল, “দেখ, তুই নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিস। অন্যকে তো পারিস না। তুই কেন আমাকে কন্ট্রোল করবি, আর আমিই বা কেন তোকে কন্ট্রোল করতে দেব? ওভাবে কি কিছু হয়? হয় না। জাস্ট লিভ ইট”।

অঞ্জনা বলল, “তুই জানিস, আমার মাও বুঝতে পেরেছে তোর সঙ্গে আমার কোন একটা ঝামেলা হয়েছে। মা জিজ্ঞেস করছিল”।

শমীক বলল, “তাহলে আন্টিকে বলে দে কী প্রব্লেম। আমি শিওর উনি কোন না কোন একটা সলিউশন বলে দেবেন”।

অঞ্জনা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “তুই খেপেছিস? মা সাঙ্ঘাতিক। একটু হিন্ট দিলে গোটা গল্প টেনে বের করে ফেলে। আমি কিছুতেই চাইছি না মা হোটেল যাওয়ার ব্যাপারটা বিন্দু বিসর্গও টের পাক। পেলে আমি মার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারবো না। মা যদি তখন বলে তোকেই বিয়ে করতে হবে, তাহলে আমি কী করব?”

শমীক বলল, “উনি কখনই এসব আজব দাবি করতে যাবেন না। এত কিছুর পরেও যদি জোর করেন, আমি তো তোকে বিয়ে করব না। তুই নিশ্চিন্ত থাক”।

অঞ্জনা বলল, “কেন? তুই কাকে বিয়ে করবি তখন? শিঞ্জিনীকে?”

শমীক শ্বাস ছেড়ে বলল, “আমি কাউকেই বিয়ে করব না। এটা আমার বিয়ে করার বয়সই না। কেন বিয়ে করতে যাব?”

অঞ্জনা বলল, “আমার মাথা কাজ করছে না। তুই কী চাইছিস, আমি কী চাইছি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না”।

শমীক বলল, “আমি কী চাইছি তা তো ক্লিয়ার। আমাকে আমার মত থাকতে দে, আমি তাহলেই খুশি”।

অঞ্জনা শমীকের দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল।

৪৫

কলেজ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে ভাল লাগে সৌরভের। একা একা হাঁটার মানে নিজের সঙ্গে কথা বলার অনেকটা সুযোগ। সারাদিন কাজের পর দিনটা বিশ্লেষণের খুব দরকার হয়।

লকডাউনের পর সব জায়গার মানুষেরই আবেগের উত্তাপ অনেক খানি বেড়ে গেছে। অদ্ভুত সব খবর আসছে। ফোন খুললেই এমন সব খবর আসে, যেগুলো আগে ভাবাও যেত না। অবশ্য মিডিয়াগুলোও সেরকম হয়েছে। টি আর পির জন্য তিলকে তাল করে দেখানো মিডিয়ার প্রধান কাজ।

রায়ার জন্য খানিকটা মায়াই হচ্ছিল সৌরভের। এই বয়সটাই এরকম। কাউকে ভালবাসলে সবটুকু দিয়ে ভালোবাসে এই বয়স। কয়েকদিন পর এরাই ব্যাল্যান্স শিট নিয়ে বসে যাব। ঠিক ভুল হিসেব করবে। তখন ভুলটা বুঝতে পারবে। জীবন এমনই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে দেখলে ভুলগুলোর জন্য কষ্ট হয়। ইদানীং মনে হয় শহরটা ছেড়ে দিতে পারলেই ভাল হত। এই শহরটাকে আজকাল ঠিক সহ্য হয় না তার। চারদিকে কেমন যেন হার মেনে নেওয়ার ভাব চলে এসেছে। মানুষ যদি শুরুতেই হার মেনে নেয়, তাহলে ভারি বিপদ। মানুষের লড়াইটাই তো হারিয়ে যেতে বসেছে।

নিজেও তো হেরেই যাচ্ছে সে। কেন এই প্রাইভেট কলেজে পড়াচ্ছে সে? হেরে যাওয়াটাকে কি স্বীকার করে নিয়েছে সে? তাহলে ভয়ের ব্যাপার। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখল অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে হেসে বলল, "আরে তুমি হেঁটে এলে? আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। একবার ভাবলাম ফোন করি, তারপর ভাবলাম এসো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। আজ ট্যাক্সিতে ফেরা যাক। ভাড়াটা হাফ করে নেওয়া যাবে। কী বল?"

সৌরভ বলল, "একদম। তার আগে আমার ভাগের চা-টা খেয়ে নিই"।

অরুন্ধতী হাসল, "একদম"।

সৌরভ চা নিল।

অরুন্ধতী বলল, "সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে বাঁচি'।

সৌরভ বলল, "তারপর কী করবে?"

অরুন্ধতী বলল, "বেঙ্গালুরুতে একটা ভাল ইউনিভার্সিটিতে ওপেনিং আছে। পি এইচ ডি প্লাস পড়ানো। চলে যাবো ভাবছি"।

সৌরভ বলল, "কলকাতাকে টা টা করে দেবে?"

অরুন্ধতী বলল, "অ্যাকচুয়ালি এই কাকীমা পিসিমাদের থেকে পালানোর চেষ্টা বলতে পারো। ওখানে আশা করি এত প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে না"।

সৌরভ বলল, "পালিয়ে যাবে"?

অরুন্ধতী বলল, "পালিয়ে যাওয়া না। একবার উত্তর দেওয়া অবধি ব্যাপারটা ঠিক থাকে, রোজ রোজ উত্তর দিতে কি ভাল লাগে? আরেকটা ব্যাপার কী জানো তো, এখন সম্ভন্ধ আসা শুরু হয়েছে। ভয়ঙ্কর সব সম্বন্ধ। কোন লোক বিপত্নীক, কোন লোক ডিভোর্সি, মানে সিরিয়াসিলি? বিয়ে করতেই হবে? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে?"

সৌরভের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। সে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি যাবে?"

অরুন্ধতী অবাক হয়ে বলল, "কেন বল তো"?

সৌরভ হেসে বলল, "আমার মা, বৌদি এরাও খুব প্রাচীনপন্থী। এদের ধারণা হয়েছে আমি কোন ডিভোর্সি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি। চল দেখি। তোমাকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। আমি একটু ওদের প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাই"।

অরুন্ধতী কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী সর্বনাশ। এরকম কিছু হয়েছে নাকি?"

সৌরভ বলল, "হ্যাঁ, হয়েছে তো। তুমি চল। আমি একটু ওদের প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাই"।

অরুন্ধতী বলল, "তোমার মা বা বউদি খুব রিগ্রেসিভ নাকি?"

সৌরভ বলল, "হ্যাঁ। ওদের অনেক রকম ব্যাপার আছে। শুনলে মাথা ঠিক থাকে না। তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি একটু ওদের প্রতিক্রিয়াটা দেখব"।

অরুন্ধতী বলল, "যেতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা কি ভাল হবে। মানে আবার তো সেই চর্বিত চর্বণ। তারপরে তোমার বাড়ির লোকজন আবার অশান্তি করবে। তুমিই বা কোন ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে নিচ্ছো না কেন বল তো?"

সৌরভ বলল, "ব্যাপারটা ভাল খারাপের না। ব্যাপারটা হল এরকম স্টিরিওটাইপ মানসিকতা এই সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের কেন থাকবে? আমরা কি উন্নতি করেছি তাহলে?"

অরুন্ধতী ম্লান হাসল, "কোন উন্নতি করি নি বুঝলে। আমরা আরো পিছিয়ে যাচ্ছি। যত পিছনে যাওয়া সম্ভব, তত পিছনে যাচ্ছি। ঠিক আছে, চল, তোমার বাড়ি যাওয়া যাক। জীবনে সব রকম অভিজ্ঞতাই হওয়া উচিত। পাড়ার এক কাকিমা আছে, আজকাল আমাকে অপয়া মনে করে। ডিভোর্স করে এসেছি মানে অপয়া। কালে কালে আর কী দেখতে হবে জানা নেই।"

সৌরভ চায়ের টাকা দিয়ে বলল, "চল। দেখে আসবে আমি কাদের সঙ্গে থাকি"।

৪৬

অটোতে রায়া গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। বেশি কথা বলছিল না। পিজিতে পৌঁছে শিঞ্জিনীকে বলল, "আজ থেকে অল্ট, কন্ট্রোল আর ডিলিট। তোকে অনেক জ্বালিয়েছি, আর জ্বালাব না। নিশ্চিন্ত থাক। এবার জীবনটা রিস্টার্ট করব"।

শিঞ্জিনী বলল, "খুব ভালো। নতুন কাউকে দেখলি?" রায়া বলল, "না। দরকার নেই। আমি এখন ক'দিন একা থাকি। যতবার ভাবছি, তত কান্না পাচ্ছে। আমাকে জ্ঞান দেওয়ার কী আছে?" শিঞ্জিনী বলল, "বয়সে বড় হলে তো এটাই সমস্যা। ফ্রিতে জ্ঞান দিয়ে দেয়। যাক গে, আশা করা যাবে ভাইবাতে একটু হলেও স্পেশাল কনসিডারেশন দেবে"।

রায়া বলল, "দরকার নেই আমার কোন কনসিডারেশনের। ওসবের জন্য কি আমি এগিয়েছিলাম? তোর কী মনে হয়?"

শিঞ্জিনী বলল, "না। সেসব মনে হয় না। আমি জানি তুই ওসব ভাবিসও নি। তুই হলি ইমোশনাল ফুল"।

রায়া বলল, "ফুলই বটে। আসল ভিলেন হল ওই কনফেশন পেজের অ্যাডমিনটা। যদি পাই না, তাহলে বারোটা বাজিয়ে দেব ব্যাটার"।

শিঞ্জিনী বলল, "এই তো বললি সব ভুলে যেতে চাস। তাহলে আবার এসব কথা বলছিস কেন? কী দরকার?"

রায়া বলল, "তাও বটে। ঠিক আছে। তুই বরং শমীকের পিছনে লেগে থাক। যত লাগবি, অঞ্জনা তত রাগবে। তোর স্যাডিস্টিক প্লেজার হবে। ওটাই তো তুই চাস, তাই না?"

শিঞ্জিনী বলল, "তুই কি চাস? আমি শমীকের সঙ্গে কোন কথা বলব না?"

রায়া বলল, "আমি চাই, তুই ওসব উলটো পালটা আইডিয়া তোর মাথা থেকে ডিলিট করে দে। এক একজন একেক রকম রিলেশনে আছে। কারো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আছে। ওদের খামোখা বিরক্ত করবি

কেন? অঞ্জনা একটু খরুস আছে। ও টপারগুলো সব ওরকমই হয়। ওরা ওদের মত থাকুক। তুই বরং নতুন কাউকে খোঁজ"।

শিঞ্জিনী রেগে গেল, "দরকার নেই কাউকে খোঁজার। এরকমই ঠিক আছে"।

রায়া বলল, "তাহলে তুই বরং নিজেকে বিয়ে করে নে"।

শিঞ্জিনী বলল, "তাই করব। তুই থামবি? এক সৌরভ বেরিয়েছে মাথা থেকে, এখন আমাকে নিয়ে পড়লি। তুই জ্বালাবি না তো একদম। খুন করে ফেলব নয়তো"।

রায়া হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "অরুন্ধতী ম্যাম আর সৌরভের রিলেশন কেমন হতে পারে?"

শিঞ্জিনী বলল, "বাওয়া। অরুন্ধতী ম্যাম আর এখনো সৌরভ? স্যার হল না?"

রায়া বলল, "অভ্যাস করে ফেলব। তুই বেশি চাপ নিস না। সব কিছু অভ্যাস হয়ে যায়"।

শিঞ্জিনী বলল, "হ্যাঁ তাই কর। সেম আসছে। আবার পড়তে হবে। ধুস, ভাল্লাগে না"।

রায়া বলল, "যা বলেছিস। এর থেকে কোন কোটিপতি বিয়ে করে তার বাড়িতে বউ হয়ে থাকতাম যদি। কোন কাজ করতে হত না। কবে হবে এরকম? আচ্ছা,আমাকে একটা কথা বল। এইসব পড়াশুনা করেই কী হবে? একটা লাইফ কাটাতে হবে। চাকরি করেই বা কী হবে? ইনফ্যাক্ট বেঁচে থেকেই বা কী হবে? একদিন তো মরেই যাব"।

শিঞ্জিনী বলল, "বেশি ফিলোজফিকাল হতে হবে না। ছাদে যাবি?"

রায়া বলল, "ওই সিনিয়রটার সঙ্গে গপাবি নাকি?"

শিঞ্জিনী বলল, "দূর। ওটা একটা গাম্বাট খোরাক। ওটার সঙ্গে আবার কী কথা বলব?"

রায়া বলল, "চাকরি পেয়েছে তো। তোকে চাকরি নিয়ে জ্ঞান দেবে। তুই 'বল প্রাণনাথ' বলে সে জ্ঞান শুনবি"।

শিঞ্জিনী বলল, "যত্তসব। থাম তো"।

পিজিতে সন্ধ্যের টিফিনে ঘরে তৈরী এগ রোল করেছিল। সেটা খেয়ে তারা ছাদে গেল। শুভ্র ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। শিঞ্জিনী সেটা দেখে বলল, "তুমি না চাকরি পেয়েছো? লজ্জা লাগে না বিড়ি খেতে?"

শুভ্র বলল, "চাকরি পেয়েছি ঠিকই, মাইনে তো পাই নি। যত দিন মাইনে পাব না, ততদিন বিড়িই খাবো। কেন তোরা কি সিগারেট এনেছিস নাকি? থাকলে দে। কাউন্টার মারি"।

শিঞ্জিনী মুখ বাঁকাল, "আমরা ওসব সাব ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেশা করি না"।

শুভ্র বলল, "তাহলে কি কোকেন নিস? যত্তসব"।

শিঞ্জিনী বলল, "চল তো রায়া। আজে বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলতে নেই। আমরা অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়াই"।

শুভ্র বলল, "হ্যাঁ, আমার যেন কথা বলার জন্য প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। যত্তসব"।

শিঞ্জিনী শুভ্রর কথার উত্তর না দিয়ে ছাদের অন্যদিকে গেল। রায়া হাসতে হাসতে বলল, "ভালই জমছে কিন্তু। প্রেম করবি নাকি? বিড়ি খেকো মুখে চুমু খাবে, ঈশ"।

শিঞ্জিনী রায়াকে চিমটি কেটে দিল।

৪৭

সৌরভের বউদি স্বাতী আর সৌরভের মা টিভি দেখছিল। কলিং বেল শুনে দরজা খুলল স্বাতী।

সৌরভ অরুন্ধতীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বাতীর মুখের হাঁ শুরুতেই অনেকটা বেড়ে গেল।

সৌরভ বলল, "এই যে বউদি, যার কথা বলছিলাম। ও অরুন্ধতী। আমাদের কলিগ"।

অরুন্ধতী হাত জোড় করল। স্বাতী বলল, "আসুন"।

ড্রইং রুমে অরুন্ধতীকে বসাল সৌরভ। সৌরভের মা অরুন্ধতীকে আপাদমস্তক দেখছিল। সৌরভ বলল, "উনি অরুন্ধতী। আমাদের কলেজেই পড়ান"।

স্বাতী আর সৌরভের মা আশা করে নি সৌরভ অরুন্ধতীকে সরাসরি বাড়ি নিয়ে আসবে। স্বাতী বলল, "চা খাবেন"?

অরুন্ধতী বলল, "না। ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক আছি"।

মা সৌরভের দিকে ভীত চোখে তাকাল। সৌরভ বলল, "ওর সঙ্গেই কালকে কথা বলছিলাম। তুমি বার বার জিজ্ঞেস করছিলে না? অরুন্ধতীর ডিভোর্সটা হয়ত এই সপ্তাহেই হয়ে যাবে, তারপর আমরা বিয়ে করব"।

মা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। স্বাতী বলল, "নিজেরাই ঠিক করে নিলে? আমাদের বলতে পারতে"।

সৌরভ বলল, "সে তো বলতামই। না বলে কোথায় যেতাম? বলতে হবে না, একই বাড়িতে থাকব যখন। অরুন্ধতীর আগের বর খুব ঝামেলা করছিল, কিছুতেই ডিভোর্স দিচ্ছিল না। এতদিনে ঝামেলা মিটেছে। এবার শান্তি"।

মা জোরে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, "সবই যখন ঠিকই করে ফেললি, এখন আর আমাকে বলছিস কেন? ঠিক যখন করেছিস, ভাল ভেবেই করেছিস"।

অরুন্ধতী সৌরভের দিকে ফিরল, "চল, তোমার ঘরটা দেখে আসি। ওই ঘরেই তো থাকতে হবে"।

সৌরভ উঠল, "এসো"।

অরুন্ধতীকে নিয়ে সৌরভ তার ঘরে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। অরুন্ধতী খাটে বসে বলল, "ওরা কি সিরিয়াস হয়ে গেল! দেখলেও ভয় লাগছে। তুমি সামলে নাও। এখনই বলে দাও নয়ত সমস্যা হয়ে যাবে"।

সৌরভ বলল, "না। দেখি না এরা কতদূর যেতে পারে। আমাকে সেটাও দেখতে হবে"।

অরুন্ধতী বলল, "এসব এক্সপেরিমেন্ট করে কি মজা পাও সৌরভ? বাড়িতে অশান্তি হবে, মায়ের শরীর তো এমনিতেই ভাল থাকার কথা না। এরকম কোর না, উনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন"।

সৌরভ বলল, "কিছুই হবে না। বউদি মায়ের মাথা খাচ্ছে। আমাকে বল তো, এই সময়ে দাঁড়িয়ে এরকম মানসিকতা কেন হবে মানুষের?"

অরুন্ধতী বলল, "কতজনকে পাল্টাতে পারবে তুমি? সবাই এরকম। আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে মানে আমার ক্যারেক্টারে দাগ পড়ে গেছে। সব দোষ আমার। মার ধোর খেয়ে, সব কিছু সহ্য করে কোন মতে শ্বশুরবাড়িতে টিকে থাকতে পারলে সে মেয়ে খুব ভাল হয়ে যায়। নয়ত তার থেকে খারাপ কেউ হয় না"।

সৌরভ বলল, "জানি তো। এই মানসিকতা আমাকে খুব শক দিয়েছে। ওরাও একটু শক পাক"।

অরুন্ধতী হাসল, "দেখো, শক দিতে গিয়ে কেউ অসুস্থ না হলেই হল। চল বেরনো যাক, নাকি? আমাকেও তো ফিরতে হবে"।

সৌরভ বলল, "চল"।

অরুন্ধতী সৌরভের ঘর থেকে বেরোল। স্বাতী আর সৌরভের মা পাংশু মুখে বসে ছিল। অরুন্ধতী বলল, "তাহলে আজ আসি? পরে আবার দেখা হবে না হয়"।

সৌরভ অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মা খুব আধুনিক। তুমি ডিভোর্সি কিনা আমার মায়ের তাতে কোন সমস্যা হবে না। তাই না মা?"

সৌরভের মা অন্যদিকে মুখ ঘুরাল। সৌরভ বলল, "আমি ওকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসছি"।

এবারও মা বা বউদি কোন রকম প্রতিক্রিয়া দিল না। বাড়ির বাইরে এসে সৌরভ বলল, "ওহ, আজ খুব ড্রামা হবে"।

অরুন্ধতী শান্ত গলায় বলল, "এসব কোর না সৌরভ। বাড়িতে খুব প্রেশার আসে। তুমি বিয়ে করে নাও"।

সৌরভ বলল, "করব তো। তোমাকেই করব। তুমি করবে আমায় বিয়ে?"

অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে পড়ে সৌরভের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল, "কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এমন কিছু কোর না যাতে সারাজীবন পস্তাতে হয়। এসব ভাবতে যেও না। তোমার তো সব সিদ্ধান্তই হঠাৎ করে নেওয়া হয়, এটাও সেরকমই হল, তাই না?"

সৌরভ বলল, "হলে হবে। অসুবিধে নেই কোন।

অরুন্ধতী বলল, "তুমি এসব ভুলেও ভাবতে যেও না। কাউকে শাস্তি বা শিক্ষা দিতে যাওয়ার আগে একটা জিনিস ভেবে নিও, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে তোমাকে সারাজীবন সেই সিদ্ধান্তটার সঙ্গে থাকতে হবে। আগের সম্পর্ক আমায় অনেক কিছু শিখিয়ে গেছে। পাগলামি কোর না। হঠাৎ কী হল তোমার? কোন কিছু থেকে পালাতে চাইছ মনে হচ্ছে। কাউকে ভালবেসে ফেলেছ? এমন কোন ভালবাসা যেটার জন্য অস্থির হয়ে আছো বা স্বীকার করতে পারছ না সচেতনভাবে?"

সৌরভ চমকে অরুন্ধতীর দিকে তাকাল।

৪৮

মিতা চিন্তিত হয়ে বসেছিলেন। অরুন্ধতী ঢুকলে বললেন, "কী রে, আজ এত দেরী হল যে?"

অরুন্ধতী ব্যাগ রাখতে রাখতে বলল, "এক কলিগের বাড়ি গেছিলাম"।

মিতা বললেন, "কোন কলিগ? তুই তো কারো বাড়ি যাস না!"

অরুন্ধতী হাসল, "সে এক কাহিনি। সৌরভের কথা বলি না? ওদের বাড়ি"।

মিতা বললেন, "ও। খাওয়াল কিছু?"

অরুন্ধতী বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "এসে বলছি"।

বাথরুমে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে ফ্রেশ হতে। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে চেঞ্জ করে বেরিয়ে সোফায় বসল, "সৌরভের মা আর বউদির ধারণা ওর সঙ্গে আমার কিছু আছে। ওরা সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একটা যোগ্য ছেলে শেষে কিনা একটা ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করবে?"

অরুন্ধতীর গলাটা শ্লেষাত্মক হতে গিয়েও তাতে শেষ মেশ বেদনা এসে মিশল। মিতা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "তোকে ও নিয়ে গেল কেন? ওর কি তোর উপর কোন ফিলিংস আছে"?

অরুন্ধতী বলল, "নেই মনে হয়। আমার মনে হল, বাড়ির লোকের প্রতিক্রিয়া দেখে ও এই ঝামেলাটা ইচ্ছে করে করল"।

মিতা বললেন, "পাগলাটে আছে তোর মতই?"

অরুন্ধতী মাথা নাড়ল, "খানিকটা"।

মিতা বললেন, "এটা হয়। সারাক্ষণ পড়াশুনা নিয়ে থাকলে ছেলে মেয়েরা একটু পাগলাটে হয়ে যায়। ভালই করেছে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে। ওদের রি-অ্যাকশনটা দেখতে পারলে ভাল হত"।

মিতা হেসে ফেললেন।

অরুন্ধতী বলল, "সবাইই তো এরকম মা? ওরা আর আলাদা কি? সীমা মাসীও সেদিন আমাকে বলছিল ডিভোর্স করলে নাকি ধম্মে সইবে না। স্বামী মানে দেবতা। এই সময়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে বল তো?"

মিতা বললেন, “না। ভাল লাগার কথাও না। একটা কাজ করবি, এখন থেকে আর চুপ করে শুনবি না। তুইও দু কথা শুনিয়ে দিবি। এদের কথা শুনে শুনেই এরা এত বাড় বেড়েছে এখন”।

অরুন্ধতী বলল, “তোমার বোন। বললে তোমার মাথা খারাপ করে দেবে তো”!

মিতা বললেন, “হোক আমার বোন। তুই বলবি। আমি তোকে পারমিশন দিলাম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেউ কোন কথা বললেই তুই তোর মত করে কথা শুনিয়ে দিবি। বাকিটা আমি বুঝব। অনেক সহ্য করা হল তো অনেকদিন”।

অরুন্ধতী মিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “তুমি ছিলে বলেই লড়াইটা একবারও হেরে যাব বলে মনে হয় নি মা। থ্যাংকস”।

মিতা অরুন্ধতীর গালে হালকা করে একটা চড় মেরে বললেন, “থাক। মাকে থ্যাংকস বলতে হবে না। একটা ভাল গল্পের বই কিনে দিস, তাহলেই হবে। অনেকদিন বই কেনা হচ্ছে না। আগের বইগুলো আর কাঁহাতক বার বার পড়া যায় বল তো? নতুন কেউই কি ভাল কিছু লিখছে না?”

অরুন্ধতী বলল, “ঠিক আছে। আমি দেখব কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে। কিছু ভাল বই পেলে নিয়ে আসব”। অরুন্ধতী সোফার মধ্যেই মার কোলে শুয়ে পড়ল।

মিতা বললেন, “একী? শুয়ে পড়লি কেন? খাবার গরম করব না? তুই সেই কখন থেকে না খেয়ে আছিস বলতো?”

অরুন্ধতী বলল, “ও কিছু না মা। একটু থাকো। জানো, সৌরভ হুট করে প্রপোজ করে ফেলল। ঝোঁকের মাথাতেই করেছে বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়েছি এসব করা ঠিক না। তোমার মাথায় অন্য কিছু আছে। সেসব থেকে পালাতে গিয়েই তুমি এসব করছো”।

মিতা বললেন, “ছেলেটা ভাল? এরকম প্রপোজাল দিল, একবারে না করে দেওয়ার আগে ভাবতে পারতিস। কয়েকদিন দেখতে পারতিস”।

অরুন্ধতী উঠে বসল, “এরকম বলছো কেন? হ্যাঁ, অবশ্যই সৌরভ ভাল, সেনসিটিভ ছেলে। এটা তো ঠিকই”।

মিতা বললেন, “তাহলে হুট করে বারণ করে দিলি কেন?”

অরুন্ধতী মাথা নেড়ে বলল, “না না, তুমি তো ওকে দেখো নি, সেসব কিছু নেই”।

মিতা বললেন, “কোন কিছুই হঠাৎ করে হয় না। তোকে কিছু বলেছিল মানে ভেবেছিল হয়ত। একবারে না করে দেওয়াটা ঠিক হয় নি”।

অরুন্ধতী ফ্যাকাসে মুখে বলল, “ঠিক আছে। ভেবে দেখি তবে”।

মিতা বললেন, “দেখ”।

অরুন্ধতী বলল, “ওদের বাড়ির লোক তো আবার মানবে না। খুব রক্ষণশীল”।

মিতা বললেন, “বাড়ির লোকের সঙ্গে তো সম্পর্কে যাবি না। দুজনে এক কলেজে পড়াস, একসঙ্গে কলেজ যেতিস”।

অরুন্ধতী বলল, “ওরে বাবা। ঠিক আছে একটু ভাবি?”

মিতা বললেন, “ঠিক আছে। ভাব”।

৪৯

বাড়িতে ফিরে সৌরভ দেখল চারদিক একবারে থম থম করছে। মা আর বউদি, দুজনেই কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে।

সে বলল, “চা কর। চা খাই। আর কিছু বানিয়ে থাকলে দাও”।

মা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই আমাদের কিছু না বলে এতদূর এগিয়ে গেলি? মেয়েটা একবারে তোর ঘরে ঢুকে গেল?"

সৌরভ বলল, "দেখতে এসেছিল। কেন, কী হয়েছে?"

মা বলল, "ডিভোর্সি মেয়ে মানে বুঝিস তুই? হাতে পায়ে তো বড় হয়েছিস। সত্যিকারের বড় হবি কবে?"

সৌরভ বলল, "ডিভোর্সি মেয়ে মানে ডিভোর্সি মেয়ে। আগের সম্পর্ক টেকে নি। নতুন সম্পর্কে যাবে। ব্যস। আর তো কোন ঝামেলা নেই"।

মা বলল, "তোর জ্যেঠি, কাকী, পিসিরা কী বলবে? পাড়ার লোকই বা কী বলবে?"

সৌরভ বলল, "কে কী বলবে ভেবে থাকলে কী করে হবে? এই যে তোমরা মধ্যযুগের মানসিকতা নিয়ে চলছ, তাতে কি কেউ কিছু বলেছে?"

মা বলল, "আর তুই খুব আধুনিক মানসিকতা নিয়ে আছিস? আমি কিন্তু কিছুতেই তোর এই বিয়ে মেনে নেবো না, মনে রাখিস। এরকম কোন মেয়েকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না"।

সৌরভ বলল, "বিয়েটা তো আমি করব। তাই কাকে করব আমিই ঠিক করে দেবো। আমি ঘরে গেলাম"।

সৌরভ ঘরে যেতেই বউদি তার পেছন পেছন চলে এল।

স্বাতী বলল, "মেয়েটা তোমার সঙ্গে কাজ করে?"

সৌরভ বলল, "হ্যাঁ"।

স্বাতী বলল, "সারাক্ষণ নিশ্চয়ই নিজের দুঃখের কাঁদুনি গাইতো, তাই না? এদের কাজই হল নিজের দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে লোকের সিমপ্যাথি আদায় করা"।

সৌরভ বলল, "আমার না এখন ঠিক ভাল লাগছে না বুঝলে। আজকের মত এসব কথা বন্ধ থাক"।

স্বাতী বলল, "কেন বন্ধ থাকবে? আমরা কি তোমার খারাপ চাই?"

সৌরভ বলল, "ভাল লাগছে না বললাম তো। ছাড়ো না"।

স্বাতী বলল, "পুতুল পিসির মেয়েটাকে একবার দেখে নাও। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে! তুমি একবার দেখে নাও, তারপর না হয় তোমার যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে কর"।

সৌরভ বলল, "এ আবার কী? একজনের সঙ্গে সম্পর্কে আছি জেনেও তুমি অন্য কাউকে দেখতে বলছ?"

স্বাতী বলল, "বিয়েটা সারাজীবনের ব্যাপার। ওভাবে হুট হাট করে কাউকে ধরে বেঁধে নিয়ে এসে তো বিয়ে হয় না। তুমি মেয়েটাকে দেখে নাও। তারপর না হয় যা সিদ্ধান্ত নেবার নিও। শোন, এই ধরণের মেয়েরা খুব কাঁদুনে হয়। সারাক্ষণ আগের সম্পর্কের ব্যাপারে নাকি কান্না কেঁদে যাবে। তুমি তো এক তরফা কথা শুনছো। খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে আসল দোষ মেয়েটারই ছিল। ওর জন্যই সমস্যা তৈরি হচ্ছিল"।

সৌরভ চমৎকৃত হল, "তুমি দেখছি অন্তর্যামী বউদি"।

স্বাতী বলল, "কিছু হলেও তো পৃথিবী দেখেছি। এখন তুমি প্রেম করছো, মেয়েটার সব কিছুই তোমার খুব ভাল লাগছে। ওর সঙ্গে ঝামেলা লাগলে বুঝবে ও যখন তোমাকে দোষী করে সব জায়গায় বলে তোমার নামে আজেবাজে কথা বলে বেড়াবে। তখন তুমি কী করবে?"

সৌরভ বলল, "তুমি তো ফাটাফাটি বউদি। একবার দেখেই কত কিছু বলে দিলে! ভাবতে পারছি না"।

স্বাতী বলল, "তোমার দাদা ফিরুক। দেখো সবাই মিলে আলোচনা করে। আমি এখন কিছু বলেই খারাপ হয়ে যাবো সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি"।

সৌরভ হাত জোড় করে বলল, "হ্যাঁ, আমাকে বাঁচাও। প্লিজ যাও। তোমরা গোল টেবিল বৈঠক কর, যা খুশি কর। কিন্তু নিজেরা নিজেরা কর। আমাকে এখানে টেনো না। আর দয়া করে কাউকে দেখতে যাওয়ার

কথা বোল না। আমি কাউকে দেখতে যেতে পারবো না"।

স্বাতী থমথমে মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।সৌরভের মনে হচ্ছিল অরুন্ধতীকে বাড়িতে আনাটা ঠিক হল না হয়ত। অরুন্ধতীর চরিত্র কাটা ছেঁড়া শুরু হয়ে গেল।

অথচ মেয়েটাকে তার মা বা বউদি চেনেই না।সময়টুকুই পাল্টেছে শুধু। মানুষ যা ছিল, তাই আছে।তবে অরুন্ধতীর একটা কথা তাকে ভাবাচ্ছে। সে কাউকে ভালোবেসে ফেলেছে?

কাকে? রায়াকে? ধুস। কীসব অযৌক্তিক কথা ভাবছে সে।

এসব তো মাথায় আসতই না আগে!!!

৫০

শিঞ্জিনী ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বালিয়ে দেখল রায়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে বলল, "কী রে? ঘুমোবি না?"

রায়া বলল, "তুই ঘুমো। আমি পরে ঘুমোচ্ছি"।

শিঞ্জিনী বলল, "কেঁদে কি কিছু হবে? কেন সময় নষ্ট করছিস? অকারণ চোখের জল নষ্ট করিস না। ঘুমিয়ে পড়"।

রায়া বলল, "তুই ঘুমো না। আমার চোখের জল আমাকে নষ্ট করতে দে। ঘুমো তো!"

শিঞ্জিনী বলল, "ঠিক আছে। আমি ঘুমোব। কিন্তু কনফেশন পেজে আবার কোন পোষ্ট করে দিস না"।

রায়া বলল, "আমার কি কনফেশন পেজ ছাড়া কোন লাইফ নেই। কেন বাজে কথা বলছিস? তুই ঘুমো না"।

শিঞ্জিনী বলল, "আমি তো ঘুমোব। শুধু তোকে দেখে আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। একটা পুরো ফালতু জিনিস নিয়ে পড়ে আছিস। একটা ক্রাশ ছিল, কেটে গেছে, ঠিক আছে। সেটা নিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদার কী হল?"

রায়া বলল, "আমার কাঁদতে ভাল্লাগে। আমি নিজের আনন্দে কাঁদছি। তোর ঘুমোতে ভাল লাগে। তুই নিজের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়। সকালে কথা হবে। গুড নাইট"।

শিঞ্জিনী রায়ার পেটে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। রায়া কাঁদতে কাঁদতে হাসতে লাগল। বলল, "ভাল হচ্ছে না কিন্তু"।

শিঞ্জিনী বলল, "সব ভাল হচ্ছে। তোকে দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। তুই যদি এখনই না ঘুমোস, তাহলে তোর গায়ে আমি এক বালতি জল ঢেলে দেবো"।

রায়া উঠে বসল। চোখ মুছে বলল, "তুই ঘুমনোর পর আমি কাঁদতে শুরু করলাম যাতে তুই না জ্বালাতন করিস। সেই শুরু করলি"।

শিঞ্জিনী ব্যাগ থেকে চকলেট বের করে বলল, "এই নে। ফ্রুটস এন্ড নাটস খা। ঠিক হয়ে যাবি"।

রায়া বলল, "একা খাবো?"

শিঞ্জিনী বলল, "একা কেন খাবি? হাফ আমাকেও দে"।

রায়া চকলেটটার মোড়ক খুলে অর্ধেক শিঞ্জিনীকে দিয়ে বাকি অর্ধেক খেতে শুরু করল। শিঞ্জিনী বলল, "এবার ঠিক লাগছে?"

রায়া বলল, "আমার সব সময়েই ঠিক লাগছিল। এতে চাপের কিছু নেই। আমার কাঁদতে ভাল লাগে। প্রেমে পড়ার সময়েও কেঁদেছি। এখনও কাঁদছি"।

শিঞ্জিনী বলল, "শোন। সৌরভ স্যার নিজের জায়গায় একদম ঠিক আছে। তোদের রিলেশন যদি হয়েও যেত, তাতেও অনেক লোক অনেক কথা বলত"।

রায়া বলল, “আমি এতক্ষণ কাঁদছিলাম কেন? এটা ফ্ল্যাশ করছিলাম। সৌরভকে ফ্ল্যাশ করে বের করে দিয়েছি। সৌরভ এখন আমার মনে আর নেই। আমার মন আর মাথা এখন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। একবারে সাদা পাতার মত ক্লিয়ার। আমি কাল থেকে এই নিয়ে কোন কথাই বলব না। ক্লাসে যাবো। ক্লাস করে চলে আসব”।

শিঞ্জিনী বলল, “তাই? এটা নিয়ে কাল আর কোন কথা বলবি না? আমাকে আর জ্বালাতন করবি না?”

রায়া বলল, “না। করব না”।

শিঞ্জিনী কাঁধ ঝাঁকাল, “ঠিক আছে। দেখা যাক”।

রায়া বলল, “দেখে নিস। এবার ঘুমো। আমাকে মেমোরি ফরম্যাট করতে হলে আরো কাঁদতে হবে”।

শিঞ্জিনী হাত জোড় করে বলল, “জীবনে প্রথম কাউকে দেখলাম মেমোরি ফরম্যাট করতে কাঁদতে হয়। তুইই সেরা মা”।

রায়া বলল, “জীবনে ক’টা লোককে দেখেছিস তুই? পৃথিবীতে সবাই কি তোর মত শক্ত মন নিয়ে এসেছে? কেউ কেউ আমার মত দুর্বল মন নিয়েও এসেছে”।

শিঞ্জিনী বলল, “ঠিক আছে মা। তুই ঘুমো। তুইই সেরা। কিন্তু কালকে থেকে যদি দেখেছি আবার সৌরভ সৌরভ করেছিস, তাহলে তোর খবর আছে মনে রাখিস”।

রায়া বলল, “ঠিক আছে। খবর করে দিস। লাইট অফ করলাম”।

রায়া আলো নিভিয়ে দিল। শিঞ্জিনী শুয়ে পড়ে বলল, “খামোখা কষ্ট পেলি। শুরু থেকেই যদি নিজেকে প্রিভেন্ট করে ফেলতিস তাহলে এত কষ্ট হত না। তা না, কনফেশন পেজে একটা কেচ্ছা দাঁড় করিয়ে দিলি। স্যার অনেক ভাল বলে কোথাও গেলেন না। কাউকে কিছু বলেন ও নি। দেখ গে, তোর উপর সত্যিই ফিলিংস আছে নাকি। হয়ত ভাবছেন তুই পরে এই ডিসিশনটা রিগ্রেট করবি। তাই আর এগোলেন না”।

রায়া ঝাঁপিয়ে পড়ে শিঞ্জিনীকে জড়িয়ে ধরে বলল, “বলিস কি বুন্দু? তাহলে তো ব্যাপারটা কাল্টিভেট করতে হচ্ছে। এখন তাহলে কান্না বন্ধ”।

শিঞ্জিনী কপাল চাপড়ে বলল, “হায় রে, কেন যে বলতে গেলাম!”

৫১

কলেজ কনফেশন

এম/২০/নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আজ আমাদের ব্রেক আপ হল। অনেক দিনের সম্পর্ক ছিল। আমি ভেবেছিলাম আমাদের সম্পর্কটা খুব সুন্দর এগোচ্ছে। ভুল ভেবেছিলাম। হয়ত আমারই দোষ ছিল। হয়ত উলটোটা। ও আগে থেকেই অন্য কাউকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে কাটাতে চাইছিল।

সব শেষ হয়ে গেল। ভাল লাগছে না কিছু। কালকেও আমি খুব ভাল ছিলাম। একবারও মনে হয় নি সম্পর্কটা হঠাৎ করে শেষ হয়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা একসঙ্গে? একদিনেই ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গেলাম? ব্লক করে রেখেছে আমাকে। ব্লক করার মত তো কিছু করি নি? কী ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সব কিছু। এবার কী করব? খুব ফ্রাস্ট্রেটেড লাগছে।

…

কমেন্ট ১- ভাই, ফ্রাস্ট্রেটেড লাগলে লাগুক, ভুল করেও সুইসাইডের কথা ভাবিস না কিন্তু। আমরা আছি। যদি মনে করিস কথা বললে ভাল লাগবে, তাহলে কন্ট্যাক্ট কর।

…

দাশু পা নাচাচ্ছিল। এই কনফেশনটা তার কাছে গুগল ফর্মে এসেছে। অ্যানোনিমাস কনফেশন। কে করেছে বোঝা যাচ্ছে না। কনফেশনের সুরটা খুব একটা ভাল লাগছে না তার। অনেক মানুষই আজকাল হঠাৎ করে হতাশ হয়ে গিয়ে সুইসাইড অ্যাটেম্পট নিয়ে নিচ্ছে। এ আবার সেরকম করবে না তো?

তার সিক্সথ সেন্স বলছে এটা সাগ্নিকের কাজ। সাগ্নিক মারপিট করার ছেলে না। যখন হঠাৎ মারতে এল, দাশু অবাক হয়ে গেছিল। এখন তার মনে হচ্ছে, সাগ্নিকের ব্রেক আপ হয়েছিল বলেই হতাশা থেকে ওরকম করছিল। তখন সাগ্নিকের চোখ মুখ গুলিও ঠিক ঠাক লাগছিল না।

সে সাগ্নিককে ফোন করল।

একটা রিং হতেই সাগ্নিক ধরল, "কী হল?"

দাশু বলল, "ভাই, সরি বলতে ফোন করেছিলাম"।

সাগ্নিক স্তিমিত গলায় বলল, "ইটস ওকে। আমিও সরি। এখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে। এত রাতে তোর মনে হল, আমাকে সরি বলা দরকার?"

দাশু বলল, "ওই রাতেই ইভ্যালুয়েট করি তো দিনের কথা। এমনিই মনে হল তোকে ফোন করি। তুই আশিক আদমি আছিস। নিশ্চয়ই এত রাত অবধি জেগে থাকবি"।

সাগ্নিক বলল, "হু"।

দাশু বলল, "কী হু? কী হয়েছে তোর? সব ঠিক আছে?"

সাগ্নিক বলল, "ব্রেক আপ হয়ে গেছে"।

দাশু নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিল। ঠিকই ভেবেছিল সে। মুখে বলল, "সে কী রে? এ আবার কী? দেখ, কালকেই দেখবি ঠিক হয়ে গেছে। ঝগড়া তো হয়ই"।

সাগ্নিক বলল, "ব্যাপারটা সেরকম না। পার্মানেন্ট ব্রেক আপই হয়েছে। নরমাল ঝগড়ার ব্যাপার হলে আমি সামলে দিতাম। ঝগড়া হলে ও ফেসবুকে ব্লক করত। হোয়াটস অ্যাপে করত না। এখন হোয়াটস অ্যাপেই শুধু না, ফোনেও ব্লক করে দিয়েছে। যা হবার হয়ে গেছে। রিলেশনশিপটা শেষ হয়ে গেছে"।

দাশু বলল, "কী কারণে হয়েছে? কোন কারণ আছে কি?"

সাগ্নিক বলল, "আমি নিজেই তো সেটা জানতে চাইছি যে এর পিছনে কোন কনক্রিট কারণ আছে নাকি। ও আমাকে সেভাবে কিছুই খোলসা করে বলল না। জাস্ট চলে গেল"।

দাশু বলল, "ভাল তো। গেছে গেছে। আরো কতজন আসবে। এত চাপ নেওয়ার কী আছে? তোদের যদি আজ ব্রেক আপ হয়, তুই কাল আরেকটা মেয়েকে প্রপোজ করে দে"।

সাগ্নিক বলল, "এই জন্য না তোকে কিছু বলতে চাই না। সব কিছুকে খুব ইজি ভেবে বসে থাকিস"।

দাশু বলল, "কোন কিছুকেই ইজি ভাবছি না। আমি ঠিক পথেই ভাবছি। কোন মেয়ে যদি তোর সঙ্গে রিলেশনে থাকে, তার মানে তোর মধ্যে রিলেশনশিপ মেটিরিয়াল ছিল। এখন একটা গেছে, তাতে তো কিছু হয় নি। তুই চলার পথে এগিয়ে যা। জুনিয়রদের দিকে দেখ। কাউকে না কাউকে ঠিক পেয়ে যাবি"।

সাগ্নিক বলল, "ঠিক আছে। ফোন রাখছি। থ্যাংকস ফর চিয়ারিং মি"।

দাশু বলল, "ব্রেক আপ মানে বেঁচে গেলি ভাই। ক জনের ব্রেক আপ হয়? একটা রিলেশনেই সারাজীবন ঝুলে থাকতে হয়। চল কাল পার্টি দিবি। বিয়ার খাওয়াবি। ঠিক আছে?"

সাগ্নিক বলল, "খাস। থ্যাংকস ফর কলিং"।

দাশু বলল, "আচ্ছা শোন, আমি হলাম প্যাঁচা। সারারাত জেগেই থাকি। কথা বলতে ইচ্ছে হলে ফোন করবি। ওকে?"

সাগ্নিক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "ওকে। থ্যাংকস রে"।

দাশু বলল, "ওকে ওকে। অতো থ্যাংকস দিতে হবে না। কয়েকটা চরম গল্প পাঠাচ্ছি। দেখে নে। গোটা পৃথিবী ভুলে যাবি"।

সাগ্নিক এবার হেসে ফেলল, "ভাগ বিসি"।

৫২

সে কোন একটা অন্ধ গলিতে আটকে পড়েছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছে। চারদিকে কেউ নেই। শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

হঠাৎই একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এখানে কী করছেন? চলুন চলুন। হাতটা এগিয়ে দিন"।

রায়া! কী সুন্দর করে সেজেছে। শাড়ি পরেছে। হাত এগিয়ে দিয়ে বলছে ওর সঙ্গে যেতে। সে হাত বাড়াল। রায়ার সঙ্গে হেঁটে চলেছে সে।

...

ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নটা মনে পড়ল সৌরভের।

কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। তার অবচেতনে কি রায়ার কথা ঘুরে ফিরে আসছে? না না, এটা একদম ঠিক হচ্ছে না। অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে তাকে, নইলে সমস্যা বেড়ে যাবে। তাকে ঠিক থাকতে হবে।

বাড়িতে কিছুই বলল না সে। অবশ্য কেউ কথাও বলল না। তৈরি হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কলেজে পৌঁছে ল্যাবে গিয়ে বসল। কলেজ শুরুর এক ঘণ্টা আগে কলেজে এলে অদ্ভুত লাগে। ছাত্রহীন কলেজ দেখলে মন খারাপ হয়।

কলেজ বিল্ডিং যত ভালই হোক, ছাত্রছাত্রীরা হল সে কলেজের প্রাণ। তারা না থাকলে কলেজকে জড় বস্তু বলে মনে হয়। চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সে।

জীবন জটিল হয়ে যাচ্ছে। বিয়েটা কি সত্যিই সব কিছু থেকে মুক্তির পথ হতে পারে? কাকে বিয়ে করবে সে? মা বা বউদি কোন একটা মেয়েকে নিয়ে আসবে, হয়ত শেষ মেশ তাকেই বিয়ে করবে সে। তারপরে কী হবে? ক'দিন পর যদি আর ভাল না লাগে? এরকমও তো হতে পারে। সব সময় ভালই লাগতে হবে, এরকম হয় না। আরো সমস্যা থাকতে পারে। কম্প্যাটিবিলিটি ইস্যু হতে পারে।

লকডাউন না এলে হয়ত এত কিছু মাথায় আসত না। মাথার মধ্যে ইনসিকিউরিটি বাসা বাঁধছে। কাউন্সেলিং করতে হবে হয়ত।

কাগজের মধ্যে হিজিবিজি লিখতে লিখতে চোখে পড়ল শিঞ্জিনীকে নিয়ে রায়া যাচ্ছে। রায়া মাঝে মাঝেই আড়চোখে ল্যাবের জানলা দিয়ে দেখছে।

নিজের মনে হাসল সৌরভ। কম বয়সে এরকম কত ক্রাশ আসবে। রায়ার ভালর জন্যই সৌরভকে শক্ত হতে হবে।

ফেসবুকের যুগ, টিন্ডারের যুগ। মুহূর্তে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, মুহূর্তে সে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে ফ্যাকাল্টি। ছাত্রীকে বিয়ে করা কেরিয়ারে কালো দাগ ফেলে দিতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদ আরো বড় কালো দাগ ফেলবে। লজ্জায় হয়ত চাকরিটাই করতে পারবে না। কী হবে তখন?

"স্যার আসব?"

কী আশ্চর্য! রায়া চলে এসেছে! তাকে শক্ত হতে হবে। স্বাভাবিক গলায় সে বলল, "এসো"।

রায়া ল্যাবের ভিতর প্রবেশ করল।

সৌরভ কম্পিউটারে চোখ রাখল। রায়ার দিকে তাকানো যাবে না। যদি মেয়েটা বোঝে যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বিপদ।

সে বলল, "বস"।

রায়া চেয়ারে বসে বলল, “স্যার, আমি কাল অনেক রাত অবধি খুব ভেবেছি”।

সৌরভ বলল, “তুমি কি এখানে কোন পার্সোনাল কথা বলতে এসেছ?”

রায়া থতমত খেয়ে বলল, “না মানে একটা কথা বলার ছিল। সেটা বলতে এসেছি”।

সৌরভ বলল, “সেটা কি পার্সোনাল?”

রায়া বলল, “স্যার, আমি একটা সমস্যায় আছি। আপনি হেল্প না করলে সমস্যাটা থেকে বেরোতে পারবো না। আমি সারাক্ষণ আপনার কথা ভেবে যাচ্ছি। যাচ্ছেতাই ভুল ভাল কাজ করে যাচ্ছি। যাই করি, আপনাকে ইগনোর করতে পারি না। আমার মাথায় আসে আপনি আমাকে বলেছেন ফিউচারে এই ডিসিশনের জন্য আমারই কষ্ট হবে। কিন্তু ফিউচার দিয়ে কী হবে বলুন। আমরা তো এইসময়ে বাঁচি। আমি কী করব বলবেন”?

সৌরভ রায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি যদি কোন রিলেশনে থাকি, তাহলে তোমার মাথা থেকে আমার ভূত নামবে, তাই তো?”

রায়া বলল, “আপনি কি রিলেশনে আছেন”?

সৌরভ বলল, “ধরে নাও আছি”।

রায়া বলল, “অরুন্ধতী ম্যামের সঙ্গে?”

সৌরভ একটু থমকে বলল, “হ্যাঁ। ম্যামের সঙ্গে”।

রায়ার চোখে জল চলে এল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ঠিক আছে। আসি স্যার। আপনারা ভাল থাকবেন”।

ল্যাব থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল রায়া।

৫৩

ফার্স্ট ক্লাস। এন সি ক্লাসে চলে এসেছেন। ডেস্কে মাথা নিচু করে রায়াকে ফোন করল শিঞ্জিনী। রায়ার ফোন বেজে গেল। ফোন ধরল না।

সে বিরক্ত হল। রায়া বলে গেল সৌরভকে একটা কথা বলে চলে আসবে। এল না তো! ওকে যেতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।

অদ্ভুতভাবে অঞ্জনা শমীকের পাশে বসে নি। অন্য ডেস্কে বসেছে। শিঞ্জিনীও শমীকের পাশে বসে নি। সে ঠিক করেছে রায়া এলে ওর পাশে বসবে। রায়ার কাজকর্ম ঠিক লাগছে না তার। ঘুমনোর আগে অবধি ঠিক ছিল, কান্নাটা মনে পড়তেই অস্বস্তি হচ্ছে।

অঞ্জনা তার দিকে সরাসরি তাকাল। শিঞ্জিনীও অঞ্জনার দিকে তাকাল। অঞ্জনা তাকে ইশারা করল শমীকের পাশে বসতে। শিঞ্জিনী অঞ্জনাকে মধ্যমা দেখাল। অঞ্জনা রাগল না। তাকে অবাক করে হেসে উঠল। শিঞ্জিনীরও হাসি এল। কেন এল সে জানে না।

এন সি পড়াচ্ছেন। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে শিঞ্জিনী ক্লাসে ডুবে যাচ্ছিল, সম্বিত ফিরল শুভ্রর গলায়। শুভ্র ছুটতে ছুটতে তাদের ক্লাসে ঢুকে গিয়ে তার কাছে এসে বলল, “তোর সঙ্গে যে মেয়েটা থাকে, পুকুরে ডুবে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চল”।

শিঞ্জিনীই শুধু না, গোটা ক্লাস অবাক হয়ে শুভ্রর দিকে তাকাল। শুভ্র প্রায় স্নান করে ফেলেছে।

এন সি বিরক্ত হয়ে বললেন, “একী, কার পারমিশন নিয়ে তুমি ক্লাসে ঢুকলে? বৃষ্টি পড়ছে না তো, ভিজলে কী করে?”

শুভ্র বলল, “স্যার, এই ক্লাসের একটা মেয়ে কলেজের পাশের পুকুরটায় ডুবে যাচ্ছিল”।

শিঞ্জিনী এন সির থেকে কোন পারমিশন না নিয়েই ছুটল। তার সঙ্গে ক্লাসের বাকিরাও। পুকুরের পাশের দোকানে রায়াকে বসানো হয়েছে। কোত্থেকে আবার একটা গামছা জোগাড় করে ওকে দেওয়া হয়েছে। দোকানের ভিতর ভিড় জমে গেছে।

রায়ার গোটা শরীর ভেজা। কেমন ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে আছে।

শিঞ্জিনী হাঁফ ধরা গলায় রায়াকে বলল, “কী হয়েছে? ডুবে যাচ্ছিলি মানে কী?”

রায়ার চোখ লাল হয়ে আছে। শুভ্র বলল, “আমি না থাকলে ডুবেই যেত। পাগল নাকি মেয়েটা? দেখি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে যাচ্ছে। আমিই তো টেনে তুললাম। কী হয়েছে? কোন প্রব্লেম? পিজিতে নিয়ে যাবি না কলেজে কাউকে কোন রিপোর্ট করবি?”

বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলছিল। অঞ্জনা সেটা দেখে শিঞ্জিনীকে বলল, “ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে ভাল হয়। এখানে থাকলেই একেকজন একেক রকম কথা বলবে”।

অঞ্জনা অস্থির মুখে দোকান থেকে একটা জলের বোতল নিয়ে রায়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “এ নে। জলটা খা। চা খাবি?”

শিঞ্জিনী অঞ্জনার হাত থেকে বোতলের মুখ খুলে রায়ার মুখে জলের ছিটে দিল। রায়া শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, “ভিজে গেলাম তো। কী হবে এবার”?

অঞ্জনা শিঞ্জিনীকে বলল, “তোরা একই সঙ্গে থাকিস না? চল, আমিও যাব”।

শিঞ্জিনী বলল, “চল”।

শমীক অটো ডেকে আনল। চারজন মিলে রায়াকে নিয়ে অটোয় উঠল। শুভ্র বলল, “একী, আমিও তো ভিজে গেছি। আমি না গেলে কী করে হবে?”

শিঞ্জিনী বলল, “অটোকাকুর পাশে বসে যাও”।

শুভ্র বলল, “ঠিক আছে। ভাই আমি বাঁচালাম, তোরা আমাকে না নিয়ে চলে যাচ্ছিলি?”

শিঞ্জিনী বলল, “ঠিক আছে, তোমাকে একটা বিড়ির প্যাকেট কিনে দেব। চুপ করবে?”

অটো চলতে শুরু করল। শুভ্র বলল, “আমাদের পাড়ায় একটা ছেলে আছে, ওর নাম হল ঝিম। মাঝে মাঝেই ও ঝিম মেরে যায়। এ মেয়েটার সেরকম ঝিম রোগ আছে নাকি? কেমন ঝিমোতে ঝিমোতে পুকুরে নেমে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমি বিড়ি টানছিলাম। তোরা আমার বিড়িকে আন্ডার এস্টিমেট করিস তো, আজ বিড়ি না টেনে ক্লাস করলে তোদের বন্ধু খবর হয়ে যেত”।

রায়া শক্ত করে শিঞ্জিনীর হাত ধরে আছে। হাউজিং কমপ্লেক্সে ঢুকে অটো ছাড়ার পর শুভ্র বলল, “আমি চেঞ্জ করতে গেলাম। যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যাস কিন্তু। তোরা কলেজে ফিরবি তো?”

শমীক বলল, “হ্যাঁ। ফিরব। তোমার নাম্বারটা দিয়ে দাও”।

শুভ্র শমীককে তার ফোন নাম্বার দিল। রায়াকে ধরে তাদের ঘরে নিয়ে গেল শিঞ্জিনী। পিজির কাকীমা অবাক হয়ে সবাইকে দেখে বলল, “কিছু হয়েছে নাকি?”

শিঞ্জিনী বলল, “না কাকীমা, সেরকম কিছু না। রায়া আমাদের কলেজের পুকুরে পা পিছলে পড়ে গেছিল, এখন ঠিক আছে”।

কাকীমা অবাক হয়ে বলল, “এ বাবা। ডাক্তার দেখাবে কি?”

শিঞ্জিনী বলল, “না না। সেসব দরকার নেই। ও চেঞ্জ করে নিক, আমরা আবার কলেজ যাবো তারপরে”।

কাকীমা বলল, “একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। ওকে আবার নিয়ে যাবে? আজ থাকলে হয় না?”

অঞ্জনা বলল, “না না। ক্লাস মিস করবে কেন? কিরে রায়া পারবি না?”

রায়া মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ। ক্লাস করব তো”।

অঞ্জনা বলল, “আপনি একদম ভাববেন না। আমরা ওকে নিয়ে যাবো”।

কাকীমা মাথা নেড়ে বললেন, “ঠিক আছে, আমি এক গ্লাস গরম দুধ এনে দি। ওকে খাইয়ে দাও”।

শিঞ্জিনী রায়াকে খাটে বসাল। বলল, “কী হয়েছে? তোর কি মাথাটা গেছে?”

শমীক অবাক হয়ে শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, “কেন মাথা যাওয়ার কী আছে? কী হয়েছে?”

শিঞ্জিনী রায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার মাথা হয়েছে। এই মেয়েটা আমাকে পাগল করে দেবে”।

শমীক বলল, “আমাকে কি বলা যায়?”

শিঞ্জিনী বলল, “ও সৌরভ স্যারকে প্রপোজ করেছিল। স্যার নিশ্চয়ই না করে দিয়েছেন। তারপর থেকে এসব করছে”।

শমীক কপালে হাত দিল, “মাই গড”।

অঞ্জনা রায়ার হাত ধরে বলল, “কোন ছেলের জন্য এসব করে? তুই কী রে? এসব কী করছিলি?”

রায়া শিঞ্জিনীকে বলল, “সবাইকে বলে দিলি? এবার কী হবে?”

অঞ্জনা বলল, “কিছু হবে না। আমরা এ ক’জনই জানব। তুই ভাবিস না। কলেজে বলে দেব তুই পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলি। ওই সিনিয়রকেও তাই শিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে”?

রায়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, শিঞ্জিনী দেখল তার ফোন বাজছে। সৌরভ ফোন করছে। সে রায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোর সৌরভ ফোন করেছে বোধ হয় খবর নিতে। কী বলব?”

রায়া শূন্য চোখে বলল, “যেটা বাকি সবাইকে বলবি, তাই বলে দে”।

শিঞ্জিনী ফোন নিয়ে বাইরে চলে গেল।

শমীক বলল, “স্যারকে ভালবাসার কী আছে? তুই কি আর কাউকে পেলি না?”

রায়া বলল, “তুই থাম। সারাদিন পড়ে যাস, ভালবাসার কিছু বুঝিস?”

অঞ্জনা হেসে দিল।

শমীক বলল, “বুঝে টুঝে তো মরতে যাচ্ছিলি গাধা”।

রায়া বলল, “এই যে ডুবতে গেলাম, এবার ঠিক হয়ে যাবে। ভূত নেমে যাবে। চিন্তা করিস না”।

শমীক বলল, “কী যে করিস। এসব প্রেম ট্রেম কোন কাজের কথা নাকি?”

রায়া বলল, “সেই। ঠিকই বলেছিস”।

৫৪

“কী হয়েছে রায়ার? আমি এই মাত্র শুনলাম”। সৌরভ জানতে চাইল।

শিঞ্জিনী বলল, “স্যার, আমাদের কলেজের বাইরের পুকুরে পা পিছলে পড়ে গেছিল। আমরা ওকে আমাদের পিজিতে নিয়ে এসেছি”।

সৌরভ অবাক গলায় বলল, “পড়ে গেছিল মানে? ওখানে কী করতে গেছিল?”

শিঞ্জিনী বলল, “চা খেতে গেছিল হয়ত”।

সৌরভ বলল, “ও, ঠিক আছে। দেখে রেখো। কী যে কর তোমরা। বাই”।

শিঞ্জিনী ফোন রেখে একটু থমকাল। স্যারের কণ্ঠে বেশ খানিকটা উদ্বেগ ছিল। এটা রায়াকে বলা ঠিক হবে না। বললেই হয়ত আবার নাচতে শুরু করবে।

সে ঘরে ঢুকে দেখল অঞ্জনা তাদের খাটে বসে আছে। শমীক চেয়ারে বসে মোবাইল ঘাঁটছে। শিঞ্জিনীর একটু লজ্জাও লাগছিল। ঘরটার অবস্থা খুব খারাপ। চারদিকে বই ছিটিয়ে রয়েছে। ওরা আসবে জানলে পরিষ্কার করে রাখা যেত। তাকে দেখে রায়া বলল, “কী হল?”

শিঞ্জিনী বলল, “কিছু না। তোকে নিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে গেছে আর কী”।

শমীক বলল, "চিন্তিত তো হবেই। গাধার মত কাজ করলে চিন্তিত হবে না। ফ্যাকাল্টির প্রেমে পড়ে কেউ?"

অঞ্জনা বলল, "এক কথা বার বার বলে লাভ নেই। মানুষ সবার প্রেমে পড়তে পারে। ফ্যাকাল্টি এখানে কোন দোষ করল। সৌরভ স্যার তো খুব হ্যান্ডু, যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে"।

শিঞ্জিনী রায়ার দিকে তাকাল। রায়া রাগতে গিয়েও রাগল না। ও সক্রিয়ভাবে মাথা থেকে স্যারকে বের করতে চাইছে হয়ত। স্যারের কাছে মেয়েটা কী বলতে গেছিল পরে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

ফ্ল্যাটের কলিং বেল বাজল। শুভ্র এসেছে। সরাসরি ঘরে ঢুকে বলল, "কী রে, তোদের কি কলেজে যাবার ইচ্ছা নেই?"

অঞ্জনা বলল, "ওদের পিজির আন্টি দুধ আনতে গেছেন। ওটা খেয়ে বেরনো যাবে"। শুভ্র শিস দিয়ে উঠল, "বাপরে, কী ভাল পিজি তোদের। আর আমার পিজি, একবারের বেলায় দুবার ভাত চাইলে এমন করে তাকায় যেন কিডনি চাইছি। বাই দ্য ওয়ে, তুই কি ইংলিশ চ্যানেল পার ফার হবার কথা ভাবছিলি নাকি বল তো?"

শিঞ্জিনী হেসে ফেলল। রায়া বলল, "তুমি এরকম কেন? সব সময় অদ্ভুত সব কথা বল!"

শুভ্র বলল, "আমি আবার কী রকম? তুই নিজের দিকে তাকা। আমরা না হয় ছেলে পিলে, ক্লাস ফাস বাংক মেরে বাইরে বিড়ি খেয়ে বেড়াই, তোরা তো পড়ুয়া পাবলিক, সারাক্ষণ বইতে মুখ গুঁজে থাকিস, তোদের আবার এরকম ভীমরতি হল কী করে"?

রায়া বলল, "ও কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বস"।

শুভ্র টুল টেনে বসল। শমীক বলল, "তুমি লাস্ট ইয়ারে আছো। তোমরা খুব ফরচুনেট, তোমাদের ক্যাম্পাসিং হয়েছে। জানি না আমাদের হবে নাকি"।

শুভ্র বলল, "হবে না কেন? না হবার তো কোন কারণ নেই"।

শমীক বলল, "এই যে ইনফ্লেশন হচ্ছে, কত জনের চাকরি চলে যাচ্ছে"।

শুভ্র বলল, "শোন ভাই, মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে নে, চাকরি হোক আর না হোক, তোকে বাইরে যেতে হবে। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে"।

শমীক বলল, "আমি তো সেটাই চাই। আমি বাইরেই যেতে চাই"।

শুভ্র বলল, "তাহলে তো ঠিকই আছে। কোন সমস্যা নেই। ঘরকুনোদের কিছু হবে না। এখানে থাকলে একদমই কিছু হবে না"।

পিজির কাকিমা রায়ার জন্য দুধ দিয়ে গেলেন। রায়া সভয়ে বলল, "ওরে বাবা, এতটা দুধ আমি খেতে পারবো না"।

শিঞ্জিনী বলল, "খেতে তোকে হবেই। জলে পড়ে গিয়েছিলি। আয় তো অঞ্জনা"।

অঞ্জনা আর শিঞ্জিনী দুজনে মিলে জোর করে রায়াকে গোটা গ্লাসের দুধ খাইয়ে দিল। রায়া কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, "কী করতে যে জলে পড়তে গেলাম। এতটা দুধ খেতে হবে জানলে জীবনেও জলে পড়তাম না"।

শুভ্র তাড়া দিয়ে বলল, "ওঠ ওঠ। আর বসে থাকিস না। ক্লাস না করলেও আমাকে ল্যাব অ্যাটেন্ড করতে হবে। তারপরে আবার সল্টলেকে যেতে হবে জাভার একটা ট্রেনিঙের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। চল"।

সবাই হই হই করে বেরোল। কিছুক্ষণ আগের টেনশন কোথায় যেন ফুসমন্তর হয়ে গেল...

অরুন্ধতী সৌরভের ল্যাবে এসে বলল, "কী হয়েছে? একটা মেয়ে নাকি জলে পড়ে গেছে? কী হয়েছিল জানো কিছু?"

সৌরভ বলল, "হ্যাঁ। বলছিল পা পিছলে পড়ে গেছে নাকি"।

অরুন্ধতী ভ্রু কুঁচকে বলল, "নেশা করে নাকি?"

সৌরভ হেসে ফেলল, "আরে না। ভাল মেয়ে। ওসব করে না। অন্য কিছু হবে"।

অরুন্ধতী বলল, "সুইসাইড অ্যাটেম্পট? জলে মরতে টরতে যায় নি তো?"

সৌরভ স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল, "না না। এত দূর যেও না"।

অরুন্ধতী শ্বাস ছেড়ে বলল, "যাচ্ছি না। তবে ভয় হয়। এক একটা নিউজ দেখলে ভয় লাগে না? একটা খবর দেখলাম, কোন একটা মেয়ে তার বাবার কাছে ফোন চেয়েছিল। বাবা বলেছিল দশ দিন অপেক্ষা করতে। মেয়েটা সুইসাইড করল। এই প্রজন্ম খুব গোলমেলে"।

সৌরভ বলল, "তা ঠিক। তবে এখানে ভয়ের কিছু নেই। চাপ নিও না"।

অরুন্ধতী বলল, "ওকে। চাপ নেবো না। তুমি বল, তোমার বাড়িতে সব ঠিক আছে তো?"

সৌরভ বলল, "বাড়ি পুরো গরম হয়ে আছে। কেউ কথা বলছে না"।

অরুন্ধতী বলল, "সেটাই স্বাভাবিক। কথা বলবে না এখন। তোমার মাথায় কী হয় বল তো? সবাইকে খ্যাপাতে গেলে? তুমি কি কোন সমস্যায় আছো? আমাকে বন্ধু ভেবে বলতে পারো কিন্তু।"

সৌরভ একটু থমকে গিয়ে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না না। ভেবো না। আমি ঠিক আছি। মা আর বউদির ওসব কনজারভেটিভ কথা বার্তা শুনে মাথা গরম হয়ে গেছিল। বাকি সব ঠিক আছে"।

অরুন্ধতী বলল, "ঠিক আছে। দেখো, মাথা ঠাণ্ডা রেখো। আমার মনে হল তুমি খুব হুইমজিকাল। কী করছো নিজেও জানো না। আমিও ছিলাম। একই রকম। একটা বয়স থাকে, যখন আমরা অল্পে মুগ্ধ হয়ে যাই। ঠিক ভুল ভাবি না। জেদের বশে কাজ করে ফেলি। তোমার মা বা বউদিকে শাস্তি দিতে হলে আমাকে বা কোন ডিভোর্সিকেই বিয়ে করতে হবে, এই মানসিকতাটাই ভুলে যাও সৌরভ। এই দেখো, আমি তোমার সঙ্গে এত কথা টথা বলি, তোমার ল্যাবে আসি, হয়ত এটা নিয়েও আজে বাজে কথা রটতে পারে। সেটা আটকাতে গিয়ে আমরা কি এমন কিছু করব, যেটা হওয়া আদৌ ঠিক না? আমার মনে হয় তুমি এমন কিছুতে আটকে গেছো, যেটা তোমার মধ্যে কোন অপরাধবোধ তৈরি করছে। আছে কিছু এরকম?"

সৌরভ থতমত খেয়ে বলল, "না না। সেসব কিছু নেই। সব ঠিক আছে"।

অরুন্ধতী বলল, "তুমি শিওর তো?"

সৌরভ বলল, "হান্ড্রেড পারসেন্ট"।

অরুন্ধতী চলে যাচ্ছিল। দরজা থেকে ফিরে এসে বলল, "টেল মি ওয়ান থিং। কলেজের কনফেশন গ্রুপে তোমায় নিয়ে অনেক স্টুডেন্টই কনফেস করে। তুমি এরকম কোন সম্পর্কে কারো সঙ্গে জড়িয়ে পড় নি তো?"

সৌরভ বলল, "ধুস। এসব ভাবছ কেন"?

অরুন্ধতী বলল, "আমার কেন জানি না মনে হল। আমার গেসিং পাওয়ার খুব বেশি। কেন জানি না সেসব কেমন করে যেন মিলেও যায়। তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার যদি কোন স্টুডেন্টের সঙ্গে অ্যাফেয়ার হয়েও যায়, অপরাধবোধে ভুগো না। এটা এমন কিছু আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাপার না। এরকম হতেই পারে। কত হয়। লোকে কী বলবে সেসব ভেবে মাথা খারাপ করার কোন মানে হয় না"।

সৌরভ বলল, "তুমি এসব বলছো কেন? সেসব কোন ব্যাপার না। অপরাধবোধের কোন গল্প নেই"।

অরুন্ধতী বলল, "না থাকলেই ভাল। তুমি আমার ভাল বন্ধু। একজন ব্যালান্সড মানুষও বটে। এরকম কেউ যখন হঠাৎ করে আউট অফ দ্য ট্রাক বিহেভ করে, তখন খটকা লাগে"।

সৌরভ হাসল, “না না। ভেবো না। ইটস ওকে”।

অরুন্ধতী কাঁধ ঝাঁকাল, “বেশ। ওকে হলে ভাল। আমি আসি। বিকেলে চায়ের ঠেকে দেখা হবে”।

সৌরভ বলল, “ঠিক আছে”।

অরুন্ধতী বেরিয়ে যেতে সৌরভ জোরে শ্বাস ছাড়ল।

অরুন্ধতী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। ওর আই কিউ পাওয়ার অত্যন্ত বেশি। এত আই কিউ পাওয়ার থাকা কারো কাছে সত্যিটা লুকিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন।

রায়ার জন্য অপরাধবোধ হচ্ছিল। তার থেকে কথাটা শুনেই মেয়েটা বোকার মত কাজটা করেছে। অতটা কঠোর না হলেই ভাল হত।

কী করবে সে? কিছু কি করার আছে? অসহায়ের মত বসে রইল সৌরভ।

৫৬

“তোর কিন্তু আমাকে ট্রিট দেওয়া উচিত”।

অটো থেকে নেমে শুভ্র কলেজের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রায়াকে বলল।

রায়া বলল, “কেন? কী আনন্দে ট্রিট দেবো?”

শুভ্র হাঁ করে রায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “আজব পাবলিক তো তুই? তোকে বাঁচালাম, আর তুই এসব বলছিস?”

রায়া বলল, “বাঁচানোর কী আছে, আমি সাঁতার জানি তো”।

শিঞ্জিনী শুভ্রকে বলল, “সব সময় ছকের চেষ্টায় আছো না তুমি? ভাল্লাগে?”

শুভ্র বলল, “তোরা তো ডেঞ্জারাস পাবলিক সব। এখানে ছকের কী আছে? তুই বল, আমি না থাকলে কী হত? এই জন্য তোদের সবারই উচিত আমায় ট্রিট দেওয়া। ঠিক ঠাক লোক থাকলে আমায় রাষ্ট্রীয় সম্মান দিত, বুঝলি?”

শিঞ্জিনী বলল, “রায়ার সঙ্গে ছক করে লাভ নেই। তুমি অন্য কোন দিকে দেখো। এটা কি সিনেমা পেয়েছো, নায়িকাকে বাঁচাবে আর নায়িকা তোমার কোলে বসে পড়বে?”

শুভ্র পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করে বিমর্ষ গলায় বলল, “দূর দূর, দেশটাই নিমকহারাম হয়ে গেছে। কাউকে আর কিছু বলাই যাবে না। কী হত একটা ছোট ট্রিট দিলে? একটা ছোট বিরিয়ানির প্যাকেট, একটা চকলেট, কত আর খরচা হত, তিনশো টাকা?”

অঞ্জনা বলল, “ঠিক আছে। আমরা সবাই না হয় কলেজের পর কোথাও মিট করব। তোমার টাকাটা আমরা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে দিয়ে দেব”।

শিঞ্জিনী বলল, “যদিও তুমি সিনিয়র, তোমারই উচিত ছিল আমাদের খাওয়ানো”।

শুভ্র বিড়ি ধরিয়ে বলল, “এই তোরা যা। তোদের কাউকে খাওয়াতে হবে না। অনেক হয়েছে”।

শিঞ্জিনী বলল, “ঠিক আছে। অনেক হয়েছে। এক কাজ কর, তুমি শমীককে তোমার নাম্বারটা দিয়ে দাও। আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে মিট করে নেবো”।

শুভ্র বলল, “কেন? তোর নাম্বার দিতে কী হয়? তুই কে রে? আলিয়া ভাট?”

শিঞ্জিনী বলল, “আমি কে তা জানি না, তবে তুমি যে মস্ত বড় ভাট সে নিয়ে কি কোন ডাউট আছে? শমীক, দাদাইয়ের নাম্বারটা নিয়ে নে”।

শুভ্র বিড়ি টানতে টানতে শমীককে বলল, “আমার নাম্বার আছে তোর কাছে। ঠিক আছে। মিসড কল মেরে দে একটা। বিড়িটা শেষ করে লাইব্রেরী যাবো। আর তোদের বন্ধুকে বলে দে, আর জলে ডোবার প্ল্যান থাকলে আগে থেকে বলে দিতে। আমি এক্সট্রা জামা প্যান্ট নিয়ে আসবো”।

আর বি ম্যামের ক্লাস চলছিল। তাদের ঢুকতে দেখে বাকিরা কৌতূহলী চোখে তাকাল। দাশু শমীকের ঘাড়ের কাছে এসে বলল, "এ কী রে? এতো পুরো রামধনু জোট। কী কেস?"

ম্যাম দাশুকে বললেন, "কী হল? তোমার কী হয়েছে? লাফ ঝাঁপ দিচ্ছো কেন? এমনিতে তো ক্লাসেও দেখি না। বল তো কী পড়াচ্ছিলাম"।

দাশু বসে ছিল।

ম্যাম বললেন, "উঠে দাঁড়াও"।

দাশু দাঁড়াল। ম্যাম বললেন, "কী পড়াচ্ছিলাম"?

দাশু আমতা আমতা করে বলল, "ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তো, সেটা নিয়েই জিজ্ঞেস করছিলাম। আফটার অল, সি ইজ আওয়ার ক্লাস মেট"।

ম্যাম বললেন, "হ্যাঁ। রাইট। রায়া, ঠিক আছো তো? কী হয়েছিল?"

রায়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ম্যাম, পুকুরে পড়ে গেছিলাম। এখন ঠিক আছি"।

ম্যাম বললেন, "ক্লাস না করে পুকুর পাড়ে কী করছিলে? তুমি তো ভাল মেয়ে। তোমার আবার কী হল? বাংক মেরেছিলে?"

রায়া বলল, "না ম্যাম, আমি পিজিতে যাচ্ছিলাম। পার্স আনতে ভুলে গেছিলাম। ওই তাড়াহুড়োতেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেছে"।

ম্যাম উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল বল তো, দেখে শুনে চলবে সবাই। কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব শিগগিরি পুকুরের দিকটা ঘিরে দিচ্ছে। তার আগে অবধি ওদিকটা সবাই সাবধানে যেও। আজই আমি ডিরেক্টর স্যারকে জানাচ্ছি। বস। আর তুমি দাঁড়িয়ে থাকো"।

দাশু গোটা ক্লাস দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাম বেরিয়ে যেতে দাশু রায়াকে বলল, "কী রে, তুই কি আজকাল গাঁজা টাজা টানছিস নাকি? অতো বড় রাস্তা ছিল আর তোকে পুকুরের ধার দিয়েই হাঁটতে হল?"

শিঞ্জিনী বলল, "তাতে তোর কী? নিজের চরকায় তেল দে তুই"।

দাশু বলল, "ওকে ওকে। আমি জাস্ট খোঁজ নিচ্ছিলাম আর কী"।

শিঞ্জিনী বলল, "তোকে অতো খোঁজ নিতে হবে না। কোত্থেকে মার খেয়ে নাক মুখ ফাটিয়ে এসেছিস, তুই নিজের খোঁজ নে আগে"।

দাশু কাঁধ টাধ ঝাঁকিয়ে ক্লাস থেকে পালিয়ে গেল।

৫৭

সাগ্নিক লালুদার দোকানে বসে ছিল। দাশু সাগ্নিককে দেখে বলল, "কী বে, এখনও মন খারাপ নাকি?"

সাগ্নিক বলল, "ব্রেক আপ করিস নি তো কোনদিন, তুই কী করে বুঝবি?"

দাশু বলল, "বোঝাবুঝির কী আছে? গরু গাধায় প্রেম করে। তুই সেই গরু গাধা"।

সাগ্নিক রাগল না। বলল, "গরুই বটে। কী আর করব। জীবনটাই শেষ হয়ে গেল"।

দাশু শুভ্রকে আগে থেকে চেনে। লালুদার দোকানের বিড়িখোরেদের অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি টাইপ এখন শুভ্র। পুকুরে পা ডুবিয়ে বিড়ি খাচ্ছিল। দাশু গলা ছাড়ল, "তুমি তো এখন হিরো গুরু। তোমারই বাজার"।

শুভ্র বলল, "ভাগ শালা। তোদের ক্লাসের মেয়ে না? কী কেস? ব্যথা ট্যাথা আছে নাকি?"

দাশু বলল, "কে জানে। আমি কিছু জানি না"। সাগ্নিক বলল, "শালা, তুই জানিস না? তুই হলি আমাদের ক্লাসের বিবিসি, তুই জানবি না হয় নাকি"।

দাশু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “মাইরি বলছি। আমি কিছু জানি না”। শুভ্র বলল, “একেকটা পাবলিক একেক রকম। এই জন্য মেয়েদের বিড়ি টানা দরকার। ওই মেয়েটাকে লালুদার দোকানে নিয়ে আসিস। বিড়ি টানলে ঠিক হয়ে যাবে”।

দাশু বলল, “গুরু খুব ইচ্ছা মনে হচ্ছে? পছন্দ হয়েছে?”

শুভ্র বলল, “পছন্দর কী আছে? মেয়ে হোক বা ছেলেই হোক, ব্রেক আপের পরে বেশি ফ্রাস্ট্রু খেতে নেই। বিড়ি খেতে হয়। বিড়িতেই সব ঠিক হয়ে যায়”। দাশু জুতো খুলে শুভ্রর পাশে বসে জলে পা ডুবিয়ে দিয়ে বলল, “বলছি তখন রায়া কি খুব বেশি ফ্রাস্ট্রু খেয়ে ছিল?” শুভ্র দাশুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কেন? কী কেস? তুই জানিস?”

দাশু বলল, “না মানে এমনি জানতে চাইছি”। শুভ্র বলল, “তুই কিছু না বললে আমিও কিছু বলব না। বললে বল, নাহলে ফুটে যা। ঝাঁট জ্বালাস না”।

দাশু এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বলল, “রায়ার ব্যথা ছিল। তারপর কেটে গেছে মনে হয়”।

সাগ্নিক দেখছিল দাশু শুভ্রর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে। সে বলল, “কিরে, কী বলছিস তুই?”

শুভ্র হাত তুলে সাগ্নিককে বলল চুপ করতে। সাগ্নিক চুপ করে গেল। শুভ্র দাশুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কার উপর চাপ ছিল?”

দাশু বলল, “সৌরভ স্যার”।

শুভ্র কাশতে শুরু করল। কাশতে কাশতে বলল, “সৌরভ স্যার? তা হতেই পারে। এরকম কত কিছুই তো হয়। স্যার ব্যাথা দিয়েছে বলছিস?”

দাশু বলল, “আমি কিছু বলছি না। আমার মনে হল, সেটাই বললাম। ওয়াইল্ড গেস”।

শুভ্র বলল, “ঠিক আছে। আচ্ছা শোন, ওর সঙ্গে যে মেয়েটা থাকে না, খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে... কী যেন নাম...”

দাশু বলল, “শিঞ্জিনী?”

শুভ্র উদাস গলায় বলল, “হ্যাঁ, ওই শিঞ্জিনী না কী একটা হবে। ওর বয়ফ্রেন্ড আছে?”

দাশু বলল, “না। তবে আমাদের ক্লাসের শমীকের ওপর ওর চাপ আছে। শমীক আবার অঞ্জনার বন্ধু। ওই নিয়ে হেবি ক্যাচাল লাগে”।

শুভ্র চোখ মুখ কুঁচকে বলল, “এই জন্য বাঙালির কিছু হল না। কত এলিজিবল ব্যাচেলর ঘুরে বেড়ায়, আর এরা একটা ছেলেকে নিয়ে দুটো মেয়ে গুঁতোগুঁতি করে। গাধা কোথাকার”।

দাশু বলল, “সেই তো। কোথায় তোমার মত একটা হ্যান্ডু বিড়িখেকো দাদা ছিল, তোমার কাছে এসে ডাইভ দেবে, তা না...”

শুভ্র কড়া চোখে দাশুর দিকে তাকাল। দাশু তড়িঘড়ি করে জল থেকে পা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আচ্ছা, আসি হ্যাঁ। ভাল থাকো”।

শুভ্র বলল, “ভাগ পাগলা। যতসব জোটেও”। দাশু পালাল।

এর কিছুক্ষণ পরেই কলেজ কনফেশন গ্রুপে একটা কনফেশন পোষ্ট হল।

#কলেজ কনফেশন

#এম/২১/নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রিয় শিন, তোকে আমি হেবি ভালোবাসি। তুমি আমার জন্যই পৃথিবীতে এসেছ। তুমি জানো না তোমাকে আমি কত ভালোবাসি। আমাকে এক প্যাকেট বিড়ি কিনে দেবে গো?

ইতি তোমার যিনি”।

...

পোস্টটা পেজ থেকে করে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল দাশু। এবার খেলা জমবে।

৫৮

কলেজ শেষের পর কলেজ থেকে বেরিয়ে সৌরভ দেখল শমীক, অঞ্জনা, রায়া, শিঞ্জিনীরা হাঁটছে। তার থেকে খানিকটা এগিয়ে হাঁটছে তারা। জোরে জোরে হাসছে, এক জন আরেকজনের পেছনে লাগছে।

দূর থেকে দেখতে ভাল লাগছিল তার। এটাই তো কলেজ জীবন। বেশি চিন্তা নেই, হেরে যাওয়ার মালিন্য নেই, একজন আঘাত পেয়ে পড়ে গেলে আরেকজন হাত বাড়িয়ে ডেকে নেয়... জীবনের সোনার সময় এখন। একটু ঠিক ঠাক গাইডেন্স পেলে এরা অনেক দূর যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে নিজেকেও দেখতে পায় সে। ভাল লাগছে ওদের দেখে। ফোন বেজে উঠল তার। ধরল সে, "হ্যালো"।

-গুড ইভনিং স্যার।

-গুড ইভনিং।

- আমি রিচা বলছি স্যার উইলসন এন্ড সন্স থেকে বলছি।

-বলুন রিচা।

- স্যার, লাস্ট উইক আপনি ভিডিও কনফারেন্সিং এ ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন আমাদের কোম্পানিতে।

-হ্যাঁ।

-স্যার, আপনাকে এটা জানানোর জন্য আমি ফোন করছি যে আপনি সিলেক্টেড হয়েছেন। আপনি কি এই উইকের মধ্যে আমাদের মুম্বই অফিসে আসতে পারবেন? কিছু অফিসিয়াল পেপার ওয়ার্কস আছে। আপনি যদি চান আপনাকে আপনার এয়ার টিকেট পাঠিয়ে দেব। স্যার আপনি কি আসবেন?

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সৌরভ। তার পা-টা হঠাৎ করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। কলেজ লাইফে এরকম হত। উত্তেজনা হোলেই পা কাঁপতে শুরু করে দিত।

চাকরিটা হয়ে গেল? তার স্বপ্নের চাকরি! সে বলল, "রিচা, আপনি কি আমাকে কাল সকাল দশটায় ফোন করতে পারবেন? আমি যদি তখন বলি? আমি এখন যেখানে চাকরি করি সেখান থেকে ছুটি নেওয়ার ব্যাপার থাকবে, তাই এখানে কথা বলে আপনাকে জানাই?"

রিচা বলল, "শিওর স্যার। হ্যাভ এ গ্রেট ডে"।

"থ্যাঙ্ক ইউ" বলে ফোন রাখল সৌরভ।

কলেজ শিক্ষকতার জীবন শেষ হবে এবার? উইলসনের ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য কতদিনের প্রস্তুতি ছিল তার! পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। এ শহর ছেড়ে যাওয়া হবে তাহলে শেষ মেশ!

এ শহরে আর কিছু নেই। কিচ্ছু নেই। পালানো হবে তাহলে! সৌরভ দাঁড়িয়ে পড়ল। শিক্ষকতায় ঢোকার সময় অনেক স্বপ্ন ছিল। ভাল শিক্ষক হবে। নতুন প্রজন্মকে তৈরি করবে। মোহভঙ্গ হয়েছিল কি? হবে হয়তো।

কিংবা শহর ছাড়ার জন্যই বেশি তাড়া ছিল। ইদানীং কিছুই সহ্য হয় না তার। বড় তাড়াতাড়ি মোহভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। সবাই কেমন আপোষের স্রোতে ভাসছে। পালিয়ে যাওয়ার জন্য এর থেকে ভাল সুযোগ আর কিছু হতে পারত না।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখল অরুন্ধতী তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দল থেকে রায়াও দেখল সেটা। সৌরভ অরুন্ধতীর কাছে গিয়ে বলল, "চা খেয়ে নিয়েছো?"

অরুন্ধতী বলল, "তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। এই আড্ডাটারও তো দরকার আছে"।

সৌরভ হাসল, “ঠিক, ঠিক”।

অরুন্ধতী বলল, “অনলাইন ক্লাস করে করে স্টুডেন্টগুলোর হাল খুব খারাপ হয়ে গেছে। দুপুরবেলা কতজন যে হাই তুলছে। কী অবস্থা ভাবো”।

সৌরভ বলল, “আমিও যখন কলেজে পড়তাম, দুপুরে হাই উঠত। হাই তো উঠবেই। এখন বলতে পারো ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়েছে”।

অরুন্ধতী বলল, “বেড়েছে মানে সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে। ভয়াবহভাবে বেড়েছে। লকডাউনের পর অন্তত পাঁচ বছর লাগবে সব স্বাভাবিক হতে। আচ্ছা, একটা ভাল খবর আছে। আমার প্রাক্তনবাবু ফোন করেছিলেন। আমায় মুক্তি দেওয়ার কথা অফিশিয়ালি আমাকে ফোন করে ঘোষণা করলেন। আমি মারাত্মক খুশি আজ। কী খাবে বল”।

সৌরভ বলল, “যা খাওয়াবে। তাহলে কি চা খাবে না?”

অরুন্ধতী বলল, “না। স্যুপ খাবো। ওই যে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ হয়েছে না, ওটায় চল”।

সৌরভ বলল, “চল”।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে রেস্তোরাঁয় গিয়ে দেখল রায়ারাও সেটায় ঢুকেছে। সৌরভ দেখল রায়ার মুখটা ছাইবর্ণ হয়ে গেল। সে অন্যদিকে তাকাল। অরুন্ধতী ওদের দেখে বলল, “আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে যাই চল। ওরা কাছে থাকলে অকওয়ারড লাগবে”।

সৌরভ বলল, “চল। আমার মনে আছে আমাদের স্যারেরা একবার আমাদের সরস্বতী পুজোর চাঁদা কেটে আসার পর রসগোল্লা খাইয়েছিলেন”।

অরুন্ধতী থমকে দাঁড়িয়ে বলল, “তুমি কি বল? আমার কি ওদের খাওয়ানো উচিত?”

সৌরভ হাসল, “এই ব্যাপারে আমিও কনফিউজড”।

অরুন্ধতী বলল, “আচ্ছা, ব্যাপারটাকে প্রফেশনাল দিক থেকেই দেখি। ওরা ওদের মত থাকুক। আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে যাই”।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গেল তারা। সৌরভ বলল, “আচ্ছা আমি একবার নিচ থেকে আসি। ওদের সঙ্গে কথা বলে এলাম না, ঠিক হল না বোধ হয়”।

অরুন্ধতী অবাক হল, “হঠাৎ”?

সৌরভ ইতস্তত করে বলল, “আচ্ছা থাক”।

অরুন্ধতী তার চোখের দিকে তাকাল, “কী হয়েছে সৌরভ? এদের মধ্যে একটা মেয়েই আজকে জলে পড়ে গেছিল না”?

সৌরভ হাসার চেষ্টা করল, “হ্যাঁ। তবে আমি সে জন্য যাচ্ছি না। আফটার অল ওরা আমাদের স্টুডেন্টস। এভাবে ইগনোর করে চলে এলাম...”

অরুন্ধতী বলল, “বস। চলে যখন এসেছো, ঠিক আছে। এখন গেলেই বরং ব্যাপারটা খারাপ দেখায়। টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপের বাইরেও আমাদের একটা লাইফ আছে। বল কী খাবে? স্যুপ বলি?”

সৌরভ বলল, “বল”।

অরুন্ধতী বলল, “আজ কেন জানি না, হঠাৎ করে মনে হল তোমার প্রপোজালটা নিয়ে ভাবা যেতেই পারে। জীবনকে এখনই এক্সপ্লোর করা বন্ধ করাটা ঠিক হবে না। পরক্ষণে মনে হল, ধুস, কীসব ভাবছি। তোমার বাড়িতে আবার একটা ঝামেলা... কিছু মনে কোর না হ্যাঁ, বন্ধু মনে করি বলেই এই কথাটা বলে ফেললাম”।

সৌরভ বলল, “আমি এই চাকরিটা ছাড়ছি অরুন্ধতী। শহরটাও”।

অরুন্ধতী চমকে তাকাল সৌরভের দিকে।

৫৯

সৌরভ আর অরুন্ধতীকে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখে রায়ার ছাইবর্ণ মুখটা দেখতে পেল অঞ্জনা। রায়ার হাত ধরে বলল, "ওই, তুই কাদের সঙ্গে এসেছিস? আমাদের দিকে তাকা"।

রায়া হেসে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সরি রে। হঠাৎ করে এসব দেখলে চাপ হয়ে যায় আর কী"!

শমীক বলল, "তুই একটা মাইন্ডসেটে চলে আয়। এরকম দেখবি, স্যারের ক্লাসও করবি স্বাভাবিকভাবে। ব্যাপারটাকে পুরো ফরম্যাট করে ফেল, দেখবি কোন অসুবিধে হবে না"।

শিঞ্জিনী বলল, "তোরা তো জানিস না রায়া কতটা ইনভল্ভ হয়ে গেছিল। কিছুটা সময় তো দিতে হবে"।

শমীক বলল, "আমার মনে হয় শুরু থেকেই প্র্যাকটিস করতে হবে। এটা তো ব্রেক আপের মত, ব্রেক আপ হ্যান্ডেল করতে হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না"।

অঞ্জনা বলল, "অ্যাজ ইফ তোর প্রচুর এক্সপেরিয়েন্স আছে"।

শমীক থতমত খেয়ে গেল।

শিঞ্জিনী বলল, "লাভ বার্ডস দোতলায় চলে গেল দেখলি? আমাদের দেখে লজ্জা পেল মনে হয়"।

রায়া বলল, "এসব কথা এখন থাক। বাদ দে"।

শিঞ্জিনী বলল, "ওকে ওকে। আচ্ছা ওই বিড়িখোরটা কোথায় গেল রে? আসব বলে এল না তো"।

শমীক বলল, "ওই তো। আমি ফোন করেছিলাম, বলছিল একটু দেরী হবে। এসে গেছে দেখ"।

শুভ্র একটা লাল সবুজ রঙের টি শার্ট পরে এসেছে। শিঞ্জিনী সেটা দেখেই হেসে দিল, "একী? এতো পুরো টিয়া পাখি"।

শুভ্র চেয়ার টেনে বসে বলল, "হয়েছে হয়েছে। এসব তোরা বুঝবি না। এটাই এখন মডার্ন স্টাইল"।

শিঞ্জিনী বলল, "তুমি কি এখানে আসবে বলে আবার পিজিতে ফিরে চেঞ্জ করে এলে?"

শুভ্র বলল, "না। সেটা কেন হবে? আমি এমনিই পিজিতে গেছিলাম"।

শিঞ্জিনী বলল, "তুমি যে বলছিলে কলেজের পরে কোথায় জাভার ব্যাপারে খোঁজ নিতে যাবে। গেলে না?"

শুভ্র বলল, "হায় হায়, মামণি আমার সব কথা মনে রেখেছে। ভাবতেই দিল খুশ হয়ে গেল"।

শিঞ্জিনী বলল, "মনে না রাখলে ঢপ ধরা পড়বে কী করে?"

শুভ্র বলল, "কীসের ঢপ? আমি ঢপ মারতে যাবো কেন? আচ্ছা শোন না, এস ডি কেমন পড়াচ্ছে তোদের?"

শমীক শুভ্রকে ইশারা করল গলা নামিয়ে কথা বলতে। শুভ্র অবাক হয়ে বলল, "কেন? কী হয়েছে"?

শমীক বলল, "উনি এখানেই আছেন। উপরে। অরুন্ধতী ম্যামের সঙ্গে এসেছেন"।

শুভ্র রায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "অ। ওরাই এখন ইস্মার্ট জোড়ি নাকি রে?"

শিঞ্জিনী বলল, "হ্যাঁ। এসডির কথা তোমাকে কে বলেছে? এসব বলছো, জানতে পারলে ইন্টারনাল ঝুলিয়ে দেবে তো"।

শুভ্র কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার ভাব করে বলল, "ছাড় তো। কত দেখলাম। ইন্টারনাল দিয়ে কী হবে?"

শমীক হতভম্ব গলায় বলল, "মানে? ইন্টারনাল দিয়ে কী হয় মানে? কী বলছ এসব?"

রায়া বলল, "এস ডি কখনো ক্ষতি করবেন না কারো। উনি সেরকম লোকই নন। এসব বলার কোন মানে হয় না"।

শুভ্র বলল, "স্যার কিন্তু চরম পড়ায়। আমি অন্যদের ক্লাস বাঙ্ক মারলেও কখনো স্যারের ক্লাস বাঙ্ক মারি নি। অরুন্ধতী ম্যাম একটু খরুস টাইপ। কেমন যেন"।

শমীক বলল, "এই কথাগুলো এখানে না বলাই ভাল। ওরা শুনতে পাবে। ছাড়ো না"।

শুভ্র বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। এটাও ঠিক। ওরা এখন হট টপিক নাকি কলেজে?"

অঞ্জনা বলল, "কে কী করল সেটা কেউ পাত্তা দেয় না। এরকম তো কতই হয়, হট টপিকের কিছু নেই"।

শুভ্র হাত নেড়ে বলল, "ধুস তুই কিছু জানিস না। সবাই সব কিছু বোঝে। শুধু চেপে থাকে"।

ওয়েটার এল। শুভ্র বলল, "পাঁচটা ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন"।

শিঞ্জিনী বলল, "আরে এ পাগল নাকি? অতো নেয় কেউ? তিনটে দিন, পাঁচটা করে নেওয়া যাবে"।

শুভ্র বলল, "বাহ, তোর মধ্যে একটা গিন্নি গিন্নি ব্যাপার আছে তো"।

সবাই হেসে ফেলল। শিঞ্জিনী রেগে গেল, "ভাট বকা বন্ধ কর বিড়ি খোর। এখানে বললে না বিড়ি দিতে, বিড়ি নিতে পারতে তো"।

শুভ্র বলল, "রাইট। ওয়েটারকে ডাকি?"

শুভ্র ডাকতে যাচ্ছিল শিঞ্জিনী নুনের কৌটো ছুঁড়ে মারল ওর দিকে।

অঞ্জনার ভাল লাগছিল। এতদিন তারা একসঙ্গে পড়ছে, কোন দিন এরকম কোথাও খেতে যায় নি তো! শুধু কলেজ আর বাড়ি করে গেছে।

কেন যায় নি? এগুলোরও কি দরকার ছিল না?

৬০

অরুন্ধতী নিজেকে সামলাতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বলল, "হঠাৎ করেই ঠিক করলে?"

সৌরভ বলল, "উইলসনে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পাবো না হয়ত। পেয়ে গেছি। এবার চলে যাবো"।

অরুন্ধতী চুল ঠিক করল। দু হাত দিয়ে মুখে ঢেকে আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, "আমার একটা বিচ্ছিরি স্বভাব আছে। তাৎক্ষণিক ভাবে যে ঘটনাটা ঘটে যায়, সেটা নিয়ে তখনই কিছু ভাবি না। ভাবনাটা আসে পরে। আর যখন আসে, সেটা নিয়েই ভাবতে থাকি। তুমি কাল হঠাৎ করে কথাটা বললে, আমি জানি আমি তখনই ঠিক সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম। তারপর কী হল বল তো, বাড়ি গেলাম। চারপাশ দেখলাম। মনে হল আবার শুরু করা যায় হয়ত। কথাটা একবার মাথায় ঢুকছে, বেরোচ্ছে। আরেকবার মনে হল তোমার জীবনে কেউ আছে হয়ত। এখন আবার ভাবলাম সেটা নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। এর মধ্যে এই খবরটা দিলে। খবরটা কখন পেলে?"

সৌরভ বলল, "এই তো। রাস্তায় আসার পথেই। আমি নিজেও কনফিউজড"।

অরুন্ধতী বলল, "কনফিউশনের কিছু নেই। এখানে কনফিউজড হতেই যেও না। এ রাজ্যে আর কিছু নেই। পালানোর সুযোগ পেয়েছো, পালাও। আমিও সুযোগের অপেক্ষায় আছি। দেখা যাক"।

সৌরভ বলল, "তুমি প্রপোজালটা নিয়ে ভেবেছিলে? সকালে বললে না তো"।

অরুন্ধতী বলল, "বাদ দাও। লেটস নট থিংক অ্যাবাউট ইট। এটা এখন একটা ডেড ইস্যু। কোথায় পোস্টিং দেবে?"

সৌরভ বলল, "জানি না। আগে মুম্বই যাই। কথা বলি"।

অরুন্ধতী বলল, "টিচিং নোবেল প্রফেশন। কিন্তু নিজেদেরও তো একটা স্যাটিসফ্যাকশন দরকার হয়। আজকাল যে কী পরিমাণ ডিপ্রেশন হয়... মনে হয় পালিয়ে যাই কোথাও। কাউকে বিশ্বাস হয় না। শুধু মনে

হয় বেঁচে থেকে কী লাভ? বেঁচে থাকাটাই যন্ত্রণা বল? লকডাউনের সময়টায় মনে হচ্ছিল এটাই বোধ হয় শেষ। আবার এখন মনে হচ্ছে"।

সৌরভ বলল, "একা একা লড়াই করাটা খুব কঠিন। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা আরো কঠিন"।

অরুন্ধতী বলল, "আচ্ছা কাল যে তুমি হুট করে বলে দিলে, আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম, তাহলে তুমি কী করতে?"

সৌরভ বলল, "জানি না। আমি যা করেছি ঘোরের মধ্যে করেছি। তুমি হ্যাঁ বললে হয়ত এতক্ষণে আমরা প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে যেতাম"।

সৌরভ হেসে ফেলল।

অরুন্ধতী বলল, "আমি বললাম না, আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটাই ঠিক ঠাক থাকে। আমি বিষয়টা নিয়ে বেশি ভাবতে শুরু করলেই সব ঘেঁটে যায়। একা হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে একটা ইনসিকিউরিটি তৈরি হয়। আসল ভিলেন সেটাই"।

স্যুপ এল। অরুন্ধতী বলল, "আজ তুমি তোমার ইচ্ছে মত অর্ডার কর। এটা আমার ট্রিট। এত ভাল একটা খবর দিলে। একটু একটু হিংসে হচ্ছে, মন খারাপও হচ্ছে, কিন্তু তোমার জন্য ভালও লাগছে। উইলসন থেকে জয়যাত্রা শুরু হোক তোমার"।

সৌরভ বলল, "আর ওখানে গিয়ে যদি মনে হয় ওই চাকরিতে পোষাচ্ছে না, আমি আবার কলকাতা মিস করছি, কলেজে পড়ানো মিস করছি, তখন কী হবে?"

অরুন্ধতী বলল, "এসকেপ ভেলোসিটি পাওয়ার জন্য একটু সময় তো লাগেই বন্ধু। নিজেকে সময় দাও, যেখানেই পোস্টিং হোক, একটু সেটল করে যাও। দেখবে আর পিছনে ফিরে থাকতে হবে না। এই হোম সিকনেসের জন্যই তো আমরা মরি। সেটাকে হারিয়ে দাও। বাকিটা তোমার কাছে জল ভাত। তুমি পারবে"।

সৌরভ চুপ করে স্যুপটা খেতে লাগল। অরুন্ধতী তাকে এখানে কালকের প্রপোজালের জন্য হ্যাঁ বলতে এসেছিল? কী অদ্ভুত! তার কি খুশি হওয়া উচিত? সে একবারেই খুশি হতে পারছে না। এই রিলেশনটা বন্ধুত্বের জন্যই ঠিক আছে। সে অরুন্ধতীকে ভালোবাসে না। কী করতে যে ওরকম ঝোঁকের মাথায় ওসব বলে দিয়েছিল! এদিকে নিচেই তো রায়া আছে। মেয়েটা অরুন্ধতীর কথা শুনে জলে ডুবে যেতে বসেছিল। এসব কী করছে সে? নিজের ওপরেই ঘেন্না হচ্ছিল তার।

একটাই সান্ত্বনা থেকে যাবে। সে রায়াকে কোন দিন প্রশ্রয় দেয় নি।

প্রশ্রয় দিলে ব্যাপারটা খুব খারাপ দিকে যেতে পারত। সব থেকে ভাল হত মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে পারলে। সমস্যা হল, ওকে বুঝিয়ে বললে বুঝতো না। ও আরো বেশি করে তার প্রেমে পড়ে যেত। টিন, টুইনদের এটাই সমস্যা। যেটা বারণ করা হবে, সেটাই বেশি করে করবে।

অরুন্ধতী বলল, "বাড়িতে বললে আবার ভেবে না বসে আমার জন্যই তুমি শহর ছাড়বে। ওদের কনফিউশন ক্লিয়ার করে দিও"।

সৌরভ হাসল, "হ্যাঁ। সেটা তো করতেই হবে। নইলে তোমার সঙ্গে কোন দিন রাস্তা ঘাটে দেখা হয়ে গেলে যা তা ব্যাপার হয়ে যাবে"।

অরুন্ধতী জোরে হেসে উঠল, "তুমি পারোও বটে। উইল মিস ইউ। তোমাকে দেখলে প্রথমে মনে হবে তুমি খুব ব্যালান্সড। একটু মিশলেই বোঝা যায় তুমিও কম ছিটিয়াল নও। একটু ছিটিয়াল হওয়াটা দরকার, নইলে জীবন বড় বিরক্তিকর হয়ে যায়। তোমার বাড়ি যাওয়াটা একটা মজার এক্সপেরিয়েন্স হয়ে থাকবে"।

সৌরভ বলল, "আমি একটু দেখে আসি ওরা আছে নাকি?"

অরুন্ধতী বলল, "কারা? স্টুডেন্টরা? কেন, যাওয়ার কী দরকার? আমরা তো ফার্স্ট ফ্লোরে আছি। সমস্যা হবে না"।

সৌরভ মাথা নাড়ল, "আচ্ছা, ঠিক আছে"।

৬১

খাবার দিয়েছে। ওয়েটার তিনটে ফ্রায়েড রাইসকে পাঁচটা করে দিল। শিঞ্জিনী বলল, "পিজি আন্টিকে বলেছি ভাগ্যিস। আজ মনে হয় না আমি রাতে কিছু খেতে পারবো"।

শুভ্র বলল, "বাচ্চা মেয়ে নাকি তুই? এখন তো টিফিন চলছে। বিকেলে খেয়ে রাতে না খেয়ে থাকবি?"

শিঞ্জিনী বলল, "না খেয়ে থাকব আবার কী? পেট ভরে যাবে"।

রায়া চুপ চাপ খেয়ে যাচ্ছিল। যদিও তার খুব একটা খেতে ইচ্ছে করছিল না। শমীক সেটা লক্ষ্য করে বলল, "তুই খাওয়ায় মন দে। বেশি ভাবিস না"।

রায়া বলল, "হু"।

শুভ্র মোবাইল ঘাঁটতে শুরু করল। কনফেশন পেজে থমকে গিয়ে বলল, "কী? এটা তো হেবি কনফেশন? প্রিয় শিন, আমি তোমাকে হেবি ভালোবাসি। তুমি আমার জন্যই পৃথিবীতে এসেছ। তুমি জানো না আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমাকে এক প্যাকেট..."

শিঞ্জিনী কান খাড়া করে শুনছিল। বলল, "কী হয়েছে? এক প্যাকেট কী?"

শুভ্র ফোনটা পকেটে রেখে বলল, "ও কিছু না। খেয়ে নে"।

শিঞ্জিনীর ফোন ব্যাগে ছিল। সে ব্যাগ থেকে ফোন বের করে কনফেশনটা দেখে রেগে গিয়ে বলল, "এটা তুমি পোষ্ট করেছো?"

শুভ্র বলল, "আমি পোষ্ট করতে যাবো কেন? আমি তো পড়ছিলাম"।

শিঞ্জিনী বলল, "আমার নাম ইনডাইরেক্টলি বলা হয়েছে এখানে। কার কাজ এসব?"

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, "আমি কী করে জানি। বিড়ির কথাই বা লিখেছে কেন? দুপুরে ওই দাশুকে আমি তোদের কথা বলছিলাম। দাশু ছাড়া তো আর জানে না"।

শিঞ্জিনী বলল, "দাশু? দাশু পোষ্ট করেছে?"

শমীক বলল, "দাশু ছাড়া আর কে করবে? লোকের হাড়ির খবর নিয়ে বেড়ানো হল ওর কাজ। আর কোন দিন কিছু করেছে দেখেছিস? খুব জ্বালায়"।

অঞ্জনা খেতে খেতে হালকা গলায় বলল, "কনফেশন পোস্টের কিছু নেই। পেজটার অ্যাডমিনই দাশু"।

সবাই চমকে অঞ্জনার দিকে তাকাল। রায়া বলল, "তুই কী করে জানলি?"

অঞ্জনা বলল, "আমি একদিন দেখেছি ও পেজটা ম্যানেজ করছিল। ও ভেবেছিল কেউ দেখে নি। আমি জানতাম ওই পেজ দাশুই চালায়"।

শমীক বলল, "আমাকে বলতে পারতিস"।

অঞ্জনা বলল, "এটা বলার মত কোন ব্যাপার হল? আমার তো পি এন পি সি জিনিসটাই অসহ্য লাগে। দাশুকেও"।

রায়া শিঞ্জিনীর দিকে তাকাল, "ও কী কী করেছে ভাব? ওই কনফেশনটা চাইলেই ডিলিট করতে পারতো, করে নি। উলটে খাপ বসালো। ওর জন্য ব্যাপারটা কতদূর এগিয়ে গেল"।

শিঞ্জিনী বলল, "আর আজকের এটা? এগুলো কিন্তু এবার বেশি হয়ে যাচ্ছে"।

শমীক বলল, "ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের মধ্যে পড়ে এগুলো। যা খুশি করুক, তোরা পাত্তা না দিলেই হল"।

শুভ্র এতক্ষণ থম মেরে বসেছিল। বলল, "আমি একটু ওকে বলেছিলাম শিঞ্জিনীকে আমার ভাল লাগে। মালটা আমার নামে এসব করে ফেলল?"

শিঞ্জিনী বাদে সবাই হেসে ফেলল। শিঞ্জিনী রেগে মেগে বলল, "এরকম হলে কিন্তু আমি বেরিয়ে যাবো। কোন বিড়িখোরের সঙ্গে আমার নাম যেন না জড়ায়"।

শুভ্র বলল, "দেখ, তুই আমাকে ইনসাল্ট কর, আমি কিছু বলব না। কিন্তু আমার বিড়িকে ইনসাল্ট করবি না"।

শিঞ্জিনী এবার হেসে ফেলে গম্ভীর হয়ে গেল, "তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। একটু কথা বললে তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে আকাশ কুসুম কল্পনা করতে শুরু করে দাও"।

সবাই হাসতে শুরু করল। শিঞ্জিনী রেগে গেল, "কী হচ্ছে কী? এটা একটা ব্যাপার হল? আমি কিন্তু দাশুকে ছাড়ব না"।

এবারও সবাই বলল, "আমরাও ছাড়ব না। দাশুর কপালে দুঃখ আছে"।

রায়া বলল, "আমরা কি একজন বিশিষ্ট বিড়িখোর জামাইবাবু পেতে চলেছি?"

শিঞ্জিনী বলল, "ভাল হচ্ছে না কিন্তু রায়া। আমি কিন্তু চলে যাবো"।

শুভ্র বলল, "আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। আমি আর তোকে লাইন মারবো না। খুশি"?

অঞ্জনা বলল, "তুমি বিড়িটা ছেড়ে দাও। তাহলেই তো শিঞ্জিনী আর কিছু বলবে না"।

শিঞ্জিনী করুণ গলায় বলল, "প্লিজ তোরা এসব বন্ধ কর। আমার আর ভাল লাগছে না কিন্তু"।

শুভ্র বলল, "রান্নাটা ভালো করেছে। আমি এখানে কোনদিন খাই নি। ইয়ে রান্না মুঝে পসন্দ আয়া"।

তাদের খাওয়া হয়ে গেছিল। বিল এল। সবাই মিলে ভাগ করে বিল দিল। শিঞ্জিনী অঞ্জনাকে বলল, "তুই ফিরবি কী করে? একা ফিরিস না"।

অঞ্জনা বলল, "বাসে ফিরব। এখন যা ভিড়, খুব একটা প্রব্লেম হবে না"।

শিঞ্জিনী বলল, "শমীককে নিয়ে যা। ও তোকে পৌঁছে দিক"। কথাটা বলে হেসে ফেলল শিঞ্জিনী। অঞ্জনাও হাসল। বলল, "না না। আমি পারব"।

অরুন্ধতী আর সৌরভ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তাদের দেখে অরুন্ধতী বলল, "তোমরা খেয়েছ?"

অঞ্জনা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ ম্যাম"।

অরুন্ধতী বলল, "তোমাদের জন্য একইসঙ্গে একটা ভাল আর বাজে খবর আছে। এস ডি খুব ভাল একটা চাকরি পেয়েছেন। হি ইজ লিভিং আওয়ার কলেজ সুন"।

শিঞ্জিনী রায়ার দিকে তাকাল। রায়া অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শুভ্র ফস করে বলল, "স্যার ট্রিট দেবেন না"?

সৌরভ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "শিওর। তোমরা বিল দিয়ে দিয়েছ?"

শিঞ্জিনী কটমট করে শুভ্রর দিকে তাকাল।

শুভ্র ঢোক গিলে বলল, "না মানে স্যার মিষ্টি খাওয়ালেই হবে"।

সৌরভ শুভ্রর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "ক্লাস কোর ঠিক করে। চাকরি পেলেই হয় না, অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য সেমে বসতে না পারলে চাকরিটা যাবে, বুঝলে?"

শুভ্র বড় করে মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে স্যার"।

রায়া শিঞ্জিনীকে বলল, "আমাদের ফিরতে হবে তো। চল"।

শিঞ্জিনী রায়ার হাত ধরে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার, ম্যাম, আমরা আসি। আমাদের ফিরতে হবে"।

সৌরভ বলল, "ঠিক আছে সাবধানে যাও"।

রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে গেল রায়া। তার পেছন পেছন শিঞ্জিনী। বাকিরা কথা বলতে থাকল। সৌরভ উশখুশ করলেও বেরোল না। অরুন্ধতী সৌরভের অস্বস্তিটা বোঝার চেষ্টা করল।

রায়া খুব জোরে হাঁটছে। কেউ যাতে তার কান্না দেখতে না পায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পারছে না। শিঞ্জিনী দৌড়ে গিয়ে রায়ার হাত ধরে বলল, “কী রে, এরকম করে আসে? বুঝে যাবে তো”।

রায়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, “বুঝুক, যা পারে করুক। আমি আর পারছি না। চলে যাবে? কেন যাবে?”

শিঞ্জিনী রায়ার হাত শক্ত করে ধরে বলল, “গেলে যাবে। আমরা আছি তো। আছি না?”

রায়া চোখ মুছল। বলল, “যত বার ভাবছি এসব নিয়ে ভাবব না, ততবার ভাবতে হচ্ছে। উফ!”

শিঞ্জিনী অসহায় চোখে রায়ার দিকে তাকাল।

একটা দিন যাচ্ছে বটে!

#

দরজা খুলে মিতা দেখলেন অরুন্ধতী কাঁদছে। বললেন, “কী রে? কী হল?”

অরুন্ধতী মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “সৌরভ চলে যাচ্ছে মা। অন্য চাকরি পেয়েছে। চলে যাবে”।

মিতা বললেন, “আটকা? তুই বললে থাকবে না?”

অরুন্ধতী মাকে ছেড়ে চোখ মুছল, “ও আমাকে ভালবাসে না। আমি আটকালে হবে না”।

মিতা শান্ত গলায় বললেন, “আয়, তোর জন্য একটা ভাল বই এনেছি। অনেকদিন বই পড়িস না তুই”।

অরুন্ধতী সোফায় গিয়ে চুপ করে বসল। কী দরকার ছিল সৌরভকে কথাটা বলার? একটু আগে জানলেই বলত না!

পরে বুঝতে পারল, সৌরভ যদি কাউকে ভালবেসে থাকে, তবে তাকে নয়। রায়াকে। এথিকসের জন্য কিছু বলতে পারছে না। অরুন্ধতীর খারাপ লাগছিল সৌরভের জন্য। ঠিক সময়ে চলে যাচ্ছে কি? কারো কারো জন্য কোন সময়ই ঠিক হয় না। কারো কারো জন্য সব কিছুই ঠিক সময়ে হয়।

কাল থেকে আরেকটা দিন। কী ক্লান্তিকর আরেকটা দিন! অরুন্ধতী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হারলে চলবে না। তাকে লড়তেই হবে। লড়াইটা করে বেঁচে থাকতেই হবে যে করে হোক...

৬২

দাশু ল্যাপটপ ঘাঁটছিল। আর কী কী নতুন কনফেশন পোষ্ট করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে শিঞ্জিনীর কনফেশনের কমেন্টগুলো দেখছিল আর ঠিক এই সময়েই তার ফোন বাজল।

দাশু দেখল শিঞ্জিনী ফোন করছে। অবাক হল খানিকটা। রাত ন’টা বাজে। এরকম সময় তো শিঞ্জিনী কখনো ফোন করে না। সে কিছু একটা সন্দেহ করে গলাটা ঘুম ধরা করে নিয়ে ফোন ধরল, “হ্যাঁ রে। বল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম”।

শিঞ্জিনী বলল, “এই দাশুর বাচ্চা, কনফেশনটা ডিলিট কর”।

দাশু সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল। বলল, “মানে?”

শিঞ্জিনী বলল, “ন্যাকা সাজিস না। অনেক ন্যাকামি মেরেছিস। আমরা সবাই জেনে গেছি কনফেশন পেজের অ্যাডমিন তুই। এখন যদি পোস্ট ডিলিট না করেছিস, তাহলে সবাই মিলে তোর নামে ডিরেক্টরের কাছে কমপ্লেইন করব””।

দাশু ভয় ধরা গলায় বলল, “এসব তোকে কে বলেছে? এস ডি?”

শিঞ্জিনী বলল, “এস ডি জানে?”

দাশু বলল, “না মানে শোন না, আমি ওই পেজটা চালাই না। তোর কোন ভুল ধারণা হয়েছে”।

শিঞ্জিনী বলল, “আমার সব ধারণা ঠিক হয়ে গেছে। আমি এবার শুধু অঙ্ক গুলো জুড়ছি। খুব জ্বালিয়েছিস তুই আমাদের। এবার তোর খবর আছে”।

মুখোশ খুলে গেছে। জাঙ্গিয়ার রং বেরিয়ে গেছে। আর লজ্জা করে লাভ নেই। দাশু কাকুতি মিনতি করতে শুরু করল, "শোন না, মাইরি বলছি আমি কারো ক্ষতি করি নি। আমার কোন দোষ নেই। প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা কর"।

শিঞ্জিনী বলল, "এস ডিকে নিয়ে যেটা করেছিলি, ঠিক করেছিলি তো? একটা স্টুডেন্টকে নিয়ে নোংরামি করেছিলি। এবার মেয়েটা যদি অপমানিত হয়ে সুইসাইড করে ফেলত, কে দায় নিত? তুই নিতিস?"

দাশু বলল, "আমি তো চেয়েছিলাম ওদের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। ব্যাপারটা ঘেঁটে যাবে বুঝতে পারি নি। মাইরি বলছি বিশ্বাস কর"।

শিঞ্জিনী বলল, "এবার গোটা কলেজ জানুক তুই অ্যাডমিন। তারপর ওরা বুঝে নিক কে কী করবে"।

দাশু বলল, "প্লিজ কাউকে বলিস না। প্লিজ প্লিজ। তোর পায়ে পড়ছি। আমি ক্ষমা চাইছি"।

শিঞ্জিনী বলল, "যদি রায়া তোর কাজের জন্য সুইসাইড করত তাহলে কী হত?"

দাশু বলল, "আমি ওর ক্ষতি করতে চাইনি বিশ্বাস কর প্লিজ। শোন, তুই যা বলবি, আমি তাই করব। শুধু কাউকে কিছু বলিস না"।

শিঞ্জিনী বলল, "ঠিক আছে। আমাকে, রায়াকে, শমীককে আর অঞ্জনাকে তোর কো অ্যাডমিন করে দে"।

দাশু হতাশ গলায় বলল, "ওরাও জেনে গেছে?"

শিঞ্জিনী বলল, "এখন অবধি আমরা জেনেছি। তুই এটা না করলে কাল গোটা কলেজ জেনে যাবে। যতজনের পেছনে কাঠি করেছিস এই পেজের মাধ্যমে তারা জানবে। এবার ভেবে দেখ তারপর কী হতে পারে"।

দাশু বলল, "করে দিচ্ছি। করে দিচ্ছি। প্লিজ, কাউকে বলিস না কিছু। ফুল কেস হয়ে যাবে তাহলে"।

শিঞ্জিনী বলল, "লোকের পেছনে লাগিস ঠিক আছে, সেটা যতক্ষণ নির্দোষ মজার মধ্যে আছে, মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু যেটা কারো ক্ষতি করে, সেটা করে কি তুই ঠিক করেছিস?"

দাশু বলল, "ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা চাই"।

শিঞ্জিনী ফোন কেটে দিল। দাশু নিজের গালে জোরে জোরে চড় মারল। বলল, "শিট! বিড়ির পোষ্টটা কেন করতে গেলাম। ধরে ফেলেছে। উফ! ছি ছি ছি! হয়ে গেল। সব গেল। আমি শেষ। এবার কী হবে"?

শমীক ফোন করছে। দাশু ফোনটার দিকে কয়েক সেকেন্ড করুণ চোখে তাকিয়ে তারপর ফোন তুলল, "বল"।

শমীক বলল, "ভাই তুই তো এখন টপ মার্কেট যাচ্ছিস। ফুল কেস খেয়ে গেলি। এসবও করিস বলবি তো!"

দাশু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে। এখন তো তোদের দিন। সিপিএম তৃনমূল জোট করে ফেলেছিস তোরা। যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবি। মজা নে। আমারও দিন আসবে"।

শমীক হেসে ফেলে বলল, "এস ডি কলেজ ছাড়ছে। ওকে নিয়ে একটা কম্বাইন্ড পোষ্ট করব পেজ থেকে। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ফর এভ্রিথিং। ঠিক আছে?"

দাশু বলল, "ঠিক আছে। আমি ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছি। স্যারের কয়েকটা ছবি লাগবে। ফেসবুক থেকে নেওয়া যাবে, নাকি সেখানেও জেল হতে পারে?"

শমীক বলল, "ওয়েট কর। কনফারেন্স কল করছি"।

দাশু বলল, "এতো মহা নউটঙ্কি শুরু করলি তোরা। এই শোন, আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তোরা পেজ চালা"।

শমীক বলল, "তা কী করে হয়? তুই হলি হারামিশ্রেষ্ঠ, তোকে বাদ দিয়ে কি এসব কাজ হয়?"

দাশু খুশি না হয়ে মিইয়ে গিয়ে বলল, "আর কী লাভ হল। ধরাই যখন পড়ে গেলাম আর কী হবে?"

অঞ্জনা ঘরে ঢুকলে সুমনা বললেন, "আজ এত দেরী করলি?"

অঞ্জনা সোফায় বসে পড়ে বলল, "আজ অনেকগুলো ঘটনা ঘটল"।

সুমনা বললেন, "কী ঘটনা? আমাকে বলা যাবে?"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ। না বলার কিছু নেই"।

সুমনা বললেন, "তাহলে বল"।

অঞ্জনা বলল, "রায়া আজকে জলে পড়ে গেছিল। ওকে একজন বাঁচিয়েছে। পরে জানা গেল রায়া এমনি এমনি পড়ে নি। ও এস ডিকে ভালোবাসে। আর এস ডি অরুন্ধতী ম্যামের সঙ্গে রিলেশনে আছেন। তাই রায়া জলে পড়ে গেছিল"।

সুমনা চোখ কপালে তুলে বললেন, "সেকি? তারপর? ঠিক আছে তো?"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ, সেটাই বলছি তো। শোন। রায়ার সঙ্গে সবসময় শিঞ্জিনী থাকে। ওখান থেকে আমার সঙ্গে শিঞ্জিনীর ফ্রেন্ডশিপ হল"।

সুমনার মুখ হাঁ হয়ে গেল। বলল, "অ্যাঁ?"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ। রায়াকে নিয়ে ওদের পিজিতে গেলাম আমরা। ওখানে ঠিক হল বিকেলে আমরা রেস্তোরাঁয় যাবো। বিকেলে আমরা কলেজের পরে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ফ্রায়েড রাইস চিলি চিকেন শেয়ার করে খেলাম। খাবার পরে জানা গেল এস ডি চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ভাল চাকরি পেয়েছেন"।

সুমনা বললেন, "তোর ঘোষণাটি কি শেষ হল?"

অঞ্জনা বলল, "ও, আরেকটা ঘটনা হল আজ আমি ওদের বলেছি যে কনফেশন পেজটা দাশু চালায়। ওরা কেউ জানত না"।

সুমনা বললেন, "ভাবা যাচ্ছে না! আজ এত কাণ্ড হল! আর সব থেকে বেশি যেটা ভাবা যাচ্ছে না সেটা হল তুই শিঞ্জিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলি। আবার রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়েও এলি!"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ, এসব কোন কিছুই কঠিন না দেখলাম। উল্টে মনে হল, বন্ধুত্বটাই বেস্ট অপশন। শিঞ্জিনী ভাল মেয়ে। আমিই যে কী করতাম"!

সুমনা কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে থেকে অঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমার যে কী ভাল লাগছে, তোকে বলে বোঝাতে পারবো না। এতদিনে তুই বড় হলি। এতদিন ধরে আমি শুধু ভেবে গেছি তুই কেন এরকম বিহেভ করছিস। এবার বুঝলাম। তুই নিজেও ওই শত্রুতাটা পছন্দ করছিলি না"।

অঞ্জনা বলল, "একদম তাই"।

সুমনা বললেন, "রায়ার খোঁজ নে। জলে পড়ে যাবে মানে ও কি ব্যাপারটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভেবে ফেলেছিল?"

অঞ্জনা বলল, "আরে সাধারণ ইনফ্যাচুয়েশন যেমন হয় না, ব্যাপারটা তেমন ছিল। ভাল লাগত, কেটেও যেত হয়ত। ওই দাশুটার জন্যই তো যত ঝামেলা। ছোট খাটো ব্যাপারটাকে কনফেশন পেজ টেজ দিয়ে সিরিয়াস জায়গায় নিয়ে চলে গেছিল। এখন দাশুর ব্যবস্থা করা হবে"।

সুমনার মজা লাগছিল মেয়ের কথা শুনতে। হাসি মুখে বললেন, "কীরকম? দাশুর কী ব্যবস্থা করা হবে?"

অঞ্জনা বলল, "ভাবছি। ভেবে নি। কেমন একটা সিক্রেট সুপারস্টারের মত সিক্রেট শয়তান ছেলে!"

সুমনা বললেন, "ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার বল দেখি, নতুন বন্ধুত্ব করে কেমন লাগছে?"

অঞ্জনা বলল, "খুব ভাল লাগছে। আমার মনে হয় কলেজের পড়ে ছোট খাটো হ্যাং আউটেরও দরকার হয়। আমি যেমন শমীককে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। একবার ভাবতাম শমীক খুব ভাল বন্ধু। আবার ভাবতাম শমীককে হয়ত আমি ভালবাসি"।

সুমনা বললেন, "তা এখন কোন ডিসিশনে এলি"?

অঞ্জনা ঠোঁট উল্টে বলল, "স্টিল কনফিউজড। তবে শমীককে নিয়ে আমি আর শিঞ্জিনী ঝামেলা করতাম মনে পড়লে খুব হাসি পাচ্ছে"।

সুমনা বললেন, "আচ্ছা। তাহলে এখনও ঠিক নেই শমীক আমাদের এখানে জামাইষষ্ঠী করতে আসবে নাকি?"

অঞ্জনা বলল, "না। ঠিক নেই। শমীকের সঙ্গে কথা বললে মনে হয় ও তো বন্ধু, ওর সঙ্গে আবার কী হতে পারে, কিন্তু শিঞ্জিনী ওর সঙ্গে কথা বলেই আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল"।

সুমনা বললেন, "আচ্ছা! এ ক'দিনের মাথা গরমের এটাই প্রধান কারণ ছিল তবে?"

অঞ্জনা বলল, "ওই আর কী!"

সুমনা বললেন, "ওই আর কী?"

অঞ্জনা বলল, "আমি কনফিউজড ছিলাম আর কী। আসলে শমীকের সঙ্গে হোটেলে যাবার পর..."

অঞ্জনা ভুল বুঝে চুপ করে গেল।

সুমনা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "হোটেলে মানে? এটা আবার কবে হল?"

অঞ্জনা বলল, "না না। মানে ওসব কিছু না"।

সুমনা বললেন, "বলে যখন ফেলেছিস বল। কী হয়েছিল"?

অঞ্জনা বলল, "এগুলো বলা যায় নাকি?"

সুমনা বললেন, "বলে যখন ফেলেছিস বলে ফেল। হোটেলেও গেছিস?"

অঞ্জনা কয়েক সেকেন্ড মার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থেকে বলল, "ও বলে নি। আমিই বলেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমরা রিলেশনে আছি। ওখানে গিয়ে মনে হল আমি ভুল করছি। চলে এসেছিলাম"।

সুমনা বললেন, "যেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলি, সেদিন, তাই তো? তারপর সব আজেবাজে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলি"।

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ। এই নিয়ে কিন্তু আমরা আর কোন দিন কথা বলব না। ওকে?"

সুমনা বললেন, "ওকে, কিন্তু ওখানে গিয়ে তোর মনে হল শমীকের সঙ্গে তুই রিলেশনে নেই?"

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ"।

সুমনা বললেন, "কিছু করিস নি তো?"

অঞ্জনা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না। কিচ্ছু করি নি"।

সুমনা বললেন, "এখন কি মনে হচ্ছে? শমীক তোর কী?"

অঞ্জনা বলল, "জানি না। তুমি কি এখন এটা নিয়ে ডিগ করতে শুরু করবে? তাহলে কিন্তু আমি নেই মা"।

সুমনা বললেন, "করব না। তবে হোটেল ফোটেল যাওয়ার ডিসিশন নিস না। ওগুলো সেফ না। এই বয়সে এমন কিছু করে ফেলিস না যার জন্য সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হয়"।

অঞ্জনা বলল, "করি নি তো। ফিরে এসেছি"।

সুমনা বললেন, "আগে সব কথা আমাকে না বললে তোর পেট ফেটে যেত। এখন এই কথাটা এতদিন চেপে রাখলি। এটাই তোর অ্যাচিভমেন্ট"।

অঞ্জনা বলল, "এসব নিয়ে কেউ মার সঙ্গে কথা বলে? আমি কি পাগল?"

সুমনা বললেন, "তুই শমীকের সঙ্গে কিছু করিস নি তোর অপরাধবোধ থেকে। আর কোন কারণ নেই। তুই নিজেও জানতিস ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। ঠিক ভুল ব্যাপারটা খুব পলকা। তবু তুই বুঝতে পেরেছিস, এতেই আমি খুশি। শমীক ছাড়া কোন বন্ধু না থাকাটাই তোর সব থেকে বড় সমস্যা ছিল। আশা করি ইন ফিউচার তোদের বন্ধুত্বটা থাকবে। দেখা যাক"।

অঞ্জনা বলল, "তুমি কিন্তু হোটেলে যাওয়া নিয়ে আর ঘাঁটবে না। প্রমিস"?

সুমনা হেসে ফেললেন, "ওকে, প্রমিস"।

#

পিজিতে ফেরার পর থেকে রায়া চুপ করে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। শত চেষ্টা করেও শিঞ্জিনী ওর কান্না থামাতে পারে নি। খুব রেগে গিয়ে শিঞ্জিনী দাশুকে ফোন করার পর রায়াকে বলল, "দেখলি কেমন ঝাড়লাম? এবার তো ঠিক হ মা"।

রায়া বলল, "কাঁদতে দে। শরীর ভাল লাগছে না। কাঁদলে ভাল হবে"।

শিঞ্জিনী অবাক হয়ে বলল, "পৃথিবীতে একমাত্র তোকেই দেখলাম যে কাঁদলে ভাল থাকে। প্রণাম তোকে"।

রায়া উত্তর দিল না। শিঞ্জিনী বিরক্ত হয়ে বলল, "এভাবে চলবে?"

রায়া বলল, "কীভাবে?"

শিঞ্জিনী বলল, "এই যে তুই যেভাবে চালাচ্ছিস। কেঁদেই যাচ্ছিস। এবার বেশি বেশি হচ্ছে"।

রায়া বলল, "তুই কী করে বুঝবি? তুই কি কোনদিন কাউকে ভালবেসেছিস? যাকে ভালবাসলাম সে অন্য কারো সঙ্গে রিলেশনে আছে, ঠিক আছে। সেটাও মেনে নেওয়া যায়। দূর থেকে দেখেই ভাল থাকা যেত। কিন্তু এখন যদি তাকে কোন দিন আর দেখতেই না পাই, তাহলে কী করে হবে?"

শিঞ্জিনী বলল, "সেটাই তোর জন্য সব থেকে ভাল ব্যাপার হবে। আর দেখতে পাবি না কেন? ফেসবুকে দেখবি"।

রায়া বলল, "তোর সঙ্গে ওই শুভ্রদাকে ভাল মানাবে। তুইও বিড়ি টানা শুরু কর। তোদের বিড়ি ফ্যামিলি বলব"।

শিঞ্জিনী রায়াকে বালিশ ছুঁড়ে মারল, "ভাগ। শুধু আজে বাজে কথা। এই কান্না বন্ধ কর। আর ভাল্লাগছে না। এক কাজ কর। পড়তে বসে যা"।

রায়া উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুল।

শিঞ্জিনীর ফোন বেজে উঠল। সৌরভ ফোন করছে। শিঞ্জিনী ধরল, "হ্যাঁ স্যার"।

সৌরভ বলল, "রায়াকে ফোন করেছিলাম। ওর ফোন সুইচড অফ বলছে। ও কেমন আছে?"

শিঞ্জিনী ফোন স্পিকারে দিয়ে বলল, "ও শুয়ে আছে"।

সৌরভ বলল, "শরীর ঠিক আছে তো? জলে পড়ে গেল যখন, ডাক্তার দেখালে হত না"?

শিঞ্জিনী বলল, "সেসব কোন সমস্যা নেই স্যার। জ্বর আসে নি। ঠিকই আছে"।

সৌরভের গলা শুনে রায়া উঠে বসল। অবাক চোখে শিঞ্জিনীর দিকে তাকাল। সৌরভ বলল, "আমি কাল মুম্বই চলে যাবো। কলেজ হয়ত কিছুদিন সময় নেবে। নোটিস পিরিয়ডের ব্যাপার থাকবে"।

শিঞ্জিনী রায়ার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। রায়া আবার শুয়ে পড়ল।

শিঞ্জিনী কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "স্যার আপনি কি আমাদের সিলেবাস শেষ না করেই চলে যাবেন?"

সৌরভ বলল, "হ্যাঁ। সেটা ছাড়া তো উপায় নেই। ফিরে এসে দেখব কতটা কী এগিয়ে রাখা যায়। ঠিক আছে। তোমরা সাবধানে থেকো। তোমাদের বয়স কম, এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। হুইমজিকালি চলাটা ঠিক না। রায়া আজ যেটা করল..."

সৌরভ চুপ করে রইল।

রায়া শিঞ্জিনীর কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে বলল, "আপনারা ভাল থাকুন, তাহলেই হবে। আমার চিন্তা না করলেও হবে"।

সৌরভ রায়ার কথা শুনে রেগে গেল, “তা বলে তুমি পুকুরে ডুবে যাবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?”

রায়া বলল, “আমার কথা ভাবার দরকার নেই তো স্যার। আপনি অরুন্ধতী ম্যামকে নিয়ে ভাল থাকুন”।

সৌরভ বলল, “তুমি বুঝতে পারছো না কেন? তুমি যখন বড় হবে, তখন এই ডিসিশন নিয়ে তুমিই রিগ্রেট করবে। তুমি অনেক ভাল ছেলে পাবে। কেন এসব নিয়ে ভাবছ? আমার মত কত ফ্যাকাল্টি আসবে যাবে, কত স্যালারি হয় একজন ফ্যাকাল্টির?”

রায়া বলল, “এই যে আপনি বড় চাকরি পেয়ে গেছেন। ফ্যাকাল্টিও তো আর থাকবেন না। আপনার সঙ্গে আমার রিলেশনে হলে কেউ বলতেও পারত না ফ্যাকাল্টির সঙ্গে রিলেশন করে কোন আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছি। এথিকসেও আটকাবে না। তাহলে সেটা আমার রিগ্রেটের কারণ হবে কেন?”

সৌরভ থমকে গেল। রায়া যে এভাবে একটার পর একটা যুক্তি দিয়ে দেবে সে বুঝতে পারে নি। রায়া বলল, “বলুন স্যার। নাকি এগুলো কোন কারণই না। অরুন্ধতী ম্যামের সঙ্গে রিলেশনে আছেন বলে আমাকে কাটিয়ে দিলেন”।

সৌরভ বলল, “আমি কারো সঙ্গে কোন রিলেশন নেই। শুধু আমার ভূতটা তুমি নিজের মাথা থেকে নামিয়ে নাও”।

রায়া বলল, “আমার মাথা থেকে আমি কী নামাবো সেটা আমার ব্যাপার। তবে মনে রাখবেন আপনি যে যুক্তি দিচ্ছেন, সেগুলো এখন আর ভ্যালিড না। আপনি আমাদের ফ্যাকাল্টিও থাকবেন না। এবার কীভাবে কাটাবেন?”

সৌরভ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, “টেক কেয়ার রায়া। ভাল থেকো”।

ফোনটা কেটে গেল।

শিঞ্জিনী কয়েক সেকেন্ড রায়ার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে চিৎকার করল, “ওরে তুই তো ফাটিয়ে দিলি রে। উফ, ভাবতেই পারছি না। এভাবে বললি?”

রায়া বলল, “তো কীভাবে বলব? যত সব আজেবাজে যুক্তি দেয়”।

শিঞ্জিনী বলল, “ওরে উনি তোর স্যার রে”!

রায়া বলল, “তাতে যুক্তি তো ঠিক ঠাক দেবে তো নাকি? এতক্ষণ জানতাম এথিকসের প্রব্লেম। এখন তো কলেজ থেকেই চলে যাচ্ছে। তাহলে কীসের এথিকস হয়”?

শিঞ্জিনী হেসে ফেলল, “তুই তো অনেকদূর ভেবে ফেলেছিস মা!”

রায়া বলল, “আর কী হবে? চলেই তো যাবে। বাদ দে। চল পড়তে বসি”।

শিঞ্জিনী বলল, “উফ! এত মুড চেঞ্জ হচ্ছে তোর! সামাল দিতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি!”

রায়া বলল, “মাথা গরম আছে। জ্বালাস না”।

শিঞ্জিনী হাত তুলল, “তথাস্তু”।

৬৪

পরের দিন সকাল।

বাস থেকে নেমে শমীক দেখল বৃষ্টি নেমেছে। সে ছাতা বের করে হাঁটতে শুরু করল।

“ওই। দাঁড়া দাঁড়া। আসছি”।

পিছন ফিরে শমীক দেখল অঞ্জনা ডাকছে। দাঁড়িয়ে গেল, “তুই ভ্যানে যাবি না?”

অঞ্জনা হাঁফাচ্ছিল। কোন মতে বলল, “না না। তোর সঙ্গে কথা আছে। সিরিয়াস কথা”।

শমীক হাঁটতে শুরু করল, “আবার কোন ইন্সট্রাকশন দিবি নাকি?”

অঞ্জনা বলল, "না না। সেসব কিছু না। আবার খানিকটা সেটাও"।

শমীক বলল, "ছাতার তলায় আয়। ভিজে যাবি নইলে"।

অঞ্জনা শমীকের ছাতার তলায় এসে বলল, "এখন আমাদের বাড়ির ধারে কাছ দিয়ে যাস না। মা আমাদের হোটেলের কথা জেনে গেছে। আমি মুখ ফসকে বলে ফেলেছি"।

শমীক বলল, "বাহ। খুব ভাল কাজ করেছিস। তবে চিন্তা করিস না, আন্টি আমাকে আজ সকালেই ফোন করে বার্থ ডে উইশ করে ফেলেছে। তুই ভুলে গেলেও আন্টি ভোলে নি"।

অঞ্জনা রেগে গেল, "আমি কেন ভুলতে যাবো? এই তো। তোর জন্য কী কিনেছি দেখ"।

অঞ্জনা ব্যাগ থেকে একটা পার্কার পেন বের করে শমীককে দিল। শমীক অবাক হয়ে বলল, "এটা কখন কিনলি?"

অঞ্জনা বলল, "কালকে ফেরার পথেই কিনে ফেলেছিলাম। ভুলতে যাবো কেন?"

শমীক বলল, "কী সৌভাগ্য আমার! আর হ্যাঁ, তোর এই টু পয়েন্ট জিরো ভারসানটাই বেটার। আমার বার্থ ডে মনে রাখছিস, সবার সঙ্গে মিশছিস, বেটার, ডেফিনিটলি বেটার"।

অঞ্জনা বলল, "তাহলে এটাও জেনে নে, কাল সারা রাত ধরে অনেক ভেবে টেবে বুঝে গেছি, তুই আমার বেষ্ট ফ্রেন্ড। আর তোকে ভালোওবাসি। ঠিক আছে?"

শমীক বলল, "ফাইনাল তো ভাই? বিকেলে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে না তো?"

অঞ্জনা বলল, "না না। একদম ফাইনাল। তুই চাইলে তোকে লিপ কিসও করতে পারি"।

শমীক বলল, "ভাগ। আর চাইতে হবে না"।

অঞ্জনা বলল, "তুই কি আমাকে ভালবাসিস? না সেসব কিছুই নেই?"

শমীক বলল, "বাসি হয়ত। তুই ছাড়া তো কোন বন্ধুই নেই। আর আমি তোর উপর সেক্সুয়ালি অ্যাট্রাকটেড ফিলও করেছি"।

অঞ্জনা বলল, "ধুস। সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশনে ভালবাসা বোঝা যায় নাকি? ও তো এমনিতেই আসতে পারে।"

শমীক বলল, "সেটা নিয়েও সারারাত ভেবে নে। তোর আর কাজ কী?"

অঞ্জনা বলল, "জানিস, রায়াটার খোঁজ নিলাম শিঞ্জিনীর থেকে। খুব কান্নাকাটি করেছে, এস ডি নাকি ফোনও করেছিল"।

শমীক বলল, "খুব কমপ্লেক্স ব্যাপার। বেটার হয় রায়া সব ভুলে গেলে। রায়াকে বোঝাতে হবে"।

অঞ্জনা বলল, "আচ্ছা, ওদিকে দেখ তো, ওটা কী?"

অঞ্জনা ডান হাতের তর্জনী দিয়ে শমীকের ডানদিকে কিছু একটা দেখাল।

শমীক সেটা দেখতে যেতেই অঞ্জনা শমীকের গালে চুমু খেল। শমীক চমকে গিয়ে বলল, "এসব কী করছিস? লোকজন দেখতে পাবে তো"।

অঞ্জনা বলল, "চারদিক দেখে নিয়েই তো খেলাম। দেখলে দেখবে। এবার অ্যাট্রাকশন আসছে। মা ঠিকই বলছিল। তোর সঙ্গে আমি কিছু করতে চাইনি অপরাধবোধ থেকে। ওই জন্যই অতো সমস্যা হচ্ছিল। নাও আই অ্যাম ফাইন"।

শমীক আকাশ থেকে পড়ল, "এসব নিয়েও আলোচনা করে ফেলেছিস? সত্যিই আর তোদের বাড়ি যাওয়া যাবে না"।

অঞ্জনা বলল, "নরমাল কনভারসেশন। বেশি কিছু না। ভাগ্যিস একটু হলেও মার সঙ্গে ডিসকাস করা যায়, নইলে কনফিউশনেই আমি পাগল হয়ে যেতাম।"।

শমীক বলল, "আমার তো মা-ই নেই। আমি আর কী করে জানব এসব"।

অঞ্জনা বলল, "ছেলেরা পারে না। মেয়েরা মায়েদের সঙ্গে সব কথা বলে। সব মেয়েরা না বললেও অনেকেই বলে। আর আমি তো ছোটবেলা থেকেই বলি। তুই আসার আগে মা ছাড়া আমার তো আর কেউ ছিল না। আমার বন্ধু নেই, কিচ্ছু নেই। তুই ছিলি। সেই তুই দূরে গেলেই আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল"।

শমীক বলল, "খুব জ্বালাতন করিস তুই, জানিস তো"?

অঞ্জনা শমীকের হাত জড়িয়ে বলল, "বেশ করি। আচ্ছা, আজ বাংক মারবি? চল বৃষ্টির মধ্যে কলকাতা ঘুরে বেড়াই"।

শমীক বলল, "না বাপু। আজ ল্যাব আছে। আমি ওসবে নেই"।

অঞ্জনা বলল, "হুহ। পড়ে ফাটিয়ে দিবি যেন। চল না প্লিজ। জাস্ট একদিন। আর বলব না। তোর বার্থ ডে সেলিব্রেট করি"।

শমীক বলল, "আন্টি বকবে না?"

অঞ্জনা বলল, "আজই ফার্স্ট, আজই লাস্ট। আগের দিন শুধু শুধু হোটেলে গেছিলাম। ওসব না। ঘুরব। যাবি না? চল প্লিজ প্লিজ প্লিজ"।

শমীক বলল, "আচ্ছা চল। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি সত্যি। কী যে করিস! কোথায় যাবি?"

অঞ্জনা বলল, "ওসব ভেবেছি নাকি? আমি বেশি চিনিও না। চল, দেখি"।

শমীক কাঁধ ঝাঁকাল, "গুগল বের কর। কলকাতায় কী কী দেখার আছে দেখি"।

অঞ্জনা হাসতে হাসতে বলল, "ওটাই বাকি আছে। গুগল দেখে ঘুরব"।

শিঞ্জিনী আর রায়া ভ্যানে করে যাচ্ছিল। তাদের দেখে শিঞ্জিনী চিৎকার করল, "কী রে, উলটো দিকে কোথায় যাচ্ছিস? কলেজ যাবি না?"

অঞ্জনা বলল, "বাংক, বাংক। ভাল করে নোটস লিখবি। তোর থেকে নেবো। অ্যাই রায়া। টেক কেয়ার"।

রায়া ম্লান হাসল।

#

ভ্যানটা চলে গেলে ওরা দেখল বৃষ্টির মধ্যে অরুন্ধতী হাঁটতে হাঁটতে কলেজের দিকে যাচ্ছে। কেমন দিশেহারা ভাবে হেঁটে চলেছে। তাদের দেখতেও পেল না।

অঞ্জনা ছুটে গিয়ে অরুন্ধতীর হাত ধরল, "ম্যাম, সব ঠিক আছে তো?"

অরুন্ধতী চমকে অঞ্জনার দিকে তাকাল, "ওহ তুমি? হ্যাঁ। ঠিক আছে"।

অঞ্জনা বলল, "আপনি সাবধানে যান ম্যাম। সব ঠিক আছে তো?"

অরুন্ধতী হাসার চেষ্টা করল, "হ্যাঁ গো। তোমরা কলেজ যাচ্ছো তো? চল"।

অঞ্জনা বলল, "হ্যাঁ চলুন"। অঞ্জনা মাথা ঘুরিয়ে শমীককে ইশারা করল তাদের সঙ্গে কলেজের দিকে যাওয়ার জন্য। শমীক হেসে ফেলে নিজের মনেই বলল, "পাগলী একটা"।

#

সৌরভের ল্যাবের সামনে রায়া দাঁড়িয়ে আছে। সে অনেক চেষ্টা করছে কান্না আটকাতে, কিছুতেই পারছে না। শিঞ্জিনী খুঁজতে খুঁজতে তাকে দেখতে পেয়ে বলল, "ঠিক ধরেছি। তুই এখানেই থাকবি। চল চল। ক্লাসে চল।"।

রায়া বলল, "আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ও নেই। কী করব এবার?"

শিঞ্জিনী বলল, "ক্লাস করবি। আবার কী করবি? চল"।

রায়া বলল, "একবার গিয়ে ওর সামনের চেয়ারে বসি?"

শিঞ্জিনী বড় বড় চোখ করে বলল, "এবার কিন্তু বহুত বাড়াবাড়ি হচ্ছে রায়া। আমি পাতি ক্যালাবো তোকে"।

রায়া কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বলল, “চল। ক্লাস করি”।

শিঞ্জিনী বলল, “চল। গিয়ে আমাকে বাঁচা”।

দুজনে মিলে ক্লাসের দিকে হাঁটতে লাগল।

শিঞ্জিনী বলল, “এখানে কাঁদছিলি, কেউ দেখে নি তো?”

রায়া বলল, “না। সবাই ক্লাসে গেছে। আমার মত কে আছে ল্যাবের সামনে এসে কাঁদবে?”

শিঞ্জিনী বলল, “এমন করিস তুই, সবাই জেনে যাবে তোর কথা”।

রায়া বলল, “জানলে জানবে। কী হবে তাতে? ভালোবাসি, এটাই তো জানবে। ওকে তো কিছু বলতে পারবে না। ও সব সময়েই শক্ত লাউন্ডা। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কারো। তুই অতো ভাবিস না”।

শিঞ্জিনী বলল, “তুই যা করিস, না ভেবে উপায় থাকে না। যা করবি, বাবা মায়ের কথাটা ভাবিস দয়া করে”।

রায়া বলল, “না না, ওসব ভাবতে যাবই বা কেন?”

বৃষ্টি বেড়েছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। রায়া বলল, “আমিই বোকা”।

শিঞ্জিনী বলল, “ঠিক”।

রায়া বলল, “আমি গাধা”।

শিঞ্জিনী বলল, “এটাও ঠিক”।

রায়া বলল, “আমি এসব একবারেই ঠিক করি নি। স্যারের সঙ্গে কেউ প্রেম করতে যায়? কী সব করেছি, ইশ”।

শিঞ্জিনী বলল, “দারুণ বোধোদয়”।

রায়া বলল, “দেখ আমি আর কোন দিন কোন স্যারের দিকে তাকাবো না, তুই লিখে নে”।

শিঞ্জিনী বলল, “লিখে নিলাম। এটাই ফাইনাল”।

রায়া বলল, “চল, ক্লাস করি”।

শিঞ্জিনী বলল, “চল”।

রায়া বলল, “কী ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কলেজটা। এতদিন পর বৃষ্টি হল, আর আজকেই...”

রায়া দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “আমি আর পারছি না রে। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আমি ক্লাসে যেতে পারবো না এখন। তুই ক্লাস কর। কোন অসুবিধা নেই, আমি কোন রকম কোন পাগলামি করব না”।

শিঞ্জিনী বলল, “না ঠিক আছে। আমি আছি তোর সঙ্গে। লাইব্রেরীতে গিয়ে বসবি? চল”।

রায়া শিঞ্জিনীর হাত শক্ত করে ধরে হাঁটছিল। বলল, “কী বাজে জিনিস রে এসব। আর কাউকে কোনদিন ভালবাসতে যাবো না”।

শিঞ্জিনী কিছু বলল না। রায়ার ফোন বেজে উঠল।

রায়া ব্যাগ থেকে ফোন বের করে দেখল সৌরভ ফোন করছে। সে অবাক হয়ে শিঞ্জিনীর দিকে তাকাল। শিঞ্জিনী বলল, “ধর ধর। দেখ কী বলছে”।

রায়া ফোন রিসিভ করল, “হ্যালো”।

“কলেজে গেছো?”

“হ্যাঁ”।

“ঠিক আছো এখন?”

“হ্যাঁ”।

“ক্লাস কোর মন দিয়ে। বাংক কোর না। ঠিক আছে?”

“আচ্ছা। চেষ্টা করব”।

"চেষ্টার কিছু না। কোর"।
"ঠিক আছে। আপনিও নিজের খেয়াল রাখবেন"।
"রাখবো। তোমাকে সরি বলতে ফোন করেছিলাম। অরুন্ধতী ম্যামকেও সরি বলা উচিত। বলব। ওর ব্যাপারে তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু নেই। তোমাকে কাল রাতেই বলেছিলাম। আজ আবার বলে দিলাম"।
"আচ্ছা"।
"ভালো থেকো। মন দিয়ে পড়াশুনা কর। ভাল হোক"।
"পড়াশুনা করব স্যার। আপনি না বললেও করব"।
"ভাল ভাল। তাহলে তো খুবই ভাল। রাখি তবে"?
"বাই"।
একটু অপেক্ষা করে ফোনটা কেটে গেল।
রায়া দাঁড়িয়ে পড়ল। শিঞ্জিনী বলল, "কী হয়েছে?"
রায়া চোয়াল শক্ত করে বলল, "ক্লাস করি চল। কারো জন্য খামোখা ক্লাস ডুব দেওয়ার তো কিছু নেই। আমাকে ভালবাসবে না, আমি কেন ভালবাসতে যাবো বল? ও ভালবাসলে কি ও চলে যেত? বাদ দে। চল"।
শিঞ্জিনী হাসল, "গুড গার্ল। চল"।
দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ক্লাসে গিয়ে দেখল অঞ্জনা আর শমীক এসে গেছে। শিঞ্জিনী অবাক হয়ে বলল, "কিরে? তোরা এলি?"
শমীক কাঁধ ঝাঁকাল, "এই পাগলের পাল্লায় পড়লে সব হয়"।
শিঞ্জিনী বলল, "এখনও স্যার আসেন নি?"
অঞ্জনা বলল, "এখন কী করে স্যার আসবেন? স্যার আছেন?"
শিঞ্জিনী বলল, "ওহ, আমি তো ভুলেই গেছিলাম। তাহলে কি এটা অফ পিরিয়ড এখন?"
রায়া মাথা নিচু করে বসে ছিল। হঠাৎ ক্লাসের কোলাহল থেমে গেল। রায়া চোখ তুলে দেখল সেই লালচে জামাটা পরেই সৌরভ ক্লাসে ঢুকেছে। সে হাঁ হয়ে গেল। সৌরভ বলল, "এটা ক্লাস না মাছের বাজার? সবাই বস"।
অঞ্জনা বলল, "সেকি স্যার? আপনি গেলেন না?" সৌরভ বলল, "নাহ। অনেক ভেবে দেখলাম এই পচা শহরটা ছেড়ে পালালে তোমাদের ঠিক করবে কে? নাও ক্লাস, স্টপ টকিং, বোর্ডের দিকে তাকাও"।
রায়ার হাসি পাচ্ছে। কান্নাও পাচ্ছে। দুটোই প্রবলবেগে বেরিয়ে আসতে চাইছে।
নিজেকে প্রাণপণে চিমটি কেটে দুই অনুভূতিকেই প্রাণপণে আটকে রেখে ডেস্কে বসে থাকল সে।
৬৫
অরুন্ধতী ক্লাস নোটস তৈরি করছিল। মাথার মধ্যে একগাদা চিন্তা কাজ করছে। ক্লাসের বাইরে সৌরভকে যেতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। সৌরভ অনেকটা দূরে চলে গেছিল। অরুন্ধতী ফোন করল। সৌরভ ধরে বলল, "বল"।
অরুন্ধতী বলল, "আরে, তুমি যাও নি?"
সৌরভ বলল, "নাহ। যেতে যেতে শেষ মুহূর্তে যাওয়া ক্যান্সেল করে দিলাম। ইচ্ছে করল না"।
অরুন্ধতী বলল, "এত বড় সুযোগ ছেড়ে দিলে? এর পরে হায় হায় করতে হবে না তো?"
সৌরভ হাসল, "দেখা যাক। জীবনে কোন সিদ্ধান্তই তো ঠিক ঠাক নিতে পারি না। মাঝখান থেকে তোমাকে একটু জ্বালালাম"।

অরুন্ধতী বলল, “না না। কিছু জ্বালাও নি। এরকম কনফিউশন অনেক আসে। চিন্তা কোর না। তুমি বরং আরেকটু ভাবো। উইলসনের এইচ আরকে বলে কয়েকদিন সময় নাও”।

সৌরভ বলল, “সেটা করাই যায়। দেখি”।

ফোনটা রেখে অরুন্ধতী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ভাল লাগছে। সৌরভ চলে যাবে শোনার পর থেকে ভীষণ একা লাগছিল। নিজেকে বার বার এ কথা বলেই প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছিল জীবনটা তাকে একাই কাটাতে হবে। সৌরভের না যাওয়াটা হয়ত ভালই হল তার জন্য।

ফোন বাজছে। অরুন্ধতী দেখল তার ল ইয়ার ফোন করছেন। ধরল, “বলুন মিস্টার সান্যাল”।

“মিষ্টি খাওয়াতে হবে ম্যাম”। সান্যালের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

অরুন্ধতী বলল, “কেন বলুন তো?”

সান্যাল বললেন, “কেসটা মিটেছে। আপনি এখন অফিসিয়ালি ডিভোর্সড”।

অরুন্ধতী শ্বাস ফেলল। বলল, “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অবশ্য ধন্যবাদ বলে ছোট করা ঠিক হল নাকি বলতে পারছি না। আপনি যে দ্রুততার সঙ্গে কাজটা করলেন, সেটাই অভাবনীয়”।

সান্যাল বললেন, “আমি রাতে আপনার বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজগুলো দিয়ে আসব। ভাল থাকুন ম্যাম”।

অরুন্ধতী বলল, “আপনিও খুব ভাল থাকুন”।

ফোন কেটে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সে। দীর্ঘ একটা লড়াইয়ের শেষ হল আজ। সম্পর্ক যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পিজার মত। যতক্ষণ গরম ছিল, দারুণ সুস্বাদু ছিল। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই সেটা জুতোর সুকতলা হয়ে যায়।

“মে আই কাম ইন ম্যাম?”

দরজায় রায়া দাঁড়িয়ে আছে। অরুন্ধতী বলল, “এসো এসো”।

রায়া তার টেবিলের সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অরুন্ধতী বলল, “বল রায়া। কিছু বলবে?”

রায়া বলল, “আই অ্যাম সরি ম্যাম”।

অরুন্ধতী অবাক হল, “কেন বল তো? কী হল আবার?”

রায়া বলল, “আমি আপনাকে আর এসডিকে নিয়ে একটা কনফেশন পোষ্ট করেছিলাম। সেটা নিয়ে খুব ঝামেলা হল। আমার ওটা করা উচিত হয় নি”।

অরুন্ধতী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বলল, “ঠিক আছে। এটা নিয়ে এত সরি বলার তো কিছু হয় নি। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। ভুলে যাও। আর কখনো করবে না, তাহলেই হল”।

রায়া বলল, “আসলে ম্যাম, আমার মাথাটাই উলটো পাল্টা হয়ে গেছিল। আমি যে কী করছিলাম, মানে খুব বাজে কাজ করছিলাম”।

অরুন্ধতী বলল, “আমরা সবাই এরকম আজে বাজে কাজ এককালে করেছি বুঝলে? ওসব ভেবো না তো। সামনে সেম আসছে। পড়াশুনোয় মন দাও। চ্যাপ্টারগুলো সব বুঝছো তো? এখন এই রিলেশন, প্রেম এসব নিয়ে চর্চা করতে করতে দেখবে সেম চলে এসেছে। কাঁদারও সময় পাবে না। পড়াশুনো শুরু করে দাও”।

রায়া বলল, “আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন তো?”

অরুন্ধতী হেসে ফেলল, “হ্যাঁ রে বাবা। ওসব ঠিক আছে”।

রায়া বলল, “আসি ম্যাম”।

অরুন্ধতী বলল, “এসো”।

রায়া চলে যাচ্ছিল। অরুন্ধতী বলল, "শোন রায়া"।
রায়া দাঁড়িয়ে গেল।
অরুন্ধতী বলল, "এই বয়সটা খুব বাজে। কোন কিছু নিয়েই বেশি ভেসে যেও না। বুঝেছো?"
রায়া মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ ম্যাম। মনে থাকবে"।
অরুন্ধতী বলল, "তোমাদের গ্যাংটা দেখে খুব ভাল লাগল। একদিন আড্ডা মারব। ঠিক আছে?"
রায়া বলল, "ঠিক আছে ম্যাম। ভাল থাকুন"।
অরুন্ধতী বলল, "তুমিও। আর ভুলেও জলের কাছে যাবে না কিন্তু"।
রায়া এবার হেসে ফেলল।
৬৬
শিঞ্জিনী ক্যান্টিনে বসে অ্যাসাইনমেন্ট লিখছিল। শুভ্র এসে তার পাশের চেয়ারে বসে বলল, "বাস স্ট্যান্ডের ওখানে একটা নতুন পার্ক হয়েছে দেখেছিস?"
শিঞ্জিনী বলল, "ভুলেও ভেবো না তোমার সঙ্গে আমি ওখানে যাবো। দুঃস্বপ্নেও না"।
শুভ্র বলল, "আমি কি তোকে বলেছি ওখানে আমার সঙ্গে যেতে হবে?"
শিঞ্জিনী বলল, "তুমি কি ক্লাস টাস কর না? সারাক্ষণ এখানেই বসে থাকো?"
শুভ্র বলল, "ক্লাস করব না কেন? তোর সঙ্গে কথা বলতে এলাম। এটা একটা ডিউটি তো"।
শিঞ্জিনী বলল, "ডিউটি? কী ধরণের ডিউটি?"
শুভ্র বলল, "ওসব তুই বুঝবি না। হাইক্লাস ব্যাপার স্যাপার"।
অঞ্জনা এসে শিঞ্জিনীর পাশের চেয়ারে বসল। শিঞ্জিনী বলল, "এ দেখ, এসে গেছে আমাদের দাদা। রাখি আসছে না? আমাদের দাদাকে রাখি পরাবো"।
অঞ্জনা বলল, "রায়া কোথায় রে? চোখে চোখে রাখিস। এখন আবার এস ডির ল্যাবে না চলে যায়"।
শিঞ্জিনী সচকিত হয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস তো"। কথাটা বলে শিঞ্জিনী শুভ্রকে বলল, "তুমি এখানে আজে বাজে না বকে দেখে এসো রায়া কোথায় গেল"।
শুভ্র বলল, "যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো"?
শিঞ্জিনী কড়া চোখে শুভ্রর দিকে তাকাল। শুভ্র সেটা দেখে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে যাচ্ছি। অতো গরম নেওয়ার কী আছে?"
শুভ্র চলে যেতে শিঞ্জিনী বলল, "জ্বালিয়ে খেল"।
অঞ্জনা বলল, "হি লাইকস ইউ"।
শিঞ্জিনী বলল, "সে তো বুঝতেই পারি। কিন্তু বিড়ি খোর। আমার বিড়ি খোর দেখলে কেমন অস্বস্তি হয়"।
দুজনেই হেসে ফেলল।
শুভ্র দু মিনিট পরে রায়ার সঙ্গে এল। বলল, "এই যে, ম্যাডাম অরুন্ধতী ম্যামের ঘরে ছিল"।
শিঞ্জিনী অবাক হয়ে রায়ার দিকে তাকাল। রায়া বসে বলল, "ম্যামের কাছে ক্ষমা চাইলাম কনফেশনটার জন্য"।
শিঞ্জিনী বলল, "কেন এসব করতে গেলি? ঝাড়ল?"
রায়া মাথা নাড়ল, "না। ঝাড়বে কেন? বলল পড়ায় মন দিতে"।
শিঞ্জিনী বলল, "এসব কেন করিস বল তো? একবার তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতিস?"
অঞ্জনা বলল, "রায়ার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। সে জন্যই এসব করেছে"।
শুভ্র বলল, "অপরাধবোধ সবার মধ্যেই কাজ করে। যখন আমি অনেক দূরে, থাকব না এই মাটির ঘরে, ইয়ে কলেজে, তখন আমাকে নিয়েও অনেকে কাঁদবে"।

শিঞ্জিনী রেগে গেল, “কেউ কাঁদবে না তোমাকে নিয়ে। এরকম ডেস্পারেট হয়ে গেছো কেন তুমি?”

রায়া বলল, “ওকে কেউ দেয় না তো, তাই”।

শুভ্র বলল, “বল। তুই তো বলবিই। তোকে বাঁচালাম, এখন তুইই এসব কথা বলবি। এই তো হয়”।

অঞ্জনা বলল, “এস ডিকে নিয়ে একটা ভিডিও বানানোর কথা হচ্ছিল। সেটা তাহলে আর দরকার নেই?”

শিঞ্জিনী বলল, “আপাতত। আবার যদি মন পাল্টায়, যদি চলে যায়”।

রায়ার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

শুভ্র বলল, “ফ্যাকাল্টিদের স্যালারি কত হয়? খুব বেশি তো হয় না। এই চাকরি কেন করবে? ভাল চাকরি পেয়েছিলেন তো। কার জন্য থেকে গেলেন?”

শিঞ্জিনী রায়ার দিকে তাকাল। রায়া বলল, “আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন? আমি কিছু জানি না। আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না একবারেই”।

শিঞ্জিনী বলল “ওই দেখ। এস ডি”।

রায়া বলল, “ইয়ার্কি মারিস না তো। ভাল লাগছে না”।

অঞ্জনা বলল, “আরে ইয়ার্কি মারবে কেন? সত্যিই উনি এসেছেন। আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন”।

রায়া চমকে পেছনের দিকে তাকাল। সৌরভ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল। রায়া শিঞ্জিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, “এ কী রে? ডাকছে কেন?”

শিঞ্জিনী বলল, “গিয়ে দেখ”।

রায়া উঠে ভয়ে ভয়ে সৌরভের কাছে গেল। সৌরভ বলল, “তুমি আমাকে ভালোবাসো?”

রায়ার বুক ঢিব ঢিব করছিল। প্রশ্নটা শুনে সে একবার পেছনে বন্ধুদের দিকে তাকাল। পরক্ষণে সৌরভের দিকে দৃঢ়স্বরে বলল, “হ্যাঁ”।

সৌরভ বলল, “তুমি জানো কলেজে ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ হলে কী প্রব্লেম হতে পারে?”

রায়া বলল, “ভেবে দেখেছি স্যার। কলেজে কোন কথা না বললেই হল”।

সৌরভ হেসে ফেলল, “তুমি সব ভেবে ফেলেছো?”

রায়া বলল, “এ ক’দিন সকাল বিকেল তাইই তো ভেবেছি”।

সৌরভ রায়ার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “এমন ভেবেছ যে জলে ডুবে যেতে বসেছিলে?”

রায়া বলল, “ওসব তো হয়। এখন ঠিক আছি স্যার”।

সৌরভ বলল, “ঠিক আছো?”

রায়া মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ”।

সৌরভ বলল, “ওকে। টেক কেয়ার”।

রায়া বলল, “হ্যাঁ স্যার। এটা বলার জন্য ডেকেছিলেন?”

সৌরভ বলল, “না। আমি ডেকেছিলাম এটা বলার জন্য যে আমি নিজেও জানি না আমি কেন চাকরি ছেড়ে গেলাম না। হয়ত খুব বড় ভুল করলাম। তাও আমি খুশি। আমি সব থেকে বেশি ভালবাসি পড়াতে। আর সেটাই আজীবন করে যেতে চাই। তুমি মন দিয়ে ভাল করে পড়। পাস আউটের পর তুমি যে ব্যাপারে কথা বলতে চাও, তখনও যদি তোমার সেটা বলার মত ইচ্ছে থাকে, সেটা বলব না হয়?”

রায়া হাঁ করে সৌরভের দিকে তাকাল।

সৌরভ বলল, “আমি ল্যাবে গেলাম। আর বার বার ফলো করার দরকার নেই। পড়ার কাজ পড়। আমি থাকব। কোথাও যাব না। ঠিক আছে?”

রায়ার পা নড়ছিল না। চারদিকে যেন সবাই চুপ করে গেছে। একবার কি নিজেকে চিমটি কেটে দেখবে? নাহ, সেটাও করতে ইচ্ছে করছে না। তাতে যদি এই মুহূর্তটাই মিথ্যে হয়ে যায়? সে চুপ করে দাঁড়িয়ে

রইল।

আরেকটু দূরে, লালুদার মাচায় তখন দাশু তখন দাশু আরেকটা কনফেশন পেজ তৈরি করতে ব্যস্ত।

এবারেরটা মারাত্মক অ্যানোনিমাস পেজ বানাতে হবে। সে নিজেই যেন নিজের পোষ্ট দেখে কিছু চিনতে না পারে...